নেকনজর

নেকনজর

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ মোদাব্বের
দি মুসলমান পাবলিশিং কোং, লিমিটেড,
১১-৫, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—
মোহাম্মদ মোদাব্বের
দি মুসলমান প্রেস,
১১-৫, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

উপহার পত্র ।

—:•*•:—

শ্রদ্ধেয়—
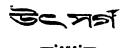
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম, এ, বি-এল, সি, আই, ই,

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

দাদা

আপনার দরাজ হৃদয়ের দরদে 'দাদা' বলিবার অধিকার পাইয়াছি এবং সেই প্রশ্রয়ে অসামান্যের সহিত সামান্য সংযুক্ত করিবার বেয়াদবী ঘটিয়া গিয়াছে

আপনার মন্দিরের আরতি আমার মসজিদের নামাজে বিঘ্ন উৎপাদন করে না। আপনার দেওয়ালীর দীপ আমার শবে-বরাতের চেরাগে অবজ্ঞার রেখাপাত করে না। আপনার বিজয়ার কোলাকুলি এবং আমার ঈদের আলিঙ্গন আপনার মনে সমভাবে প্রীতি উৎপাদন করে। তাই ভরসা, আমার এই সওগাৎ ক্ষুদ্র হইলেও আপনার নেকনজরের অনুকম্পা লাভ করিবে।

টালিগঞ্জ, কলিকাতা
মাঘ, ১৩৩৭।

আপনার স্নেহের 'ভায়া',
হেদায়েত

এক

কাদম্বিনীর কন্যা কৃষ্ণভাবিনী একমাত্র সন্তান তারাসুন্দরীকে একটা সৎ ও সুন্দর পাত্রে সমর্পন না করিয়া—সংসার যন্ত্রণা বিমুক্ত হইবার পর নিশ্চিত স্বর্গ-সুখ লাভ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। বলিয়া, আজ যখন অভিরামপুরের কবিরাজ মহাশয় পল্লী-পথ-বিহার-ক্লিষ্ট পাদুকাযুগল, ধৌত এবং পরিষ্কৃত পৈঁঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভাবিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন তখন পীড়িতা তন্দ্রামুক্ত হইয়া ক্ষীণ করুণকণ্ঠে আপনার চিরন্তন আকিঞ্চন প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

"সুন্দরীর কিছু একটা না করিয়া আমি যেন মরেও পাচ্ছি না, কবরেজ-দা!"

কবিরাজ ঔষধের পুঁটলি খুলিতে লাগিলেন—"ভয় কোন রকম দেখছি না—বরং ভালর দিকেই ফিরছে। আজ এই তিন রকম দিয়ে গেলুম, এখন এইটা, দুপুর ও সন্ধ্যায় এই দু'টা। সুন্দরী কোথায়, তাকেই বুঝিয়ে দিতাম।"

"আমার কাছেই ছিল-সে এই যে। মনিদের মাষ্টার শিশিতে করে কৌটা কৌটা কি ওষুধ দেয়—অনেক রোগ সারছে। তাই এনে খাওয়াবে আমাকে, বোধ হয় সেই দিকেই গেল।"

"রোগ-ত' তোমাদের সারছে না এরই জন্যে। আমি তবে উঠলেম—ভাল যা হয়, করবে ঐ সুন্দরা।"

কবিরাজের কোপে কৃষ্ণভাবিনী কাতর হইয়া পড়িলেন। সুন্দরীর প্রাগুক্ত প্রয়াস কবিরাজ-প্রীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে ইহা ঠিক সময়ে ঠিক মত বুঝিবার শক্তি ছিল না বলিয়া প্রকাশ-কারিণী বিচার করিতে পারেন নাই অতটা।

"রাগ ক'রনা কবরেজ-দা, সুন্দরী বলছিল বলেই কি খেতে গেলুম আমি, সত্যি সত্যিই,—ওষুধে আর কাজ নাই, যা করেন হরি তাই হবে। তুমি বস,—কি করলে কতদূর সেই কথাটার? ছেলেটা বলছিলে ভালই।"

"তুমি একটু সেরে উঠলেই সব ঠিক করে দিতাম আমি— বিশ্বাস ত নাই তোমাদের আমার উপর, আর এখন।"

"অমন বলছ কেন কবরেজ-দা—তোমার হাতেই ত বেঁচে এসেছি বরাবরই। মরণ ত কারও হাতে নয়। যদি পরমাই থাকে আজও বাঁচব। ওষুধ-গুলার কথা আমাকেই দাও বুঝিয়ে কাজটা যেন হাতছাড়া হয় না কোন মতে—খুব ভালই বলছিলে তুমি।"

সুন্দরী আসিল, হাতে কাগজের দাগ-কাটা ঔষধপূর্ণ একটা শাদা শিশি।

"সুন্দরী, খুব দিগ্‌গজ হয়ে উঠলি তুই যে এরই মধ্যে।"

ঈর্ষাগর্ভ এই তীব্র তিরস্কারের তাৎপর্য্য সুন্দরী সহজেই বুঝিতে পারিল।

"তোমার ওষুধ খাওয়ালাম এইত আড়াই মাস ধরে কবরেজ কাকা—কিছুত হচ্চে না, বিছানায় মিশে যাচ্ছেন মা যে ক্রমে ক্রমে।"

"বিশ্বাস নাই ত রোগ সারবে কি করে? আয়ুর্ব্বেদের কাছে কি কোনও ব্যবস্থা লাগতে পারে? আর মাষ্টার ত খাওয়ায় খালি জল—যা ভাল হয় দু-একটা—ওষুধ না খাওয়ালেও সেরে যেত।"

"জ্যাঠা মশায়ের সেরেছিল অমন ভারী অসুখ—তুমি কি বলছ কবরেজ কাকা, তোমার ওষুধ খেয়েই ত বেড়ে গি'ছল!"

কথাটা খুব সত্যই ছিল সর্ব্বত্রই হইত। প্রায় শতকের মধ্যে দু-একটা যা বাঁচাতেন ঐ মা কালী। সুতরাং নরম হইয়া গেলেন কবিরাজ—মনের অগোচর ত পাপ নাই।

চিকিৎসক বুঝিলেন রোগিনীর কন্যা ঠিক ভ্রাতুষ্পুত্রীর মত মান ও মন রক্ষা করিয়া কথা কহিতেছে না, অন্য সুর অবলম্বন করিলেন সুতরাং।

"না হয় তুই কর। এই শেষ দশায়—মাকে তোর ছত্রিশ জাতের জল খাওয়াস না আর। বুঝে দেখ্। এই তিন রকম দিয়ে গেলুম। সকাল দুপুর সন্ধ্যায়। খাইয়ে না দেখি, ঠিক মত বিশ্বাস ক'রে—

কবিরাজ চলিয়া যাইতেছিলেন জুতো জোড়া অবশ্য পরিয়া লইয়া—

"বাবার এই জুতো দেখে আসছি ছোট বেলা হ'তেই এক রকম। প্রমাই যেন বেড়েই উঠছে দিনদিন।"

"বড়ীর জোরেই বেটা, বড়ীর জোরে। ছিদাম মুচি দিয়েছিল খুব শক্ত করে। ছেলেটা তার ফিরিয়ে এনেছিলাম যমের মুখ থেকে এই বড়ীর জোরে। তোদের ত বিশ্বাস নেই তেমন! ঘরে রাখিসনে, ফেলে দে ঐ সর্ব্বনেশে শিশিটা।"

কাদম্বিনী স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নাতিনীকে বুঝাইতে লাগিলেন—কবরেজ মশায় নানা কথা বলিয়াছেন ঘাট হইতে ফিরিবার পথে।

দুই

বৈকালে ওষুধের শিশি হাতে করিয়া সুন্দরী মাষ্টারের কাছে ফিরাইতে গেল, কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে। মনিদার হুকুম মতই সে মার জন্য মাষ্টারের ওষুধ লইয়া আসিয়াছিল। তিনিও রাগ করিবেন, খুব গুরুতর সঙ্কোচের অবশ্যই। জগৎ সংসারে যে কয়টা লোকের স্নেহশিরায় তাহার জন্য তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য তার মনিদা—মা ও দিদিমা, তাঁদের অন্য কথা। এই সম্পর্ক-বিরহিত নিতান্ত অনাত্মীয় দাদাটী তাহার জন্য এরূপ স্নেহ বহন করে যে, পরশ্রেণীভুক্ত হইলেও বালিকা তাহার মনিদাকে নিতান্তই তাহার জীবন মরণের আপন করিয়া রাখিয়াছে। স্বজনের স্নেহরাশি অপেক্ষা পরের এতটুকু আন্তরিকতা অধিকতর হৃদয় আকর্ষণ করে। একটা অধিকারগত আর অন্যটা অপ্রত্যাশিত।

শিশি হস্তে অন্দরে প্রবেশ করিয়াই পথে দেখিল মনির বৈকালিক অধ্যয়নে মাষ্টারের কাছে নিবিষ্ট বসিয়াছে। সেদিকে

যাইবার জন্য সুন্দরী আদৌ ভরসা করিল না ; বাটীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল সুতরাং। চাচীমা অর্থাৎ মনিরের মাতা তখনও সাময়িক নামাজ শেষ করিয়া আসন ত্যাগ করেন নাই। কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল। দিদিমার আহ্নিক-ক্রিয়ার মধ্যেও আবশ্যক অনাবশ্যক মত এই চঞ্চল নাতিনীটী ভগবানের কাজের উপর আপনার গরজটাকে অধিকতর গুরুত্বে বরণীয় করিয়া লইয়া ঈশচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাইত, কিন্তু তাহাকে এই চাচীমার আরাধনার মধ্যে চাঞ্চল্যের অভিনয়ে, বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দেখা যায় নাই কখনও। সে শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটীর মত আসনের পার্শ্বে বসিয়া রহিল—বিশেষতঃ শিশির ভিতরকার প্রত্যাখ্যাত ঔষধ-বিন্দু একজনের রোগ নিবারণ কার্য্যে ব্যর্থ হইয়া আর একজনের মনঃপীড়া জন্মাইয়া দিয়াছিল সমূহরূপে। সে ভাবিতেছিল কবরেজ কাকার আধিপত্য এবং দিদিমার তদনুরূপ বাক্যটাকে ঠেকাইবার মত যৌক্তিকতা তাহার যদি না ছিল তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না হইয়া কেন মনিদার ব্যবস্থা শির পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইল। অথচ এটা যে তাহার পক্ষে একেবারেই স্বাভাবিক। মনিদার নির্দ্দেশ সে যে সকল বিষয়ে কায়মনোবাক্যে মঙ্গলামঙ্গল বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কবিরাজের চিকিৎসায় কোন সুফল ত দেখাই যাইতেছিল না, বরং অমঙ্গলের আশঙ্কায় সম্পর্কিত সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল, দিন দিন।

তাহার ত কথাই নাই। মনিদা বলিয়াছেন ভাল হইবে ইহাতে—সে ঘাড় পাতিয়া লইয়াছে।

চাচীমার উপাসনা সাঙ্গ হইল।

"ঐ শিশিতে যে ওষুধ তেমনি রয়েছে। খাবে না বোধ হয় তোর মা—সুন্দরী?"

সুন্দরী কিছু বলিতে পারিল না। আর একজনের কাছে কি জবাবদিহি করিবে সেই ভাবনায় সে তখন আকুল ছিল। শুধু বলিল—দিদিমা ব'কলেন—কবরেজ মশায়ের কথায়।

চাচীমা বেশী আর কিছু বলিলেন না। এই প্রত্যাখ্যাত ঔষধের ব্যাপার লইয়া পুত্রের অসংযত অভিমান আজ যে একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবে এবং সেই আশঙ্কায় এই নিরপরাধিনী এখন হইতেই কতকটা মুশড়িয়া গিয়াছে ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সুতরাং দু-একটা প্রবোধ-বাক্যের প্রয়োজন হইল।

"তোর দাদার ওদিকটা গুছিয়ে দিতে হবে, যা মা সুন্দরী—বলতে হচ্ছে কি জন্য আজ আমাকে এমন করে?"

পিতৃহীন একমাত্র সন্তানের এবম্বিধ প্রয়োজনগুলির দিকে ঝী চাকরের বাহুল্য সত্বেও নিজে লক্ষ্য রাখিতেন গৃহিনী। বড় আদরের একমাত্র সম্বল মনির সে। সাংসারিক ব্যাপারে সে স্থূলদর্শী, মোটামুটী বুঝিয়া নিশ্চিন্ত। কিন্তু আপনার দিকটায় তাহার সূক্ষ্মদর্শনের অভাব নাই। পিতা বিপুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া ঈশ্বরের

আহ্বানে অকাল প্রস্থান করিয়াছেন। পুত্র মায়ের কোলে লালিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে সংসারের হিসাব নিকাশ সুশৃঙ্খলভাবে বুঝা-পাড়া করিতে পারে অভিভাবিকা সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিপালন কার্য্যটীকে আরও গরীয়ান করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু মা ও ছেলে ইহার মধ্যস্থলে এই অনাত্মীয় বালিকা তারাসুন্দরী আসিয়া পরমাত্মীয়রূপে একটা প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে সেটাও ভুলিবার নহে। তাই পুত্রের স্বচ্ছন্দ বিজড়িত এটা সেটাতে চাচীমা তাহার এই সুন্দরী মেয়েটীকে আবশ্যক মত সহায় ও সহযোগিনীরূপে টানিয়া লইতেন।

আজ যে ঘরের ওদিকটা গুছাইয়া দিবার জন্য সুন্দরীকে একাই যাইতে বলা হইতেছে তাহার বোধ হয় একটা উদ্দেশ্য ছিল। সহায় বিরহিত গৃহকার্য্যের গুণপনায় হয়ত দণ্ডদাতার রুষ্টতা লঘু হইয়া যাইবে। পুত্রের অযথা পীড়নবাণী মাতা অন্য দিক দিয়া ঠেকাইতে পারিতেন নিশ্চিত কিন্তু অপরাধী ও দণ্ডদাতার মধ্যে যদি একটা কোনরূপ মীমাংসা আপনা হইতেই ঘটিয়া যায় সেটা আরও মনোজ্ঞ হইবে অবশ্য।

অপরাধ এই যে, সে এত কাহিল কি জন্য যে এই স্বার্থহীন রোগপ্রতীকার চেষ্টাকে এরূপভাবে খর্ব্ব করিয়া ঔষধের শিশি ফিরাইয়া আনিল। সে কন্যা, মাতার অখণ্ড স্নেহের অধিকারিণী। মা যখন হীন নিষ্ফল চিকিৎসায় দিন দিন এরূপভাবে গতায়ু হইয়া

পড়িতেছেন তখন তাহার কর্ত্তব্য, যে কোন প্রকারেই হউক অকর্ম্মণ্য ব্যর্থ-প্রয়াসকে ঠেকাইয়া সম্ভাবী প্রতিকারের পথ প্রশস্ত করা। তাহা না করিয়া সে নির্ব্বিরোধে শিশি ফিরাইয়া আনিল। সুন্দরী জানিত মনিদা তাহার এইরূপ বিচারই করিবেন। অজুহাত থাকিলেও ঔষধ যখন ফিরিয়াছে তখন নিশ্চয় সে অপরাধী।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে আর এক সমস্যায় পড়িয়া গেল। প্রাতে ঔষধ প্রদান কালে মনিদা বলিয়া দিয়াছিল বৈকালে আসিয়া আর একটা শিশি ভাল করিয়া ধৌত করিয়া রাখিয়া দিবে। টেবিলের উপর শিশিটা রহিয়াছে পরিষ্করণ প্রতীক্ষায়। কিন্তু মা যখন ঔষধ খাইতে পারিতেছেন না, শিশির আর আবশ্যক কি? অথচ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এক ত দোষ হইয়াছে তাহার উপর শিশি অধৌত পড়িয়া থাকিলে অপরাধ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবেই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুন্দরী বিষণ্ণভাবে ঔষধপূর্ণ শিশি মেজের উপর রাখিয়া নিষ্প্রয়োজন হইলেও শূন্য শিশি সাফ করিতে লাগিয়া গেল। মন কিন্তু অন্যদিকে—জল সঞ্চালনের মধ্যে শিশি পড়িয়া চূর্ণ হইল। সে নির্ব্বাক—স্পষ্ট আগন্তুকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

মনির কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঔষধপূর্ণ শিশি টেবিলের উপর যেমনকার তেমনি রহিয়াছে। একবিন্দুও রোগ উপশম কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। প্রত্যাখ্যানকারিণী অপর শিশিটাকেও

চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া তাহার এত আয়োজন সব ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ঔষধের প্রতিকার গ্রহণ করিতে সুন্দরীর আদৌ আগ্রহ নাই, সেইজন্য অবহেলায় একটা শিশি ফিরাইয়া আনিয়াছে, ভগ্ন করিয়াছে অন্যটী। এইরূপ একটা সংক্ষিপ্ত মীমাংসায় নির্ণয়কারী সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—তোদের কোন কথায় থাকব না আর আমি—এই শিশিটাও যাউক অধঃপাতে।

নিস্বার্থ উদ্যমের এত অনাদর করিতে পারে যাহারা তাহারা একেবারেই পর। সুতরাং সম্বন্ধ সম্পর্কের আর কোন প্রয়োজন নাই। মনির দৃপ্ত আড়ম্বরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির নিম্নদেশে দোদুল্যমান "সোমবার" প্রতিলিখিত পত্রিকা খণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। সুন্দরী এখানিকে ঘড়িতে দম দিবার স্মারক লিপিরূপে স্বহস্তে লিখিয়া যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছিল। অপরাধিনী এটা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দৃপ্ত অভিমানকে সার্থক করিল কিনা বুঝিতে না পারিয়া শাস্তিদাতা ক্রোধের অভিনয় অন্যদিকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু কত আর করিবেন—ঘরের সমস্ত সরঞ্জামের সহিত সুন্দরীর বিন্যাসকুশলতা এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল যে একেবারে চিহ্নহীন করা অসম্ভব। সুতরাং সুসজ্জিত কক্ষের বন্দোবস্ত গুলাকে উদ্ধতভাবে ওলট পালট করিয়া দিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল, দ্রুত

এবং সদর্প পাদবিক্ষেপে। সুন্দরী দেখিল সকলই এবং বুঝিল, আজিকার দণ্ড গুরু হইতেও গুরুতর হইয়া দণ্ডদাতাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব-রূপে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে।

তিন

অভিরামপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গুগ্রাম গুলিতে কেদার কবিরাজের একলালে একচ্ছত্র পশার ছিল। ব্রাহ্মণবংশীয় বৈদ্যরাজ শহরে থাকিয়া নিদানশিক্ষা করিয়াছিলেন একথা সকলেই শুনিয়াছিল কিন্তু কাহারও জানা ছিল বলিয়া শুনা যায় নাই। সুতরাং চিকিৎসায় রোগোপশম বা জীবন রক্ষা যতটা হউক আর নাই হউক নিকটে চিকিৎসকের অভাব থাকায় দায়গ্রস্ত রোগী এবং রোগীর স্বজন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত—রক্ষাও পাইত কখনও কখনও কেহ কেহ ভগবানের কৃপায়। দুষ্টবুদ্ধি কোন ম্যালেরিয়াভোগী, বটীকার তিক্ততায় কুইনাইনের সন্দেহ প্রকাশ করিলে,—কবিরাজ, কুইনাইন আয়ুর্বেদ সম্মত এই রূপ যুক্তি-তর্ক দ্বারা সেই অমোঘ ঔষধের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। আর ক্যাষ্টরয়েল, সেও আয়ুর্ব্বেদ হইতেই ইদানাং রিফাইন হইয়া এলোপ্যাথীর সহায়তা করিতেছে। চিকিৎসা কার্য্যে এই দুইটি মহাসম্বল লইয়া কবিরাজ জীবিকা সংস্থান করিতেন। ইহা ছাড়া

ঘটকালি, অভিভাবকহীন সঙ্কটাপন্ন পরিবারের অযাচিত সহায়তা, মোকদ্দমায় মুরুব্বীয়ানা, সমারোহকারীর সংগ্রহ আয়োজনাদি কার্য্যে সহযোগিতা, এবং তাঁহার চিকিৎসায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত লোক বিশেষের পারলৌকিক কল্যাণসাধন ক্রিয়ার ভারগ্রহণ, এমন কি অন্য ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা মোচন, এইরূপ নানা প্রকারের পরহিত-ব্রত অবলম্বন করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন যথাসাধ্য। একতলা ইমারতের উপর একটা উপযুক্ত দালান তুলিবার উপযোগী সঞ্চয়ের দিকে তাঁহার সাগ্রহ লক্ষ্য ছিল বলিয়াই জানা যায়—কিন্তু মীর পরিবারের দাতব্য ব্যবস্থায় ইদানীং দূর অদূর পল্লীর অভাবগ্রস্ত অধিবাসী ঔষধাদি লইয়া রোগমুক্ত হইতে হইতে কবিরাজের ডাকাল পসার খর্ব্ব এবং অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ বিঘ্ন হইতেছিল বলিয়া বাসগৃহ একতলার উপরে মাথা উঁচু করিতে পারিতেছিল না, ইহাই কবিরাজের ধারণা।

তারাসুন্দরীর পিতার সহিত কেদার কবিরাজের খুব মিশামিশি ছিল বলিয়াই হউক কিংবা আসন্ন সময়ে রোগীশিয়রে চিকিৎসকের সমাগম স্বাভাবিকরূপে হইয়া গিয়াছিল বলিয়া চিরপ্রস্থানকারী বলিয়া গিয়াছিলেন—"সুন্দরী রহিল, দেখ, যেন দাদা—।" বন্ধুর সেই অন্তিমবাণী উপলক্ষ করিয়া কবিরাজ এই গঙ্গোপাধ্যায় গোষ্ঠীর একান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন কিংবা বন্ধুত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির উপর লোলুপদৃষ্টি ছিল, ইহা ঠিক করিয়া বলা যাইতে না পারিলেও

লোকে যখন দেখিল কবিরাজের দোতলা উঠিয়া পড়িবার মত সরঞ্জাম হইয়া গেল তখন লোকে যেরূপ পারিল সেইরূপ বুঝিয়া লইল—সুন্দরীর পিতা রাখিয়া গিয়াছেন সামান্য নয়।

আরও একটা প্রবাদ ছিল যাহা ক্রমে অপবাদে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। গয়লার মেয়ে গিরিবালার কপাল পুড়িলে সে শ্বশুরালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাগা ও হার গাছটার বিক্রয়লব্ধ অর্থে পৈত্রিক বাসগৃহ খানির উদ্ধার সাধন করিয়া একমাত্র কন্যাসহ বৎসর কয়েক হইল অভিরামপুরে বসবাস করিতেছিল, কোন প্রকারে আপনাকে গুছাইয়া লইয়া। নষ্ট দুধের দুর্নাম অল্পবিস্তর থাকিলেও সে অনেকদিন পর্য্যন্ত নারী-ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিল। শেষে কেদার কবিরাজ চিকিৎসার অজুহাতে ক্রমে ক্রমে সম্পর্কটাকে কিছু নিকটতর করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া একটা গুজব উঠিল। দুধের কারবারে গিরিবালা দু'পয়সা করিতে পারিয়াছিল অবশ্য।

সুতরাং বিভিন্নরূপে এই দুইটি অসহায় পরিবারের সহায় হইয়া কবিরাজ যতই না কেন পরার্থসাধক বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেন, লোকে বুঝিত এই পরহিতব্রতের অভ্যন্তরে একটা ঘোর স্বার্থপরতা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। স্পষ্টবাদী কোন কোন গ্রামবাসীর মুখরতা কখন কখনও তাঁহার এই পরহিত চেষ্টাকে পরিহাস করিতে ছাড়িত না, কিন্তু কবিরাজ হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন—

"অভিয়দার পরিবার আমাকে দেখতেই হবে,—সে যে যাবার সময় আমার হাতে স'পে দিয়েই নিশ্চিন্তে মরেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে গিরিবালার প্রসঙ্গটা তিনি বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। লোকে যাহাই বলুক দুধের বাটী তাঁহার জন্য খাঁটী তরলেই পূর্ণ হয় এবং ক্ষীর ও নবনী লোকের ঈর্ষা ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়া পরিপাক হইয়া যাইতেছিল বেশই একরকম। সুতরাং দুই একটা শ্লেষবাক্য-ও হজম না করিলে চলিবে কেন! সময়ে সুদ সুদ্ধ আদায় করিবার সুযোগ করিয়া লইবেন তিনি কোন রকমে।—

মীর-পরিবারের দাতব্য রোগী-চর্য্যা গ্রামবাসীর জীবন রক্ষায় সমর্থ হইলেও কবিরাজের স্বার্থ নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া তিনি হাড়ে চটিয়াছিলেন। অধুনা মনিরের একটা মাষ্টার অধ্যাপনাকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির ঔষধ বিতরণ করিয়া তাহাকে ত একেবারে হেনস্থা করিয়াই ফেলিয়াছিল। ইহার উপর গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর উপর তাঁহার যথেচ্ছ প্রভাবটাকে ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্যম হইতেছে দেখিয়া তিনি একটা কিনারা করিবার মতলব মনে মনে ভাল করিয়া আঁটিতে লাগিলেন। মীর ও গাঙ্গুলী পরিবারের মধ্যে যে অভিন্ন আত্মীয়তা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা মনির ও সুন্দরীর মিশামিশিতে আরও জাজ্বল্যমান হইয়া পড়িয়াছে অথচ গ্রামের মধ্যে মীর-পরিবারের যেরূপ সম্ভ্রম

প্রতিপত্তি বজায় রহিয়াছে তাহাতে হঠাৎ কোনরূপ বৈষম্য উৎপাদন করা তাঁহার শক্তির বহির্ভূত বলিয়াই মনে হইতেছে।

সেদিনকার ঔষধ প্রত্যাখ্যানের পর কৃষ্ণভাবিনীর জামাতা সম্বন্ধীয় সকাতর অনুযোগ এবং তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরতার মধ্য দিয়া একটা চাল চালিবার পন্থা কবিরাজ ভাল করিয়া উদ্ভাবন করিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে উৎকণ্ঠিতচিত্তে গাঙ্গুলীগৃহে প্রবেশের পর যখন শুনিলেন যে ঔষধের শিশি ফিরিয়া গিয়াছে এবং সুন্দরী মাতার জন্য তাঁহারই প্রদত্ত ঔষধের সরঞ্জাম করিতেছে, তখন তাঁহার উদ্বেগ কমিয়া গেল বিশিষ্টরূপে। রোগিনীর সহিত অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর পাত্রের প্রসঙ্গ উঠিল।

"আমি যেরকম বুঝ্‌ছি কবরেজ দা, তুমি ঠিক করে ফেল যা হয়, ত্বরা করে। আমার আর দেরী নেই বড় একটা।"

"আমার ত খুব ভরসাই রয়েছে তুমি যাই বল। অত উতলা হলে চ'লবে কেন? স্থির হও। সে বিষয়ের ভাবনা আমার কি নেই? তোমাদের চাইতে বেশীই বরং।"

"তুমি না হলে কে আর করবে দাদা। তোমার হাতেই যে তিনি—"

রোগিনীর উত্তেজিত কণ্ঠ রোধ হইল চোখের কোণের দুই চারিটী অশ্রুফোঁটায়।

কবিরাজ যে বস্তুতঃই কোন একটা সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এই

কন্যাদায়গ্রস্ত নিঃসহায় জননীকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন তাহা নহে। সুন্দরীকে পাত্রস্থা করিবার সুযোগে বেশ দুপয়সা করিয়া লইতে হইবে এদিক ওদিক দুতরফ হইতে, এইজন্য এখনও তিনি ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই। তবে যে একটা কল্পিত পাত্রের কথা কৃষ্ণভাবিনীর নিকট কয়েক মাস হইতে বলিয়া আসিতেছেন সেটা স্তোক মাত্র। আজিকার কাতরোক্তিতে একটা মতলব সিদ্ধ করিয়া লইবার সুযোগ ঘটিল :

"তোমরা ত সে বিষয় ভেবে দেখছ না—ভাবতে হয় আমাকেই। মেয়েটা যেরূপ চঞ্চল ও সৌষ্ঠবহীন তাহাতে লোকচক্ষের ইঙ্গিত এড়ান দায় হয়ে উঠ্‌ছে। আমার ব্যবস্থারও সে অন্যথা করতে কুণ্ঠিত হয় না। দুঃখ হয় কেষ্টদি, হয় না কি ?

'ছেলেমানুষ সে। তুমি দোষ ধরলে সে দাঁড়াবে কোথায় ?"

"ছেলে মানুসি ত চিরকাল থাকতে পারে না। চৌদ্দয় পড়তে চল্ল—ছেলে মানুষটা আর কোথায়। এদিক ওদিক পাড়ায়—তার আর যাওয়া সাজে না।"

"সেত যায় না বড় আর কোথাও। শুধু মনিদের ওখানে— তা' বন্ধ করি কি করে কবরেজ দা—"

"তারা জমিদার ! হলই বা। সুন্দরীর বাবাও কিছু কম রেখে যায় নি। আমরা এক জাত, তারা অন্য—এত সম্পর্ক কিসের ? বন্ধ করতেই হবে—নইলে আমি থাকতে পারব না এসব কথায়—"

মাতা পথ্যের বাটি লইয়া আসিলেন।

"বন্ধ ত সব হয়েই গেছে—ও কিছু কি যেতে চায় ?"

"বলছিলাম সুন্দরীর কথা। বড়টি হয়ে উঠছে। দিদি বলছেন মীরেদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু না করলে পাত্র জোটাও দায় হয়ে উঠবে—হয়ে-ই পড়েছে এখনি। এ পাড়াঘরের কথা—শহর নয়। তার উপর হিংসা বিদ্বেষ আছেই। পাত্র-পক্ষ অবশ্য শুনতেই পাবে একটা ভিন্নজাতীয় অনাত্মীয়ের পরিবারে পাত্রীর অবারিত যাতায়াত। কতকটা অসংযত ভাবেও বটে। তখন কি আর তারা এগুবে ? আমার বোধ হয় মোটেই না—হিন্দু আমরা—যে সে কথা নয়—"

"অত আর নাই গেল বাপু যখন তখন। বাটিটা ঢাকা রইল এই যে। ওদিকে যাচ্ছি আমি—সুন্দরী আসছে খাইয়ে দেবে সে—"

মাতামহী চলিয়া যাইতেছিলেন।

"না মা ভাল নয় আর এসব কথা। সুন্দরী আসুক—আমি বারণ করে দিয়ে যাচ্ছি তাকে তোমাদের সামনে। অভয় গাঙ্গুলীর মেয়ে সে। রাজশ্রী রেখে গেছে। রাজপুত্র আসবে যেচে—কিন্তু এই পাঁচ কথার পথ বন্ধ করতেই হবে আখের ভেবে—"

চার

মাতা ও মাতামহীর সমক্ষে কবরেজ কাকার এরূপ অনুশাসন ও নিষেধবাণীতে তাহার কি হিতকামনা নিহিত ছিল সুন্দরী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নারীর জন্য যে বিধিনির্দ্দিষ্ট জীবন-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী তাহা পরকে আপন করে বলিয়া আপনকে পর করিবার দাবী রাখিতে পারে না। যে মহৎ সে হীনকে মহৎ এবং মহৎকে মহত্তর করিবে ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার সনাতন বিধান। যদি তাহাকে এখন হইতেই সেই বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহা হইলেও এরূপভাবে একেবারে নিতান্ত আপনার জন হইতে নির্ম্মমরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এ কেমন ব্যবস্থা—।

চাচীমার স্নেহ গর্ভধারিণীর অনুরূপ একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। আর মনিদার পিতা যখন বাঁচিয়া ছিলেন—তাহাকে পিতৃহীনতা অনুভব করিবার অবসর দেন নাই এক দিনের জন্যও। তাঁরা চলিয়া গিয়াছেন—আছেন যাঁরা তাঁদের লইয়াইত দুনিয়া। মা চিররুগ্না—দিদিমা বুড়ীটি হইয়াছেন। সংসারের

ঘাত প্রতিঘাত, ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ বহন করিবার মত করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে কে? ইহার মধ্যে যদি কিছু অযথা বা দোষের থাকিত তাহা হইলে মা ও দিদিমা যাঁহারা তাহার কেশাগ্রটুকুও রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই আপনাদিগকে উদগ্রীব করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা ত যথাসময়ে সংশোধনের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেন; তাঁহাদের মুখের কথা দু-একটা, ইহা ছাড়া আর কিছুরই আবশ্যক হইত না। কবরেজ কাকা কি এবং কে সে তাহা বিস্মৃত হইতে চাহিতেছে না। তাঁহার ন্যায্য অধিকারকে আমল দিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত কিন্তু তাই বলিয়া স্ফুটন্ত চাঁদের আলোটাকে অন্ধকাররূপে অনুভব করিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইবে এমন ব্যবস্থা সে মানিয়া লইবে কি জন্য?

সেকি আজিকার কথা? তখন তাহার জ্ঞান ছিল না—অনুভব ছিল। শিশুকালের সেই নিতান্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থায় সে ত মাতৃক্রোড় পরিহার করিয়া আনন্দস্মিতমুখে চাচীমার কোল গ্রহণ করিত। তাহার পর সে চিরদিনই তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া ও পাইয়া আসিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী চাচীমা তাহার— একদিনের জন্যও তাহার বিষয়ে একটুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। বরং তাঁহার টান স্বভাবতঃ সুন্দরীর দিকে বেশী আসিয়া পড়িত বলিয়া মনিদা তাহার, অনেক সময়ে নম্র ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া তাহাকে দৃপ্ত ও গরিয়সী করিয়া তুলিত। দেওয়ালীতে চাচীমার

প্রদত্ত বাজীর পুঁটলি ভরপুর হইত কিন্তু সবেবরাতের বাজী, সংখ্যায় তাহার মনিদার বাজীকে ছাপাইয়া গিয়াছে ইহাও দেখা গিয়াছে বরাবরই। পূজায় যখন সে চাচীমার দেওয়া নূতন কাপড় পরিয়া প্রণাম করিতে আসিত তখন ঠিক অনুযোগের সুযোগ না হইলেও ঈদের সঙ্গে তুলনা করিয়া দাদাটী তাহার বরাবরই মাতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের আরোপ করিয়া আসিয়াছে। প্রতি ঈদে চাচীমার নিকট এক একখানি ক্ষুদ্র বৃহৎ আভরণ সে পাইত। সুধু ইহাতেই তাহার মনিদা পরাজিত হইয়া যাইত বলিয়া সে একটা প্রতিবাক্যের ধুয়া তুলিয়া বলিত—"তোমার মত অমন চকচকে টুপি, জুতা আমার হয়নি মনিদা।" চাচীমাটী তাহার, তাহাকে একপ্রকার পাতের ভাতের অংশভাগিনী করিয়া রাখিয়াছিল। মা দিদিমার ব্রত-পালন উপলক্ষে প্রসাদ সে যেমন প্রচুর পাইয়া থাকিত তেমনি চাচীমাটী ও রোজার উপবাস ভঙ্গ করিবার সময় একদিনও তাহাকে না পাইলে ক্ষুন্ন হইয়া পড়িতেন। এমন উপবাস ত লাগিয়াই আছে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের অধিকাংশ দিন। সুন্দরী দিদিমাকে বলিত—তোমরা খেতে দেবে কখন কখন, আর চাচীমার কাছে যে ত্রিশটা দিনই লাগিয়া আছে।

এমন আপনার লোক হইতে এমনভাবে একেবারে পৃথক করিয়া দিবার জন্য যে উদগ্রীব সে কখন আপনার হইতে পারে না। সংসারের জটীলতা ভেদ করিবার মত পরিপক্ক বিবেক তাহার না

থাকিলেও সে তাহার চাচীমাকে স্বার্থহীন হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। তাঁহার সকলটাতেই যেন কেমন একটা স্বাভাবিক আন্তরিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কাজেই তাহার জন্য এই নূতন ব্যবস্থাটীকে মঙ্গলকর বলিয়া সে স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত হইল না। তবুও যাতায়াত স্থগিত করিল—তাহার কারণ আছে ভিন্ন।

মনিদার রোষ এত উগ্র হইল কি জন্য। সে নিরপরাধিনী। অভিমান সুযোগ পাইয়া তাহাকে পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। সে চিরদিনই এত উগ্রতা নম্রভাবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। তাহার জন্য কি একদিনের জন্যও অন্যথা বিচার, স্বীয় কঠোরতাকে শীথিল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইবে না? অন্ততঃ একদিনের জন্য। প্রকাশ্যে, সে কবিরাজ কাকার অনুযোগে উদ্রিক্ত দিদিমার নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে। অন্য পক্ষে মনির মনে করিল, যে এত সহিয়া মাথা নিচু করিয়া আসিয়াছে, সে আসিবে অবশ্যই। বিশেষতঃ দোষটা যখন সম্পূর্ণরূপে তাহারি স্কন্ধে চাপাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে আসিল না। একদিনের অদর্শন যে সহ্য করিতে পারিত না সে আজ কেন আসিল না? সুতরাং এপক্ষেও অসহনীয় হইয়া উঠিল। অন্তরায় না থাকিলেও আর একটা যে বিঘ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল এ কথাতো জানা ছিল না সুতরাং কষ্টকর হইল খুবই।

মনিরের মাতা এই অপ্রিয় অনুপস্থিতির কোন অর্থ করিতে না পারিয়া ইতিপূর্বে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সুন্দরীর মা তো সেই রকমই আছে, সে কয়দিন আসছে না কেন, খবর নিয়েছিলে মনির ?

পুত্র কোন সন্তোষজনক উত্তর করিতে পারে নাই। নেটোর মাকে ডাকিয়া বলিলেন "বৈকালের দিকে কেষ্টদিদিকে যখন দেখ্‌তে যাবি, সুন্দরী কেন আস্‌ছে না জেনে আসিস ত। ডেকে আনিস সঙ্গে করে।

কিছুক্ষণ পরেই গয়লা-বউ আসিয়া দেখা দিলেন।

"মেজো গিন্নী কোথায় গো নেটোর মা, আস্‌তে পারিনি কয়েকদিন দুঃখু-ধান্দায়।"

"গিন্নী উপরে—বসো—পিড়ী নেও—এই"

"এই যে গিন্নী ঠাকরুণ—দুঃখু-ধান্দা নিয়ে ঘুরে মরছি, আসি আর কখন।"

"ওখানে বসেছ কেন, রকের উপরে এস।"

"উপরে আজ আর উঠ্‌বো না, চান করবার পথে এসেছি, এখানেই বসি। পিঁড়া আর কেন। তোমার কটা টাকা গুছিয়ে উঠতে পাচ্ছিনে বড়ই লজ্জার কথা, কিছু মনে করো না ঠাকরুণ,—শীগ্রই দিচ্ছি।"

এই শীগ্রর কোন অর্থই ছিল না। গয়লা বধুর শীগ্রতা যুগও

ছাপাইয়া গিয়াছিল সুতরাং টাকা পাইবার আশা ঋণদায়িণী একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। দুঃখের জীবন, সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এইরূপ মনে করিতেন।

"এরকম করে বসলে ভাল কি দেখায়।"

বেশী পেড়াপিড়িও করিলেন না। গয়লা বধূ খুব শুদ্ধচারিণী। বংশ পরম্পরায় তাহারা মীর গোষ্ঠীর নিকট নানাপ্রকারে সম্পর্কিত। কিন্তু তবুও এই শুদ্ধচারিণী গোপকুললক্ষ্মী স্নান করিবার অগ্র ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আসিতেন না বড় একটা। আজ হয়ত রকের উপর উঠিয়া বাক্য আলাপ করিতেন কিন্তু স্বীয় চিরন্তন সতর্কতা পরিহার করিবার উপায় ছিল না।

"তা হ'ক আমি এখানেই বসেছি এই যে, এত আমার ঘরেরি কথা। বল্‌ছিলাম এই টাকা কয়টা যত শীঘ্র পারি পরিশোধ করতে। নিয়াছি সেত হয়ে গেল অনেক দিন।"

"যখন হয় দিও।"

"তোমাদেরিত খাই দিদি। আঁব কাঁটাল না হয়েছিল জানইত। নারকেলের গাছ কয়টা, তার ৫টা তোমাদের পুকুরে কাটা পড়ে গেল এবার আর একটা বাজ পড়ে পুড়ে গেল। বাকি কয়টা ভাল ফল্‌ছেও না। স্বর্গে আছেন মেজ কর্ত্তা।—ফলের এই গাছগুলো নিরাশ্রয় বেওয়াকে স্বত্ব ভোগের জন্য দান করেছিলেন। ভগবানও বাদী। আর ২।৫টা ফলের

গাছ না দিলে চলে উঠছে না দিদি। ঋণী ত তোমাদেরি কাছে।"

"মনে করে বলে দেব, সুন্দরী তার জ্যেঠা মশায়ের বাগানের ওদিকটায় কটা কাঁটাল ও আমের গাছ দেখিয়ে দিবে তোমাকে সরকার মশায়কে বলে।"

"ওদের বাগানের ওদিকটায়—ভয় করে যদি কোন গোল বাধে তোমাদের সঙ্গে যে রকম একটা বাধাবাধি রয়ে গেছে। সুন্দরীকে আমি খুব ভালই বাসি তার জন্যেও আমি ওদের চক্ষুশূল কতকটা। কৈ সুন্দরী বুঝি আসেনি; তাকে ত এখানেই দেখ্‌তে পাই যখনই আসি।"

"এই ক'দিন আসে নি, জানি না কি জন্য।"

"কেষ্ট-দি সেই রকমি আছেন তার জন্য নয়। তবে বলি—এদিকটায় ত কেউ নাই, ভয় করে দিদি গরীব দুঃখী আমরা। বড় ঘরের কথায় বড় জঞ্জাল;

সুন্দরী এইত ডাগোরটী হয়ে উঠেছে তোমাদেরই হাতে। লক্ষ্মী-শ্রী রয়েছে যথেষ্টই, তার পর এত বড় মুরুব্বী তোমরা কিন্তু বর কেহ আগিয়ে আসছে না। সেদিন একপক্ষ বলে গিয়েছে তোমাদের সঙ্গে এত মেশামিশি ভাল লাগছে না তাদের কাছে। কোন সম্বন্ধই টিক্‌ছে না এই কারণে। এত বড় ডাগর মেয়ে, ভিন্ন জাত, এত মেশামিশি, কেউ কাউকে এক দণ্ড না দেখলে

থাক্‌তে পারে না, -শট্‌কা একটা হয়েছে সুতরাং। শুনেছি তাই বল্লুম, আমি ত আর তোমাদের পরের মধ্যে নই। মনির আমার সে রকম ছেলে নয়।"

পয়লা বউ উঠিয়া পড়িলেন অতঃপর—মেজ গিন্নীর মনটা ব্যথিত ও সমূহরূপে চিন্তাযুক্ত করিয়া।

পাঁচ

তিনি বড় একটা কোথাও যাইতেন না—বিশেষতঃ "তাঁহার" মৃত্যুর পর। তবু অপরাহ্ণের নমাজ শেষ করিয়া পুত্রকে বলিলেন—সরকারকে বল, পাল্‌কি বেহারা ডাকবার জন্য, কেষ্ট-দি'কে দেখ্‌তে যাব, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

একটা কষ্টকর সমস্যার এরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা পাইয়া পুত্র মাতার সাধুবাদ করিলেন মনের মধ্যে।

গয়লা বউ সহজভাবে ক্ষুদ্র কথায় যাহা ব্যক্ত করিয়া গেল তাহার মধ্যে খুব বড় কথা জড়াইয়া ছিল ইহা শ্রবণকারিণীর বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইল না। কর্ণধার না থাকিলে নৌকার আরোহী এইরূপেই বিপত্তিযুক্ত হইয়া পড়ে, বাতাস উজান অথবা অনুকূল হইলেও। আজ দুই পক্ষের কোন দিকেই দায়িত্বগ্রাহী, দক্ষ অভিভাবক নাই সুতরাং দুই একটা অপ্রিয় ওলট পালট হওয়া বিচিত্র নহে। মেয়ে বিবাহের যোগ্যা হইলেও অরক্ষণীয়া। হইয়া পড়ে নাই। আর আসিত সে কোথায়, যেখানটাকে পিতামাতার

আশ্রয় অপেক্ষাও আপনার বলিয়া মনে করিত। আজ তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত অনাত্মীয়ের স্বার্থপরতামূলক ব্যবস্থায় মাথা পাতিতে যাইবে কি জন্য। কে সেই কবিরাজ তাহাই কেহ ভাল করিয়া জানে না, তবে এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছিল নিজের উদর পূর্ত্তীর দিকেই তাহার লক্ষ্য বরাবরই।

কিন্তু তবুও কথাটা তাঁহার মনে ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া বদ্ধমূল হইল। হাজার হউক মেয়ে মানুষ। নারী-মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইবার জন্য ব্যবস্থা যদি একটু অতিরিক্তভাবে অপ্রিয় হইয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষোভের কারণকে চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য একথা মেয়ে মানুষ যত সহজে বুঝিবে আর কেহ তেমন বুঝিবে না। বিশেষতঃ যে পর হইয়া চলিয়া যাইবে তাহাকে এত অবিচ্ছিন্নরূপে আগুলিয়া রাখিতে গিয়া এতটা বিসম্বাদের জঞ্জাল না আনাই ভাল সুতরাং সাবধান হইতে হইবে ক্রমান্বয়ে।

তিনি যাইবেন, ব্যবস্থাটাকে আমূল উলটাইবার জন্য নহে। তাঁহার আকস্মিক বেদনাকে লাঘব করিবার জন্য একটা মাঝামাঝি ক্রমসহনীয় মীমাংসা করিতে। বিশেষতঃ এত আপনার জন থাকিতে একটা নিতান্ত অন্য জনের অযথা বিচার জয়ী হইয়া সব মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করিয়া ফেলিবে এটা আদৌ সহনীয় নহে।

মনির সঙ্গে গেল, আপনাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া লইয়া।

মনিদা যখন অন্দরে প্রবেশ করিল তখন সুন্দরী দিদিমার কাছে

বসিয়া শ্বেত কেশ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য নিবিষ্ট ছিল ; মনটা হয়ত ছিল অন্যত্র কিন্তু পককেশ নির্মূল করার কাজটা যে প্রকার তাহাতে মনটাকে অন্যত্র রাখিয়া হস্ত সঞ্চালন পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটিয়া উঠে না। ইচ্ছা যত থাকুক আর নাই থাকুক আজ কয়েক দিন হইতে নাতিনীটী মাতামহীর সেবায় খুব আত্মনিয়োগ করিতে ছিল কি জন্য তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা যায় নাই। অন্ততঃ এই বৃদ্ধার পক্ষে। একদিন তিনি বলিয়াই ফেলিলেন, তুই যে ওবাটী য়াওয়া বন্ধই করিয়াছিস কয়েক দিন হইতে। পরে নূতন ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কেশোত্তোলনের সুখ আপাততঃ শ্রেয়ই বোধ হইতে লাগিল।

"আমি এই যে এলুম দিদিমা। মা নিয়ে এলেন সঙ্গে করে।"

সে নিজে ইচ্ছা করিয়া আসে নাই এবং তাহার মা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন সেকথা আজ বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া শুনান যেন খুব আবশ্যক ছিল, অন্ততঃ একজনকে।

সুন্দরী সে সকল নগণ্য ঘোষণায় মন বা কাণ দিবার অবসর না লইয়া চাচীমাকে অভিনন্দন করিবার জন্য ছুটিয়া গেল। তিনি যখন তখন আসিতে পারেন না। সেই আসিয়াছিলেন তাহার পিতা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবার পর।

এই অভাবিতপূর্ব্ব আগমন সংবাদে সুন্দরীর মা শয্যা ছাড়িয়া

উঠিয়া বসিলেন—আগমনকারিনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার অগ্রে।

"মা এই যে উঠে বসেছেন চাচীমার সাড়া পেয়ে।"

"এস দিদি, সেই এসেছিলে একদিন সেদিন একজনকে এসে আর দেখ্‌তে পাওনি, মনে করেছিলুম আমি চলে গেলে আস্‌বে—তার আগে নয়।"

"মনে পড়ছে না তোমার, এসেছি আরও দু-একবার তার পর। কোথায় যেতে দেখেছ, না শুনেছ বড় একটা—তবে তোমার বাড়ী, সে ভিন্ন কথা।"

"মেয়েটা কদিন যেতে পারেনি তাই মাকে বল্‌ছিলুম, যে কটাদিন—"

"ওত' যেতেই বসেছে মা, মেয়েটাকে তোমরাই দেখবে, শেষ দশায় এতই লেখা ছিল পোড়া অদৃষ্টে—"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া পরমুহূর্ত্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

"আর যাবেই বা না কেন তোমাদের বাটীতে, যেখানে এদের জন্মকর্ম্ম চিরকালেরই। কবরেজ মশায়ের ও এক অনাসৃষ্টি কথা।"

"আমিও কতক শুনেছি মা।"

সুন্দরী অবশ্য মনে করিয়াছিল—চাচীমা আসিয়াছেন তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য। কিন্তু রোগ এবং রোগিণী সম্পর্কিত

বাদপ্রতিবাদের পরিবর্তে তাহারি কথা লইয়া মা দিদিমা এমন কি আগন্তুক পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে তাহাকে লইয়া কি তাঁহাদের যত কথাবার্ত্তা? সে ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিল এবং এই অবান্তর অবতারণা হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

মনির প্রাঙ্গণেই পদচারণা করিতেছিল। উদ্বেল মন কাহারও অভিনন্দন লাভ বিষয়ে অনিশ্চিত ছিল কি না সেই জানিত। সুন্দরীর মনে কিছু একটা বিরীত জয়ের উল্লাস জুটিয়া গিয়াছিল। উদ্ধত ব্যবহারের কথা তাহার ত মনেই ছিল না, পরন্তু তাহার অভ্যাগত দাদাটী যে আজ বিশিষ্টরূপে অভিনন্দিত হইবার দাবী রাখিতে পারে এ মীমাংসা সে সহজেই করিয়া লইল।

"বাহিরেই যে দাঁড়িয়ে রহিলে, উপরে এস না এইদিকে—মনিদা।"

যাহা পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত তাহা সহজেই জুটিয়া গেলে স্বভাবতঃ কেমন একটা অবহেলার ভাব আসিয়া পড়ে। সুতরাং মনিরের মত মানুষ একটু অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। থাক্ আসছি এইরূপ দু-এক কথা বলিয়া সে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেল, দৃপ্ত গাম্ভীর্য্যশীল যুবাপুরুষের মত। কক্ষের দিকে ফিরিয়া সুন্দরী শুনিতে পাইল তাহারি কথা চলিয়াছে তখনও, সুতরাং অন্যত্র চলিয়া আসিল, এই প্রতীক্ষায় যদি মনিদা ফিরিয়া আসে।

"তোমরা দু-ব'নে কথা কও মা আমি দেখি যাই ওদিকে, সেই সাঁঝ না হলে আর যেতে পাচ্ছ না, বুড়ীর হাতে একটু কিছু না খেয়ে।"

কৃষ্ণভাবিনী তদ্অগ্রে শয্যা পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক্ষণ বসিয়া থাকা তাঁহার শক্তির অতীত।

"মেয়ে আমাদের যতই হউক না কেন, সে পরের। আজ না হয় কাল পরের হাতে তুলে দিতেই হবে। পরের জন্যই মেয়ে। এই পরের জিনিষকে আপনার করে রাখবার জন্য আর একটা পরের ছেলেকে পোষ মানাইয়া লওয়া খুবই শক্ত। "জামাই কখন হয় না আপন," সুতরাং ঘর জামায়ে মেয়ে দিবার যে কথা বলছ সেটা খুবই যে ভাল এরূপ মনে হয় না বিশেষতঃ ঘর জামায়ে থাকতে রাজী হবে এমন ভাল ঘরের ভাল ছেলে মিলবে ব'লে মনে হয় না। একটা যাকে তাকে এনে ঘরে পোষার চাইতে দুনিয়ার দস্তুর মত ছেলে দেখে সঁপে দেওয়াই ভাল। খোদা যে ঘরের যে ব্যবস্থা করেছেন, তাই ঘাড় পেতে নাও।"

"ভাল মা বো'ঝো বোন সেই রকমই ...বে তোমরা, আমার কি আর অত গুছিয়ে বুঝবার ক্ষমতা আছে। যা রেখে গিয়েছেন, যদি আপনার মত ঘরে থেকে কেউ ভোগ কর্ত্তে—এই জন্য বলছিলেম।"

"যদি সেইরূপ কেউ আপনার হয়, আপনা হইতেই টিকে

যাবে এই পুণ্যের সংসারে। আগে সর্ত্তে বেঁধে নিয়ে মেয়ে সমর্পণ করবে, এমন ব্যাটাছেলে ভাগ্যে জুটবেই না মনে হয়। আমাদের যিনি গড়েছেন তাঁর ব্যবস্থা যে অন্যরূপ, বোন। আমাদেরি সর্ত্তে বাঁধা পড়তে হবে। ব্যাটাছেলেকে সর্ত্তে বাঁধবার মত উপযোগী করে গড়েননি তিনি আমাদিগকে।”

মনিদার জন্য বৃথা প্রতীক্ষা করিয়া সুন্দরী মাতৃকক্ষে ফিরিয়া আসিল, কতকটা ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিতভাবে।

“চাচীমা বেশীক্ষণ থাকবেন না মা। এতটা যে রয়েছেন তাই কত। ঐ বুঝি মনিদা হাঁক পাড়ছে, নিয়ে যাবার জন্যে ”

“সাঁঝের আগে ফিরতেই হবে বোন। একটু আধটু সে দিককার কাজ সারতে হবে, যতটা পারি যতদিন আছি।”

চাচীমা ও মনিদার অপ্রত্যাশিত সমাগমে যে জঞ্জাল দূরীভূত হইয়া গেল মনে করিয়া সে কতকটা প্রফুল্লই হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল না দেখিয়া এই সুযোগটাকে সার্থক করিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিল না তারাসুন্দরী।

“আমি যাচ্ছি চাচীমা তোমার সঙ্গে।”

দিদিমা আগেই বলিয়াছিলেন, “তা গেলই বা”, সুতরাং তাহার আকিঞ্চন কোন বাধা মানিল না।

সুন্দরীর প্রস্তাবে চাচীমা শয্যাশায়িনীর দিকে দৃকপাত করিলেন, সম্মতি প্রার্থনা করিয়া।

"আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন বোন। মেয়ে কি তোমাদের নয়? আমি যেতে বসেছি, এখন থেকেই পর করে দিও না।"

"আর যেন যার তার কথায় এমন বিপর্য্যয় না ঘটে। মেয়ে আমারই হয়, ভাবনা রইল আমারি।"

ছয়

পাল্‌কির অভ্যন্তরে আরোহিনী একাকিনী ছিলেন এই মনে করিয়া এবং অনুগামী মনির মাতাকে লইয়া অদৃশ্য হইল দেখিয়া কবিরাজ এবাটীর অন্দরের দিকে প্রবেশ করিলেন। পাশের বাটীর চণ্ডিমণ্ডপে বিরূপ ভাবাপন্ন নিতান্ত স্বজনের সঙ্গে নানা ইঙ্গিতযুক্ত বাদানুবাদের মধ্যে অবশ্যই এই সদ্য সংঘটিত বন্ধু সমাগমের বিষয় আলোচিত হইতেছিল।

কবিরাজ রোগিনীর ঘরের দিকে আগুয়ান হইলেন। ভগ্নীকল্প হিতাকাঙ্ক্ষিণীর আশ্বাসবাক্যে কতকটা আশ্বস্তির আবেশে শয্যাশায়িনী তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন।

"ওষুধ খাবার সময় এই যে হয়েই গ্যাছে। আমি ত বুঝতেই পাচ্ছি যখনকার যা সময় মত ঠিক দেওয়া হচ্চে না। তাতে আবার এই সব বাইরের লোকের উৎপাত। এত আত্মীয়তায় জঞ্জাল যে বাড়্‌ছে কতদূর তা বুঝিয়ে উঠতে পারছি না এত বুঝাইয়েও।"

"ওষুধ খাওয়ার আগে চরণামৃতটুকু খাইয়ে দিব, তাই এলুম

এদিকে। ওষুধ না হয় একটু পরেই দেবে এখন, সুন্দরী ফিরে এলে।”

“চন্নামৃত মাথায় রাখ মা, ছত্রিশ জাত ঘরে ঢুকছে। ও চন্নামৃতই বটে, তোমাদের আক্কেলটা কি? ঠাকুরের চন্নামৃত ঘরে রয়েছে, এমনি ঢুকলেই হল—”

“অত বুঝিনি বাবা। তারা ত একপাশেই বসে ছিল—কতক্ষণই বা।”

“আবার এনে খাওয়ালে চলবে। এখন নিয়ে আসুন ওষুধটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। তাঁর পাড়া বেড়ান কি শেষ হবে। আজ রাতটাও এখানে আসল কি না তা দেখুন—”

এমন সময়ে সুন্দরী ফিরিয়া আসিল পাল্কী করিয়া।

কবিরাজ ঔষধ খাওয়াইয়া ফিরিবার জন্য প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুন্দরী সেদিকে বড় একটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল মাতার কক্ষে।

সুন্দরী গিয়াছিল কি না' সেই সন্দেহ মিটাইবার জন্য যতটা উগ্র ঔৎসুক্য ছিল, রোগিনীর তথ্যগ্রহণ কবিরাজের ততটা অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং সুন্দরীকে অত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া অভিভাবক পাশের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

কিঞ্চিৎ পারিবারিক আভাস এইখানে আবশ্যক হইতে পারে।

অভয় গাঙ্গুলীর সম্পত্তি অধিকাংশই স্বকৃত। মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর কবিরাজের প্ররোচনায় যৌথ পরিবারের অছিলায় এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া দিলেন। কবিরাজের মতলব এই প্রকার একটা কলহ বিচ্ছেদ সংঘটিত করিতে না পারিলে এপক্ষে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় থাকিবে কেমন করিয়া। তিনি প্রত্যক্ষে রহিলেন অভয় গাঙ্গুলীর পত্নী ও কন্যা পক্ষে।

যখন এই মোকদ্দমা বেশ ভাল করিয়াই বাধিয়া উঠিল তখন মনিরের মাতা সরকার মহাশয়ের সাহায্যে একটা আপোষ করিয়া দিলেন। যে বিষয়ের জন্য দ্বন্দ্ব, মামলার পরিণামে, সেই বিষয় রক্ষাকারীকে যে নিঃস্ব হইতে হয় একথা তিনি ভাল করিয়া বুঝিবার মত শিক্ষা পাইয়াছিলেন সুতরাং সুন্দরীর মাতাকে তিনি এক কথায় বুঝাইয়া লইয়া কিঞ্চিৎ অংশ ছাড়িয়া দিতে যুক্তি দিলেন। কবিরাজ ইহার বিরোধী হইলেও যুক্তিদায়িনীর প্রস্তাব মত কার্য্য হইল। কিন্তু তবুও বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। এক দুই হইল, সুন্দরীর জ্যাঠা ভিন্ন হইলেন। মনোমালিন্য রহিয়াই গেল। কবিরাজ কিন্তু বলিয়া বেড়াইতেন, আমার দুইই সমান। সুতরাং তাহার গতিবিধি বজায় রহিল দু পক্ষেই।

সেদিন সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া কবিরাজ সমূহ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন।

"দেখ গাঙ্গুলী-দা বাড়াবাড়ীটা কিছু বেশী রকমেরই হয়ে উঠ্‌ছে;

তুমি নিশ্চিন্ত থাকলে আর চলছে না। যা' হোক, অপবাদ তোমাদেরই। একটা কিছু কিনারা করা একান্ত আবশ্যক।"

"আমি আর কি ক'রবো, মেয়েটা আসে যায়, কিছু ব'লতে পারি না। আর কটা দিনই বা আছি, কাটিয়ে দেব যে রকমেই হ'ক।"

"আসে যায় ভাল কিন্তু যেখানে সেখানে যাতায়াত, জাত অজাতে মেশামিশি, লোকনিন্দার প্রতিরোধ, এসব বিষয়ের মালিক তুমি। আমি নিমিত্ত মাত্র, তুমি আর অত নির্লিপ্ত থাকলে চলবে না।"

মধ্যম গাঙ্গুলী কিছু নিরীহ প্রকৃতির লোক। এবিষয় বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। যাহা করিবেন দীনবন্ধু।

কিন্তু দীনবন্ধু কেদার কবিরাজ নিরস্ত হইবার লোক নহেন। অন্যসময় এবং সুযোগের কল্পনা করিয়া প্রস্থান করিলেন, গিরিবালার গোয়াল ঘরের দিকে খিড়কির দরজা দিয়া।

কাঁচা বয়সে, কপাল দোষে কি একটা ঘটিয়াছিল। এখন আর বস্তুতঃই তাহার এসকল মিশামিশির ভাব ভাল লাগে না। মেয়েটা সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে, কোন কিনারাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মনে করিত যদি এই সর্ব্বনাশকারী কবিরাজ দূর হইয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে ক্রমে কথাটা চাপা পড়িয়া হয়ত পাত্র'ক একটা জুটিয়া যাইবে। ব্যবহার, বিরূপ

ব্যবহার, নানাপ্রকারে এই জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা সে করিয়াছে কিন্তু কবিরাজ নাছোড়। গয়লানীর খাঁটী দুধের সঙ্গে ঐ তাগাজোড়া এবং গলা ও কাণ—কোমরের দুই একখানার রঙিন আভা তাহাকে লোলুপ করিয়া রাখিয়াছিল সুতরাং সে আসিতই সতত, নির্লজ্জ ঘৃণাহীনের মত।—গিরিবালা ইদানিং কিছু বলিত না, যখন সে সম্পর্ক ছাড়িতেছে না ববং বরাবরই মেয়েটার একটা কিনারা করিয়া দিবে এ আশা দিয়া আসিতেছে।

কবিরাজ আজও আসিয়াছে, ওবাড়ীর ঐ সকল জটিল, ও জঞ্জালময় কথাবার্ত্তা লইয়া।

"আমি অত আর পারব না কিন্তু। মেজগিন্নীর টাকা কয়টা শুধতে পারুছি না আমি নিজে, পরের কথায় আমি অত গরজ কর্ত্তে যাই কি জন্য। আর দেখ তুমি ঐ কুটিলপনা ছেড়ে দাও, যাদের মেয়ে তারা বুঝবে। মেজগিন্নীর মত মুরব্বী যাদের থাকবে তারা তোমার মত লোককে তুচ্ছ করুতে পারুবে অনায়াসে।"

"হাজার হলেও মেয়ে মানুষ। এসকল বুদ্ধি নিয়ে কাজ করবে না কেদার কবিরাজ। যা ব'লছি কর। একটা ভাল রকম বাধিয়ে না দিলে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না—তা না হলে এমেয়েটারও কিছু করে উঠতে পারব না কিন্তু।"

ঐ একটা ভয় এবং ভরসায় গিরীবালা গলিয়া যাইত সুতরাং বড় আর কিছু বলিল না।

মেয়েটা ইদানিং সকল সম্ভ্রম রক্ষা করিবার মত সাবধান হইয়া চলিত। এদিক দিয়া না আসিয়া প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত হইতে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল—অন্ধকারনাশী অরুণ জ্যোৎস্না প্রবাহের মত শুভ্র—কলঙ্কিত কায়া সম্ভূত হইলেও স্নিগ্ধকর এবং নয়নাভিরাম।—

সাত

মনির সেদিন অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিল। জ্বর আসে নাই, অন্যান্য উপসর্গ একরকম কমিয়া গিয়াছে সবই সুতরাং কথাবার্ত্তা সে কহিতেছে রোগহীনের মত ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট।

“কাজ পিছিয়ে না দিলেও চ'লত, আমি না হয় শুন্‌তাম সব বিছানায় পড়ে থেকে।”

“তা কি করে হয় মনিদা ; তুমি রইলে শুয়ে পড়ে, এসকল কাজ এসময়ে করা কি চলতে পারে ! গেলই বা দুদিন পিছিয়ে। চাচীমা বল্‌ছিলেন সামনের শুক্রবারে। এখনও পাঁচ ছয়দিন আছে—তুমি সেরে উঠ্‌বে ততক্ষণে।”

“সেরেত একরকম উঠেইছি। একয়দিন পরে বাইরে অনেকটা দেখাশুনা করতে পারব নিজে। মেয়ে মহলে মা তোকে নিয়ে দেখবেন।”

“চাচীমা বল্‌ছিলেন এসকল ধর্ম্মের কাজ সহজেই সেরে নেওয়া যাবে। আর কতবার ত হয়েছে, কিছুতেই আটকায়নি।”

"নিমন্ত্রণগুলো সরকারমশায় সবই গুছিয়ে করে নিয়েছেন। তাঁর ওসব জানাই আছে।"

পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া রোগী সেদিন নীচের বিছানায় অর্দ্ধশয়ান হইয়াছিলেন। সুন্দরী তাহারই পার্শ্বে বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছিল। বিছানার অপর পার্শ্বে খাটের নীচে একটা চিত্রযুক্ত কাগজ এলোমেলোভাবে পড়িয়াছিল।

"ও ছবিখানা কি, ওরকমভাবে পড়ে আছে?"

রোগী ব্যস্তভাবে কাগজখানি আনিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী বাধাপ্রদান করিল।

"আমি এই যে গুছিয়ে নিচ্ছি, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ মনিদা।"

মনির লজ্জিতভাবে শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। তাহাকে বক্ষতলস্থ করিয়া বিছানার অপর পার্শ্ব হইতে পালঙ্কতলে করপ্রসারণ করিলেও কাগজখানা হস্তগত হইল না বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বিছানার উপর দেহ অবনমিত করিবার প্রয়োজন হইল। শয্যাশায়ীর অন্তত কিছু সঙ্কোচ আসিল কিন্তু প্রয়াসকারিণী অবিচলিতভাবে মনিদার বক্ষের উপরিভাগে দেহ প্রসারিত করিয়া আপনার উদ্যোগে কোন প্রকারই দ্বিধা বোধ করিল না। গৃহিনী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"এই ছবিখানা গুছিয়ে নিচ্ছিলুম চাচী মা, পড়ে গিয়েছিল দেওয়ালের গা হ'তে কি জানি কি রকমে। মনিদা নিজেই নিতে যাচ্ছিল। পারবে কেন এখন, খুবই কাহিল।"

"বেলা হয়ে উঠেছে সুন্দরী, চান ত এখনও হয় নি দেখ্ছি।"

"দাদার খাওয়া হলেই আমি চলে যাব চাচীমা।"

"শুক্রবার তাহা হলে ঠিক হল। নেমন্তন্ন সুরু করে দেওয়া হয়েছে। সরকার মশায়কে ডাকিয়ে ওবেলা ফর্দ্দখানা বুঝিয়ে দিও তুমি যতটুক পার, আর আর বন্দবস্ত হ'য়েই আছে একরকম।"

গৃহিনী কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মেয়ে মানুষের মন। পালঙ্ক তলস্থ ছবি সংগ্রহের অকপট প্রয়াসটাকে সোজাসুজিভাবে গ্রহণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইল। ছবি যদি পড়িয়াই গিয়াছিল, অন্যদিক দিয়া উঠিয়া আসিয়া সেটাকে করতলস্থ করাই সর্ব্বথা সঙ্গত হইত।

আয়াসকারিণী কিন্তু কোনরূপ অসঙ্গত আচরণের আঁচ সরল মনটার মধ্যে লাগিতে দেয় নাই। শয্যাশায়ীও তথৈব চ।

রোগীর পথ্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া সুন্দরী বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বাহিরের দালানে কেদার কবিরাজ স্নানাহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এইরূপ প্রায় দেখা যাইত। অভয় গাঙ্গুলীর সংসার তিনি ত ভিন্ন মনে করিতেন না। বিশেষতঃ আজ সকালের দিকেই তিনি সকল কাজ ছাড়িয়া কি একটা জরুরী কথার জন্য এবাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সুন্দরী তখন উপরোক্তরূপে ওবাটীতে ছিল। জরুরী কথা নানারূপভাবে আলাপ করিতে করিতে

বেলা হইয়া গিয়াছিল—সুতরাং খাদ্যাহারের অনুরোধ অকাতরে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সুন্দরীকে ফিরিতে দেখিয়া তিনি আজ কোন তিরস্কারবাক্যের দিকে গেলেন না আদৌ। শুধু একটা স্নেহসূচক লঘু অনুযোগ মাত্র প্রকাশ করিলেন।

"লক্ষ্মীমেয়ে কিনা, বেলা হতে চল্লো, লক্ষ্য নাই খাওয়াদাওয়ার দিকে কোনরকম!"

এই অপ্রত্যাশিত স্নেহোক্তি সম্বন্ধে বড় একটা কিছু মনে না করিয়া সুন্দরী স্বকার্য্যে চলিয়া গেল, এইমাত্র বুঝিয়া যে আজকার সমস্তদিন কবরেজ কাকা ভালমন্দ নানা কথায় তাহাদের বাটীতে কাটাইয়া দিয়া বহির্গমন করিবেন সেই সন্ধ্যার দিকে। অতঃপর সে চাচীমার কাছে চলিয়া যাইবে, ইহাই ঠিক করিল।

কিন্তু ব্যাঘাত ঘটিল। যথাসময়ে দিদিমা জানাইলেন, কবরেজ কাকা বলিয়াছে যখন তখন তাহার আর বাটী ছাড়িয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ তারা যখন এই শুক্রবারেই আসিতেছে দেখিবার জন্য।

এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুন্দরী কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। বিশেষতঃ ঐ একটা আভাসে বেশ একটু মুশড়িয়া পড়িল। শুক্রবারেই যে মনিদাদের বাটীতে মহাকাজ। তাহাকে বাড়ী বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? অথচ প্রতিবাদের বিশেষ কোন

সুবিধা দেখিল না, শুধু দিদিমাকে জানাইয়া দিল শুক্রবারে তাঁহাদের ঐ কি কাজের জন্য সমস্তদিন এবাটীতে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

অথচ কবিরাজ জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়াই শুক্রবার দিনস্থির করিয়াছেন। পাত্রপক্ষ হইতে শুভদর্শনের জন্য আগমনের ব্যাপারটাকে সুন্দরী মনের মধ্যে বিশেষ কোন আমল দিল না, তবে বন্দোবস্তকারীর দিন নির্ব্বাচন বিষয়ে সে ভাবিয়া দেখিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে আগামী শুক্রবারের আয়োজনে বিশেষ একটা তাৎপর্য্য আছে। শুক্রবার ওবাটীর কাজের কথা গ্রামশুদ্ধ জানাজানি হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ সকলি অবগত আছেন অবশ্যই। ইদানিং মনিদাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া কবিরাজের অভিযোগ প্রতিবাদ বিশেষরূপেই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এটাও একটা চাল বলিয়া সন্দেহ খটকা লাগা খুব স্বাভাবিক। অথচ মনিদাদের সঙ্গে এই আবহমানকালের ঘনিষ্ঠতায় কবিরাজ কাকার এত বিষদৃষ্টি কি জন্য তাহা সে অনেকবার চিন্তা করিয়াছে, বুঝিতে পারে নাই। দুনিয়ায় সোজা পথকে যাহারা বক্র করিয়া তুলে তাহারা কখন হিতকারী হইতে পারে না। ইনিত আপনাকে শতদিক দিয়া মঙ্গলকামী মুরুব্বী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া আসিতেছেন কিন্তু এই দিকটায় তাঁহার বিরূপভাব কি জন্য। বিনা পয়সার ঔষধ

বিতরণ করিয়া তাঁহার কতকটা ক্ষতি করা হইয়াছে ইহাই কি একটা ঈর্ষা? অথবা মাষ্টারবাবু তাহার সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব সমুপস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ তাহার নিজের মুরুব্বীয়ানাকে ধস্ত করিবার জন্য ওদিকটাকে একেবারে রুদ্ধ করিতে চাহেন? সরল মন ভিতরকার গূঢ় অভিসন্ধি ভাল করিয়া নিরাকরণ করিতে পারিল না: একটা অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে জীবনপ্রবাহ কতকটা ভিন্নমুখী হইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেত অন্যকথা। অবস্থার অনুরূপ আত্মপরিবর্ত্তন মানুষ করিয়াই থাকে, সেও করিবে আবশ্যক মত। কিন্তু এখনকার এই রোষ বিরোধ নিতান্তই অনাবশ্যক—ইহাই তাহার ধারণা। সুতরাং সে ক্ষুব্ধ, চিন্তিত এবং যিনি তাহার মঙ্গলের অছিলায় এরূপভাবে জঞ্জালহীন সরলপথে নানা জঞ্জাল আনিয়া ফেলিতেছেন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ একটু বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

আট

গিরী গঙ্গামণিও ইদানিং তাহাকে সমূহরূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে বুঝিত তাহার এই একমাত্র স্নেহপুত্তলির জন্য সংসারে একটা সুব্যবস্থা নিতান্তই দুরূহ। কিন্তু আশা তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল স্বভাবতঃই। কবিরাজ সকল সময়েই তাহাকে আশা দিয়া আসিয়াছে যে একটা কিনারা সে করিয়া দিবেই। কবিরাজের স্তোক-চাতুর্য্য সে হাড়ে হাড়ে মালুম করিয়া আসিতেছে বরাবরই, কিন্তু সেও বরাবরই জোরগলায় দর্প করিয়া আসিয়াছে— তাহার ভাল সে করিবেই। অথচ ভাবিয়া দেখিলে একদিনের জন্য একদিক দিয়াও, সে কিছু করে নাই। বরং সর্ব্বদিক দিয়া তাহার সর্ব্বনাশই সে করিয়া আসিতেছে নানাপ্রকারে। যদি এই সত্যটা সে রক্ষা করে তাহা হইলে, সে সকল ত্রুটি ভুলিয়া যাইবে; অধিকন্তু চিরকালের জন্য তাহার কাছে কৃতজ্ঞতায় কেনা হইয়া থাকিবে।

আজ এইরূপভাবেই সে কবিরাজের কাছে সরল কথায় আপনার আকিঞ্চন জ্ঞাপন করিল: ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবার জন্য যাহারা

জন্মায় নাই তাহাদের মন এরূপ কথায় ভিজিবে কেন ? গিরীবালা কতকটা মুসড়িয়া পড়িতেছে ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেদার কবিরাজ মতলব হাসিলের সুরাহা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে লাগিলেন।

"দেখ্ গিরি আমার কি এসম্বন্ধে চিন্তা নাই ?"

আলাপটা কিছু মোলায়েম হইল। তাহার কারণ ছিল।

কবিরাজীর সম্বল কুইনাইন এবং ক্যাষ্টর অয়েল ফুরাইয়া গিয়াছে। একবার কলিকাতার দিকে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এখানকার বাজারে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও তিনি এখানে খরিদ করিবেন কি করিয়া ? তাঁহার কবিরাজীর সম্বন্ধে কানাঘুশা ত হইয়াই আছে। একদিক হইতে রাহাখরচ বাবত কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া লইয়াছেন। শুক্রবারে আসিবার দিন স্থির আছে কিন্তু গরজ ত এপক্ষের বেশী। যাইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া না আনিলে কি জানি যদি তাহারা অন্যমত করিয়া বসে। আর যে একটা কথা লইয়া এতদিন আটকাইয়া আছে কে জানে সেকথা তাহাদের কাণে পৌঁছিবে না। শত্রুর ত অভাব নাই সুতরাং কন্যার মাতা গরজ করিয়া দশের উপর বিশ হিসাবে রাহা খরচ গণিয়া দিয়া কবরেজদাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি ত এসকল করিবার মত তাঁহাদের আপনার জন, আর করিতেও তিনি প্রস্তুত—কিন্তু বয়সটা তাঁহাকে ক্রমেই কাবু করিয়া আনিতেছে বলিয়া আর বড় একটা হাঁটাহাঁটী করিবার শক্তি

জুটিয়া উঠে না কাযেই আন্দাজ মত সকল বিষয়ে একটা হিসাব করিয়া লইয়া, এমন কি তাহারাও যদি গ্রহণ করে, তবে পাথেয় এপক্ষ হইতে বহন করা ভাল, এইরূপ ব্যয় সঙ্কুলান মত মোটামুটী হিসাব করিয়া লইয়া বৈদ্যরাজ ঘটকালী যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন।

আসল কাজটার বিশেষ কোন যোগাড় ছিল এমন ধারণা কবিরাজ নিজেই করিতে পারিতেছিল না। অন্যান্য বিরোধী সম্বন্ধগুলিকে ঠেকাইবার জন্য সুন্দরীকে নিজের হাতধরা একটা পাত্রে সমর্পণ করিবার আগ্রহ তাহার থাকিলেও পাত্র নিরূপণ পক্ষে কোন চেষ্টাই এপর্য্যন্ত করিয়া আইসে নাই। আর গিরিবালার মেয়ের সম্বন্ধে সে কোন দিনই ভাবিতে সাহস করে নাই কারণ সেটা দুরূহ, তাহারি জন্য।

আজ গিরিবালার কাতরোক্তি শুনিয়া সে একেবারে পাইয়া বসিল।

"ভাবনা আমার যথেষ্টই আছে কিন্তু সকলই অর্থ সাপেক্ষ্য। ঐ ওদের জন্য কলকাতায় যাওয়ার রাহাখরচ কতদিন হল খরচ করে বসে আছি, অপ্রস্তুতের আর সীমা নাই। পত্র দ্বারা, শুক্রবারে দেখ্‌তে আসার একটা ব্যবস্থা করেছি বটে কিন্তু তাহার স্থিরতা কোথায়? মনে করেছিলাম একসঙ্গে দুটারই কিনারা করে আসব কিন্তু তা আর ঘট্‌ছে কই খরচ অভাবে।"

"ওগো যেমন করে পারি যোগাড় আমি কচ্ছি, তুমি এই

সুযোগে এবার যাও, পায়ে ধরি, মেয়েটার দিকে আর যে চোক ফেলা যায় না।”

“এই কাজটার জন্ম তোমার পয়সা খরচ করান আমার সাজে না। আমার'ও তেমন—”

“সাজুক আর নাই সাজুক এই নাও কাণের এই ক'গাছা, তুমি যেমন করে পার চলে যাও এই সুযোগ নিয়ে।”

এখন আর অত বিচার না কত্যেই হল। কবিরাজ সম্মতি প্রকাশ করিল।

“মেয়েটা খুব বাড়ন্ত—তার উপরে ফুটন্ত রং মার চাইতেও সেরা—কি হবে জানি না—কালই বেরিয়ে পড়ছি। একটা কাজ করতে হবে কিন্তু। সুন্দরী মীর-বাড়ীতে কয়েকদিন যাচ্ছে না তাকে দেখ্তে আসবার কথা রয়েছে বলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। বিশ্বাস নাই কিন্তু। এই শুক্রবারে ওদের বাটীতে খুব ঘটা করে একটা কাজ হচ্ছে। আমার অনুপস্থিতিতে মীর-গিন্নী হয়ত সেবারকার মত নিজে এসে আমার বন্দোবস্তের ওলট-পালট করে দিবে, সব। তুমি যদি এরই মধ্যে গুছিয়ে বেশ বুঝিয়ে দিতে পার এই যাতায়াতের অজুহাতে সুন্দরীর পাত্র যুটে উঠেছে না তা হলে মীর-গিন্নী মেয়েটাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আর তত আগ্রহান্বিত হবে না। মেয়েটাকে খুবই ভালবাসে কিনা, তার অমঙ্গলে কুণ্ঠিত হবে নিশ্চয়ই।”

গিরিবালা কিছু বলিল না লোকে সম্মতিপ্রকাশ করে বাক্যে—কখন কখন নীরবতায়।

কর্ণ বিচ্যুত মাকড়ি ক-গাছা তাহার মর্ম্মবিদ্ধ করিয়া দিতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে করিতে কেদার কবিরাজ অগত্যা সেগুলা মর্ম্মদেশস্থ জীর্ণ পরিধেয়ের নিরাপদ গহ্বর মধ্যে রক্ষা করিলেন।

রূপের মোহ চিকিৎসকের জন্য কিছু কম হওয়াই আবশ্যক। কেদার কবিরাজও যে রূপের আকর্ষণ কখন অনুভব করিয়াছিল এরূপ মনে হয় না। রূপরক্ষার যে কয়েকটী সরঞ্জাম এই হতভাগিনী দুর্দ্দিনের সম্বল করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলি কবিরাজ একে একে আত্মসাৎ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া ছিলেন বরাবরই।

নয়

ছবি তোলার সেদিনকার সেই সামান্য হইতেও সামান্যতর ব্যাপার যদিও মনের মধ্যে একটা খট্‌কার ভাব আনিয়া দিয়াছিল তবুও এমন কিছু ঘটে নাই যাহার জন্য মানিরের মাতা সুন্দরীর অভাবটাকে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারিলেন। বিবাহের আয়োজন যাহা কিছু যে কেহই করুক না কেন তাঁহাদের দাবী সকলের চাইতে সেরা একথা কে না স্বীকার করিবে? যদি দেখিতেই আসিবে, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এমন বন্দোবস্ত হইবে কি জন্য যাহাতে বিপরীতমুখী সংঘর্ষ আসিয়া দুপক্ষের কার্য্যকে সম্পর্ক বিহীন অনাত্মীয়ের ব্যাপারে পরিণত করিয়া দিবে। জগতে যদি উঁহাদের এমন কোন ইষ্টকারী থাকে, যে অন্য সহায় ব্যতিরেকে তাহাদিগকে ছাপাইয়া এতবড় একটা কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে পারে, বহুত আচ্ছা। কিন্তু চক্রান্তের ফলে এরূপ একটা বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ আসিয়া পড়ে কেন?

মেয়েটা কয়েকদিন আসিতেছিল না বলিয়া তাহার চাচীমা

এইরূপ নানাদিক দিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিতান্তই ক্ষুব্ধ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ যেদিন তাঁহাদের বাড়ীতে কাজ সেইদিন সুন্দরীকে না পাইলে তিনি যে দুর্ব্বিসহরূপে মুসড়িয়া যাইবেন। এত দরদ তিনি ধরিয়া আছেন একথা বুঝাইয়া দিবে কে? সেইদিনটাকে এড়াইয়া আর কোন দিন দেখিতে আসার বন্দোবস্ত ইচ্ছা, বা অনিচ্ছা না, থাকিলে সহজেই করা যাইত। তিনি এরূপভাবে ব্যর্থ হইয়া খুব কাতর হইলেন ত বটেই তদপেক্ষা বিহ্বল হইলেন এই ভাবিয়া যে এরূপ একটা বড়যন্ত্রের ভাব কোথা হইতে কেন আসিয়া পড়ে।

দেখিতে আসিতেছে আসুক, কিন্তু একথা কে যেন তাঁহাকে বলিয়াই দিতেছিল ও দেখাশোনার কোন ভিত্তি নাই। আর যদি থাকেই তাহা হইলে তাহাদের লইয়া এরূপ অকথার সৃষ্টি কি জন্য? মেয়েটাকে মানুষ করিতে আত্মীয়ের যাহা কর্ত্তব্য তাহাতেই তাঁহারা যোগদান করিয়া কতকটা আপনার করিয়া লইয়াছে বলিয়া গর্ব্বিত হইবে কি জন্য? আর এখন এত আত্মীয়তা করিতেছেই বা কাহারা? তাহাদের চক্রান্তের মধ্যে পড়িয়া এত বড় একটা দায়ীত্বকে তাচ্ছিল্য করা খুবই হানিকর। সুতরাং যাহা হইতেছে হউক পাকা-পাকি কিছু হইবার আগে তাঁহাকে ইহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে অবশ্যই।

মনির একটু আধটু উঠিয়া বেড়াইতেছিল। এবাড়ী ওবাড়ী

করিবার মত সামর্থ্য কতকটা থাকিলেও, সে বিরত ছিল নচেৎ হয়ত এতক্ষণে ওবাটীর রোধটাকে ছিন্ন করিবার প্রয়াস করিত। মনে মনে সে কিন্তু খুব উদ্বিগ্ন ছিল।

"মা, সুন্দরীদের কোন খবর পাওয়া যায় নাই কয়েক দিন। খুড়িমার অসুখ বাড়িয়াছে হয়ত। কিন্তু তবুও সুন্দরী একবার এদিক দিয়া হইয়া যাইতে পারিত।"

গিরিবালার গলা সদরের পথে শুনা গেল। মাতার কর্ণ সে দিকে কতকটা নিয়োজিত হইলেও, পুত্রের কথার উত্তর দিতে হইল।

"শুনছিলাম শুক্রবারে কল্‌কেতা থেকে সুন্দরীকে কারা দেখ্‌তে আসছে। সেইজন্য একটা দিন সে আর বাড়ীর বাইরে আসতে পারছে না।"

সকালের দিকে বাহিরের দালানে আসিয়া মনির বসিয়া ছিল, মাতা কাছেই ছিলেন, গিরিবালা আসিয়া একটু দূরে একটা পিঁড়ির আসন গ্রহণ করিল।

"স্নান করিতে আস্‌ছিলাম, একটু সকাল সকাল বেরিয়েছি। তোমাদের এখানে দুদণ্ড বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করি এমন কপাল কি করে এসেছি মেজগিন্নি।"

"তুমি এসেছিলে সেই কবে একদিন।"

"টাকা কটার ব্যবস্থা করে উঠতে পাচ্ছিনা মুখ দেখাই আর কি ক'রে।"

"তা ব'লে কি আর আস্‌তে নেই"

"আছে বইকি, পাঁচশোবার—শুনলাম শুক্রবারে তোমাদের জাঁক জমকের বার্ষিক কাজটা হচ্ছে, তাই এলাম একবার। বাবাজী এইযে ভাল করে সারতে এখনও পারনি—এমন চাঁদমুখ আহা চেনা যাচ্ছে-না আর"—

"ভালই আছি এখন কতকটা—শুক্রবারে সুন্দরীকে দেখতে আসছে কোত্থেকে কারা, শুনছিলাম। গিয়েছিলে তুমি ওঁদের ওদিকে অবিশ্যি।"

কেদার কবিরাজের সহিত গিরিবালার ঘনিষ্ঠতা যতই জাঁকাল হউক না কেন এবং কবিরাজের এতবড় একটা কাজের ব্যাপার গয়লা-বউ বিশিষ্টরূপে বিদিত আছে ইহাতে কোন সন্দেহ না থাকিলেও মনিরের প্রশ্ন খুব সরলই হইল। উত্তরকারিনী সুচতুরা, খুব সামলাইয়া বলিল—

"গিয়েছিলাম বই-কি? কিছু দুধের কড়ি বাকী আছে—কেষ্ট দিদি ত যখন তখন ভাল থাকে না, অবসর মত চাই। সামান্য ছিল, কাল পেয়েছি। এই কয়েকদিন থেকে দিদি কতকটা ভাল আছে। ভাল থাকবেই বা কি করে, রোগ আর রোগ। তার উপর নানা চিন্তা। লোকে তিলকে তাল করে। ছেলে-মানুষ এবং ভাই-বোনের মত। এদের লইয়া পাড়ার লোকের বাপু এত গরজ কেন? সুন্দরী ত মেজগিন্নির হাতেই মানুষ।

আসবে না ? খাওয়া দাওয়া মিশা-মিশির বিচার কি এখন আছে, যার জন্য এত কথার সৃষ্টি। এই যে আমরা কি তোমাদের খাই না ! আসা যাওয়া এক কালে ত খুবই ছিল। তা বলে কি জাত গিয়াছে ? গিয়া থাকে যাক্। যে যেরূপ পারে করুক। ওর জন্যে তুমি কিন্তু রুষ্ট হয়ো না একটুও মেজগিন্নি, যে যতই করুক্ আর বলুক্ তোমরা না দাঁড়ালে ও মেয়ের বিয়ে হবে না আমি বলে যাচ্ছি কিন্তু।”

পুত্রের সমক্ষে এতবড় একটা গুরুতর মন্তব্যপূর্ণ বাদানুবাদ সামলাইয়া লইবার জন্য মাতা প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ এ বিষয়ে তাহাদের লইয়া গিরিবালার এত দালাবাজী, তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। তাই আদৎ কথাটা অন্য মুখী করিবার আবশ্যক হইল।

“তোমাকে যে গাছ-কটা নূতন দেওয়া হয়েছিল ফলছে অবিশ্যি, না হলে এতদিন শুনতে পেতাম কত কি।”

গিরিবালা না-ছোড়। সে মতলব লইয়া আসিয়াছে কবিরাজের।

“ফলছে আমার কপাল মত। তোমাদেরিত খাই দিদি তাই তোমাদের কোন ভাল-মন্দ কথায় মনটায় এত লাগে। ওঁরা যতই চোখ ওল্টান না কেন আমরা গরীব দুঃখী, এত ভুলতে পারি নি। কেষ্ট-দি বলছিল মেয়েটার ব্যবস্থা ত কত্তে

হবে, তার জন্যে এ-বাড়ী সে বাড়ী নাই গেল। কিন্তু সুন্দরীর কি এখান সেখান যাতায়াত বন্ধ রয়েছে, আসে না শুধু তোমাদেরই এখানে।"

মাতা শুধু শুনিয়া গেলেন। পুত্র ততোধিক নির্বাক। ছেলের সম্বন্ধে এ বিষয়ের বাদানুবাদ এমন করিয়া কাহারও সঙ্গে করিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ গিরিবালা ষড়যন্ত্র-কারীর নিতান্ত স্বজন, এটা তিনি ঘৃণার সহিত অনুভব করিতে-ছিলেন।

এ পক্ষ কথায় মাখিল না বড় একটা—অথচ কাজ কতকটা হাসিল হইল বুঝিয়া গিরিবালা উঠিয়া পড়িল।

"উঠি ব'ন, বেলা হয়ে যাচ্ছে তোমাদের বাড়ার কাজের দিন, পারি ত একবার হয়ে যাব, আমাকে আর বল্‌তে হবে কেন এর জন্য।"

———

দশ

যাইবার পথে সদর মহলে মাষ্টারের সহিত দেখা হইল। গিরিবালা চাহিতেছিলও ইহা। ৮

"কত লোকের কত উপকার কচ্ছো বাপু। তুমি ভাল মানসের ছেলে। ভাল যারা তারা লোকের ভালর জন্মেই জন্মিয়া করে। গরীব দুঃখি—গরীব দুঃখি কেন—গ্রাম শুদ্ধ লোকই ত তোমার ওষুধ খেয়ে বেঁচে যাচ্ছে।"

গিরিবালা মাষ্টারের সহিত বরাবরই একটু ঘনাইয়া কথা বলিত। মাষ্টার যে কবিরাজের দুষমণ এবং কবিরাজের আপনার জন গয়লা-বউ সেইজন্ম তাহার প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে এরূপ কোন কিছু প্রকাশ হইতে দেওয়া তাহার মত ধড়িবাজ লোকের কার্য্য নহে, সে বরং, নিজের কপালে রডান দিকটা যন্ত্রণা-গ্রস্ত, মেয়েটার গা সব সময়েই বমি-বমি করিতে থাকে, এরূপ অলিক অছিলায় ঔষধ লইয়া গিয়া মাষ্টারকে ধন্ম করিয়া দিত। আজ সে কথা তুলিয়াছে—অন্দরে যেমন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য

ছিল—সদরে যে একেবারে কিছু ছিল না এমন বলা যাইতে পারে না।

"কতদিক দিয়ে কত লোকের কত কচ্চ বাচ্ছা! এ দিকে এখন কেউ নাই। শুনছিলাম সুন্দরীর জন্য তুমি একটা খুব ভাল পাত্রের খোঁজ এনেছ। তার আর বিচিত্র কি? তোমরা ত আর যে সে ঘরের ছেলে নও। ভালর ভাল সঙ্গ। আর কল্‌কাতায় যে রকম খুঁজবে সেই রকমই পাওয়া যায়। বল্‌তে সাহস হয় না বাপু তোমার মা বাপের পায়ে ধরি, এই হতভাগিনীর মেয়েটার জন্য যদি করে দিতে পার কিছু একটা।"

গিরিবালা অন্দর হইতে উঠিয়া আসিবার পর মনির কতক্ষণ নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

"বাইরের দিকে যাও কিন্তু বেশী বেলা পর্য্যন্ত থেকো না। আর বই টই নিয়ে এখন আর বেশী দেখা শুনা করবার আবশ্যক নেই।"

এই কথা বলিয়া মাতা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

সদরে মনিরের আবির্ভাবে গিরিবালার অনুযোগ বন্ধ হইল। সে তাহার আবেদনটা মাষ্টারের কাছে একটু গোপন ভাবে করিতে চাহে কি জন্য সেই জানে।

"বাবাজী এই যে একটু উঠে বেড়াচ্চ—অসুখ ত আর কিছু নেই।"

গিরিবালা যেন কতকটা ব্যর্থ হইয়া চলিয়া গেল।

মাষ্টার ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। মনে করিলেন মনির হয় ত সে বিষয়ের কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ করিবে কিন্তু আজ কতকটা বিষণ্ণ ভাব লইয়া সে বাহিরের দিকে আসিয়াছিল, মাষ্টার সহজেই সেটা লক্ষ্য করিলেন। গিরিবালা যতই লুকোচুরির ভাব রক্ষা করুক আর নাই করুক কন্যা দায় বিব্রতা এই সহায়হীন রমণীর উদ্বেগময় অনুযোগের মধ্যে কোন দূষণীয় মন্তব্য না থাকিবারই কথা। বিশেষতঃ মনিরের ঔদাসীন্য ভাব ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হইতেছিল সুতরাং। তিনি কথাটা আপনিই পাড়িয়া লইলেন।

"এখন আর এদিকে আসে না বড় একটা। আমি জানতুম গয়লা-বউ মেয়েটার একটা কিছু কিনারা করে নিচ্ছে। বলছিল তারই জন্য একটা পাত্রের কথা। কি বল মনির একটু কিছু করা যেতে পারে এর জন্য; স্ত্রীলোক অনুগ্রহের পাত্র ত বটেই।"

মনির বড় একটা রাখিল না, ভাঁসা ভাঁসা কথায় কথাটাকে শেষ করিয়া দিল।

"দেখতে শুনতে ভালই। হয়েই যাবে যা হয় কিছু একটা।"

"ভাল অপেক্ষাও ভাল বলা যেতে পারে। এ রকম পাত্রীর একটা ফটোগ্রাফ পেলেই বিজ্ঞাপন সাহায্যে পাত্র সহজেই পাওয়া যেতে পারে।"

ইত্যগ্রেই ধোপা-বউ কাপড় লইয়া আসিয়াছিল। মাষ্টার সেইদিকে নিয়োজিত ছিলেন। কবিরাজের একটা ব্যবহারক্লিষ্ট কোটের পকেটে একখণ্ড সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন অতর্কিত ভাবে রহিয়া গিয়াছিল। ধোপা-বউ এখানে আজ যখন কবিরাজের বস্ত্র কয়খানি গুছাইতেছিল, পকেটস্থ ঐ পত্রখণ্ড মাষ্টারকে দেখাইল।

"ও কিছু নয়" বলিয়া মাষ্টার অবহেলার ভাবে অন্যদিকে রাখিয়া দিলেন।

অনিরের চক্ষু তখন আলিগড় কলেজ ম্যাগাজিনের এক সংখ্যায় পাতিত থাকিলেও মনটা অন্যদিকে ক্ষুব্ধতায় মুষড়িয়া উঠিতেছিল। রুগ্ন দেহে চিত্ত-চাঞ্চল্যের ঘাত প্রতিঘাতে তাহাকে কতকটা অবসন্নই করিয়া ফেলিল। মাসিক পত্রিকাখানি রক্ষা করিয়া মনির আরাম কেদারায় পড়িয়া রহিল, নির্ব্বাক এবং নিস্পন্দ।

"এবারকার অসুখ তোমাকে কাহিল করেছে খুবই— ইনফ্লুয়েঞ্জার পরিণাম খুব কষ্টদায়ী। কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন বোধ হয় আবশ্যক হবে।"

"মা রাজী আছেন, আপনি সরকার মশায়কে ডাকিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিন। আলিগড় কলেজের সেশন আশু আরম্ভ হবে। কথাবার্ত্তা এক রকম ঠিকই রয়েছে। আমি এখনই মায়ের কাছে সব পাকাপাকি করে নেব। কলেজে কালই পত্র লিখতে হবে।

এগার

গ্রামের ষ্টেসনে কবিরাজ কিছু বেলাবেলি আসিয়া পৌঁছিল। অতবড় সহরের মধ্য ঠিকানায় যাইয়া সন্ধানটা করিয়া লইতে পারিলে হয়—এরূপ একটা খট্‌কা অবশ্য হইলই। তাহা ছাড়া সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন, সে আজ কয়েক মাসের কথা। সে পাত্র কি এখনও আছে? থাকিতেও পারে। নেহাৎ অনন্যোপায় না হইলে বিবাহের পাত্র পাত্রীর জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন না এইরূপ তাহার ধারণা। দেখা যাউক কি করেন প্রজাপতি।

কিন্তু ওঃ হরি সে জামাটাত তিনি বদলাইয়া ধোপাবউকে দিয়াছেন, বিজ্ঞাপনের সে পত্রটুকু ত নাই—ধড়ীবাজ কবিরাজ বাস্তবিকই খুব মুষড়িয়া পড়িল—টিকিটের ঘণ্টাও পড়িয়া গেল—কলিকাতায় যাইয়া আর লাভ কি? কোথায় যাইবেন পাত্রের সন্ধানে? অথচ কি বলিয়াই বা গ্রামে ফিরিবেন। অগত্যা স্থির করিলেন তাঁহার আগেকার কীর্ত্তিস্থল, অনতিদূরস্থ গ্রামে

কয়টা দিন কাটাইয়া অভিরামপুর ফিরিবেন। সহর যাত্রার ফলাফল বর্ণনা—তাহা একটা তিনি আঁটিয়া সাঁটিয়া লইবেন। খরচও অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে।

সাড়ে চৌদ্দ আনার একখানা টিকিট কাটাইয়া কবিরাজ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

গন্তব্য গ্রামের ষ্টেসনে নামিয়া অগ্রসর হইতে তাঁহার দ্বিধাই বোধ হইতে লাগিল। সে অনেক কালের কথা হইলেও লোকে কি ভুলিয়া গিয়াছে? পুরাতন লোকের কেহ না কেহ তাঁহার সমাগমে অবশ্য পুরাতন কথার অবতারণা করিয়া বসিবে। একটা লোক ছিল যে হয়ত তাঁহাকে কতকটা রেহাই করিত কিন্তু সে ত নাই ছেলেটা তাঁহার শুনা গিয়াছে একটা অপগণ্ড। উপায় কি সেই খানেই আশ্রয় লইতে হইবে।

গ্রামের পথ, গাছ পালা, ঘাট পুষ্করিণী, দোকান পাট সকলেই যেন তাঁহাকে নিতান্ত পূর্ব্ব পরিচিতের মত আগুলাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু এমন একটা পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, যে তিনি তাঁহাদের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। এ লজ্জা তাঁহার আগে কখন আসিত না যখন তিনি ইহাদেরি মধ্যে আপনাকে নিতান্ত নির্ভীকের মত স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার অবস্থায় পূর্ব্বাপর বিচ্ছিন্নতার ভাবে একটা সম্ভ্রম জ্ঞান কেমন করিয়া

আসিয়া পড়িল তাহা তিনিও ভাল করিয়া বুঝিলেন না। এক প্রকার মাথা হেঁট এবং প্রচ্ছন্নতার ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামের ভিতরে পৌঁছাইতে রাত্রি হইল। প্রায় নয়টা। চণ্ডি-মণ্ডপে খুব একটা থিয়াটারের মহল্লা চলিতে ছিল। উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া কবিরাজ একটু ইতস্ততঃ করিলেন। ইহারি মধ্যে এক জন বহির্দেশ হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় একটা অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর কতকটা ভদ্র ভাবে বলিল,—তিনি এই যে দুর্গাদাস প্লে করছেন—বসুন একটু এইখানে, শেষ এই হ'ল ব'লে সাক্ষাৎ করিবেন আপনার সহিত অতঃপর।

যথা সময় পরিচয় হইল। পিতার পুরাতন বন্ধু, গ্রামের পুরাতন কবিরাজ চিনিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। পরদিন প্রাতে একটা কথার অবতারণা হইল। কবিরাজ ভাবিলেন দেখা যাউক না—লাগিয়া যায় যদি একটা।

"ইহার উপর আবার একটা কথা—ঘর-জামাই হ'লেই ভাল হয়, অন্ততঃ মেয়ের মায়ের এইরূপ ইচ্ছা।"

"ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, ঘর-জামাই থাকতে পারে, এমন কেহ খেয়ালে ত আসছে না। তবে—হয়েছে—ঐ যে ছেলেটি কাল রাত্রে সকলে চলিয়া যাইবার পর, যে আপনার হাত থেকে কল্কেটা

নিতে ইতস্ততঃ করছিল, আপনি স্নেহের ভাষায় তার বাধ বাধ ভাব ভাঙ্গিয়া দিলেন, সেই ছেলেটি হতে পারে। কিন্তু ওর ছোট ভাইটা—সেই এক রকম কর্ত্তা—ঘর-জামাইয়ে কি বলে সেইটাই ভাবছি। পলিটিসিয়ান ছোকরা অর্থাৎ পলিসিবাজ খুবই।"

"বেশ ছেলেটি মিশুক অথচ লাজুক। একেবারে মনের মত। ঐ একটু আধটু মৌতাতের কথা, ও আর কেই বা জানতে যাচ্ছে। তুমি বাবা একটু লাগিয়া যাও। তোমার বাপ আমার কি যে সহায় ছিল। মনে পড়ছেনা তোমার তুমি ছোট্টটী ছিলে তখন।"

প্রস্তাবিত পাত্রের ভ্রাতা অগ্রজের চরিত্র সংস্কার সম্বন্ধে কোন কোন কথা আজ কয়েকদিন হইতে এই একান্ত বন্ধুর নিকট বলিয়া যাইতে ছিলেন আজও হয়ত আসিতে পারেন। কিন্তু আগন্তুক এই পিতৃসুহৃদের সহায়তা করিতে হইলে, ও বাটীতে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

তাহাই হইল।

"দেখ ইনি আমার বাপের পুরাতন বন্ধু, তোমাদেরও অপরিচিত নহেন। তুমি ছোটবেলা হতে কলকাতায় পড়াশুনা করতে। বড় একটা হয়ত এঁকে জেনে উঠতে পারনি। যে রকম পরিচয় ইনি দিচ্ছেন সকল দিক দিয়ে ভাল। অভিরামপুরের গাঙ্গুলি গোষ্ঠী এ গ্রামের অপরিচিত নয়।"

পাত্রের ভ্রাতা অবশ্যই একটা জবরদস্ত যুবক। কর্ম্ম বুদ্ধির অভাব ছিল না। অগ্রজের গুণপনায় তিনি হতাশ হইয়া আসিতেছিলেন। এই প্রস্তাবে সৎসাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তিনি সম্মতির ভাব দেখালেন সমূহরূপে। শুধু ঘর-জামায়ের কথায় কোন জবাব দিতে পারলেন না।

কন্যা দেখিবার প্রস্তাব উঠিল এবং কবিরাজ শুক্রবারের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া বসিলেন। আর একটা কথা। ওপক্ষ হইতে আসিবার যাইবার মত বড় একটা কেউ নাই পাত্র যদি নিজেও একবার দেখিতে যান ঐ সঙ্গে, অনেক এগিয়ে যায়। আজ কাল পাত্রের দ্বারা পাত্রী দেখা, হইতেছে আকছার।

সেই রকম বন্দোবস্ত পাকাপাকি হইয়া গেল এক প্রকার।

বার

মীর পরিবারের বাৎসরিক মিলাদপর্ব্বের ঘটায় অধিকারী ঠাঁকুরের আগ্রহপূর্ণ যোগদানের অভাব ভগবান গত বৎসরের সমারোহের পর হইতেই ঘটাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ভাব প্রবণ হৃদয়ের নিবীড় উচ্ছাস এ বৎসরের কার্য্যে কেহ শুনিতে পাইল না। পুত্র আসিয়াছেন এবং কার্য্যশেষে মৌলভি সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেছিলেন।

চিত্তসুদ্ধি, গৃহস্থালীর কালিমা মোচন, দুনিয়ার অমঙ্গলের পথে ভগবানের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ, এ সকলই ত আমরা আমাদের চলিত প্রথা মত কতকটা, এই ভাবেই করিয়া থাকি, একথা আপনাকে বুঝাইয়া বলার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র, সুতরাং আমার যোগদানে আমারি কল্যাণ। আপনি বোধ হয় আমার পিতৃ-দেবকে এইরূপ কার্য্য উপলক্ষে এই গ্রামে কখন দেখেন নাই। তিনিই আপনারি উপযুক্ত, আমি নিতান্তই অভাজন। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন আমি যাইব এখনই।

কবিরাজের আবির্ভাব ঘটিল।

"কিছু মনে করিসনে বাবা মনির, সময়ে আসিয়া পৌছাইতে পারি নাই। সে দিকটাও তোমাদেরই কাজ, কিন্তু কত আর করবে বল। কাযেই যতটা পেরেছি এক রকমে গুছাইয়া নিয়েছি। এই স াঝে সাতটার গাড়ীতে তাঁরা আসচেন দেখতে। এক রকম পাকাপাকি, পাত্র ভালই হয়েছে। এখন মেয়েটার কপালে যা লিখেছেন ভগবান—আমি পাত্রকে নিজেই আসতে বলেছি। গাঙ্গুলি মহাশয় বলছিলেন তোমাদের এদিকে আজ ঝঞ্ঝাট খুবই। ওরা আজ ত থাকছে। কাল সকালের দিকে সরকার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিও বরং একবার। কথাবার্ত্তা দেখাশুনা করে আসবে। দেরি আর করবো না। প্রসাদের মিষ্টি একটু আধটু ওদিক থেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি নিজেই। তুমি এদিকে ব্যস্তই রয়েছ।"

বিশেষ কিছু বলিবার মত আগ্রহ বা প্রবৃত্তি না থাকিবারই কথা কিন্তু সময় উপলক্ষে দুই একটা শিষ্ট বাক্যে কবিরাজ মহাশয়কে বিদায় দান করিয়া মনির অসমাপ্ত কার্য্যের দিকে আত্মনিবেশ করিল। বেশী কিছু বাকি ছিল না। যাহা ছিল তাহার জন্য লোকও ছিল প্রচুর, বিশেষতঃ মাষ্টার। রুগ্নকায় সাকরেদটাকে কোন প্রকার শ্রমের দিকে যাইতে দেন নাই। মনির কতকটা অন্তরালের দিকে রক্ষিত একটা আসন গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল।

চিন্তা ছিল যথেষ্ট—তবে অন্যদিকে। আসল কাযে যোগদানের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সে করিয়াই লইয়াছিল যথাযথরূপে যথাসময়ে।

সুন্দরীর বিবাহ লইয়া সে একটা উপন্যাসের মত কল্পনা এক কালে করিয়া রাখিয়াছিল। সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার মত শক্তি ও প্রাণ তাহার খুবই ছিল কিন্তু সে কল্পনায় স্বার্থহীন স্নেহের অভিযান মর্ম্মান্তিকরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া এখন ভিন্নমুখী হইয়াছে। সে কৃতসঙ্কল্প। একটা নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রতিকুল চক্রান্তকে থেকাইতে না পারিয়া ধিক্কার যাহা একবার উদ্রিক্ত হইয়াছিল তাহা দারুণ অভিমানের চাপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ চক্রান্ত যে জয়ী হইতে পারিতেছে তাহার জন্য দায়ী সে নহে, অন্য পক্ষ।

অন্যকার দেখা শুনার ব্যাপারে কবিরাজ যে তাহাদের সমাগম প্রকারান্তরে নিষেধ করিয়া গেল তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ হইল না। কিন্তু কে সে কবিরাজ? স্বজন বিরোধ করাইয়া দিয়া আপনাকে এরূপ ভাবে গরীয়ান করিয়া লইতেছে নির্ব্বিরোধে। এই প্রকারের দেখা শুনার সহিত সুন্দরীর আসা যাওয়ার কি সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার মত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ইতি পূর্ব্বে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মস্তক অবনমিত করিয়া রাখিয়া এই ষড়যন্ত্রকে সফল হইতে দেওয়া নিতান্ত অসহনীয়। তবে না,

সেদিক দিয়া সে যাইতে প্রস্তুত নহে। সঙ্কল্পের নিকট সে কখন বিদ্রোহী হইতে শিখে নাই তবে চক্রান্তকারীকে খর্ব্ব করিবার যে একটা উল্লাস আছে তাহা লাভ করিবার প্রলোভনকে সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কার্য্যে সে বাধা দিবে না বস্তুতঃই।

অন্দরে মাতার নিকট দু-একটা আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় কথার পর সে জানাইল "সুন্দরীকে কারা দেখতে এসেছে আমাদের কিছু না কিছু কর্ত্তব্য আছে অবশ্যই। আমি ফিরে আসব এখনই। এদিককার যাহা কিছু গুছান হয়ে গেছে।"

মাতা কিছু বলিবার মত অবসর পাইলেন না। দু-চার দিনের পরই তাহাকে কাছ-ছাড়া করিয়া দূর হইতে দূরে পাঠাইতে হইবে। একমাত্র বন্ধন সে জীবনের। মায়ের মন খুব কাতর হইয়াই পড়িতেছিল।

কেদার কবিরাজ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া একবার অন্দরে একবার বাহিরে, আবশ্যক না থাকিলেও যাতায়াত লাগাইয়া দিয়া ছিলেন। পাত্র নিজে আসিবে একথা তিনি অগ্রেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পাত্র যখন আসিল না তখনও তিনি আদৌ মুষড়িয়া পড়িলেন না। বুঝাইয়া দিলেন হাজার হউক বনিয়াদি ঘর এখনকার ঐ বে-থাপ্পা রকমের চাল-চলন, বকাটে ছেলেগুলার খেয়াল মত কার্য্যে তাঁহারা রাজি নন বড় একটা। বিশেষতঃ ভাইটি তাহার

ছেলে মানুষ হইলেও খুব সমঝদার। ঘর-জামাই সম্বন্ধে কোন মতেই ঘাড় পাতিতেছে না।

যাহারা শুনিবার তাহারা শুনিয়া বুঝিল, যে যেরূপ পারিল। যে শুনিল না সে বুঝি শুনিতেও চায় না।

পাত্রী দেখার ব্যাপার তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহাকে লইয়া এই আয়োজন সে আপনাকে কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া পরীক্ষার জন্য বসিয়াছিল। পরীক্ষক অন্দরের দিকে আসিয়াছিলেন এবং পরীক্ষিতের চক্ষে একটা রূপ ও গুণের যোগ্য সমাদরকারী, সৌম্য শিষ্ট যুবকের ছায়া চিত্রিত করিয়া দিয়া বহির্বাটীতে পরীক্ষার অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করতঃ সকলের সাধুবাদ অর্জ্জন করিতেছিলেন।

মনির বহির্বাটীর জন-সমাগমের দিকে বড় একটা লক্ষ্য না করিয়া একেবারে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। কবিরাজের চক্ষু অবশ্য সতর্ক ছিল। এরূপ একটা আশঙ্কা তাহার কতকটা ছিলই। কি জানি কিছু একটা ব্যাঘাত বা ঘটিয়া উঠে, এতটা করিয়া করুমিয়া।

সুন্দরীর মাতা শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে ছিলেন, আকাশ ও পাতাল। কি জানি কি হইতেছে। পাত্রী পছন্দ হইয়াছে, একথা তাঁহার কাছে কবিরাজ পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে যথা সময়ে। কিন্তু ওপক্ষের সঙ্গে কথা বলিবার মত এক কবিরাজ ছাড়া আর যে কেহ নাই, একেবারেই নাই। হা দূরাদৃষ্ট!

"এই যে বাবা মনির একটু উঠে বসি।"

সুন্দরী অদূরেই ছিল। একবার "মনি-দা" বলিয়া মাতার পদতলে অশ্রুসিক্ত করিল—কেন সেও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

তের

পরীক্ষক ও পরীক্ষিতের মধ্যে ক্রয় বিক্রয়ের পরিকল্পনা লইয়া ক্রেতা নিজেই আসিতেছেন একথা সুন্দরী অগ্রেই শুনিয়াছিল এবং পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইহাও পরীক্ষিতের অবিদিত রহিল না।

নারীত্বের সফলতা সাধারণতঃ এইরূপ মহাসংযোগের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে, বটে, কিন্তু তাহার অনুভব বড় একটা এদিক দিয়া চলাফেরা করিত না। চাচীমা ও তাঁহার ছেলেটার স্নেহ ভালবাসা লইয়া যাহার দেহ মন পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাকে এইরূপ ভাবে সমর্পিত করিবার মত অভিনয় আয়োজনের জন্য রোগ শয্যার অন্তঃরাল হইতে একটা বিরাট মাতৃস্নেহ উদগ্রীব হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিত না। আজ যখন সেটা অনিবার্য্য এবং আশু সম্ভাবী বলিয়া আর কোন বিসম্বাদ রহিল না তখন শুধু ইহাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে এই অভিনয়

কার্য্যে তাহাকে সাজ-শয্যাযুক্ত পুত্তলির মত মূক অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে। এই মহাপর্ব্বের মধ্যে যিনি নায়ক তাঁহার চরণে চির জীবনের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে হইবে অথচ কিঞ্চিৎমাত্রও মঙ্গলামঙ্গল বিচারের অধিকার নাই। এমনই যদি ব্যবস্থা হয় তবে ত দেখা যায় যাঁহারা আপনার জন তাঁহাদের প্রভুত আধিপত্য অগ্রণী হইয়া সকল কার্য্য সমাধা করে। কই মনিদা বা চাচীমা এই ব্যাপারে কোন রকম দখলই পাইলেন না। ইহাই তাহার নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি? যিনি আসিয়াছিলেন ওপক্ষে, দেখা গেল, তিনি সর্ব্বময়কর্ত্তা, ইহাওকি কতকটা বিচিত্র নহে? কিন্তু সে পক্ষের দিক দিয়া বিচার করিলে একটা কথা এই যে যাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন। এপক্ষে একেবারে অন্যরূপ। হইবার যাহা তাহা ত হইতেই চলিল। মনিদা যদি আসিলেন কথাবার্ত্তায় কোন প্রকার যোগদানই করিলেন না। তাঁহার অভিমান সে ভালরূপই মালুম করিয়া রাখিয়াছে আবহমানকাল হইতে। অযাচিতভাবে তিনি কেন ইহাতে হস্তার্পণ করিতে যাইবেন।

পরীক্ষক চলিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আকাশ ও পাতাল। পরীক্ষার ফলে তাহার মনে যতটুকু আঁচ লাগিয়াছিল তাহা মনিরের আবির্ভাবজনিত হৃদয়াবেগে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম হইল কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া আবার যেন কি একটা তাহার

মধ্যে নাড়াচাড়া দিতে লাগিল একটু আধটু। যিনি আসিয়াছিলেন তিনি কি ভাবিয়া কিসের জন্য একেবারে তাহাকে মনঃপূত বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন? কি এমন তাহার আছে যাহা তাঁহার চক্ষে এরূপ অনুকূলভাবে ফুটিয়া উঠিল। যাঁহার এত বড় মন তাঁহাকে মনের আসনে স্থান না দিলে একটা ঘোরতর অবিচার হইবে অবশ্যই। কিন্তু চাচীমা ও মনিদার অনুমোদন বিরহিত বলিয়া, আসনটা নিঃসঙ্কোচে পাতা যাইতেছে না—এই বিড়ম্বনা।

———

চৌদ্দ

সকল কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আগামী কল্য শুক্রবার, মনিরের প্রবাস যাত্রার দিন, সুদূর আলীগড়ে। বহুকষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া মাতা এই বিচ্ছেদ ব্যবস্থার সকল আয়োজন করিয়া দিতেছেন। মাষ্টার এখান হইতে সঙ্গে যাইবেন, ফিরিয়া আসিয়া এবাটীতেই থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শুধু মাষ্টারের মত ছিলেন না তিনি সুতরাং থাকিবার আবশ্যক আছে যথেষ্টই।

সুন্দরী সকল কথা অবগত ছিল যদিও দেখাশুনার পর কেদার কবিরাজের নির্ব্বন্ধে চাচীমাসন্দর্শন কম হইয়া গিয়াছিল একপ্রকার। মেয়ে যখন পরের হইতে চলিল আর অবাধ গতিবিধি চলিতে পারে না বিশেষতঃ ডাগরটী হইয়াছে সে।

কতদিনের জন্য যাইতেছেন কে জানে। অথচ যাত্রাকালে সে একটা বিদায়ের দেখা পাইবে না ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতর আর কি হইতে পারে। চাচীমার বিরাট স্নেহ। সবই এইরূপ নির্ম্মমভাবে খর্ব্ব করা হইবে কি জন্য। একসময়ে কথা প্রসঙ্গে

তিনি বলিয়াছিলেন, মনিদা তোর কলেজে চলিয়া গেলে তোকে নিয়েই থাক্‌তে হবে সুন্দরী, মা আমার—বলিয়া কি স্নেহচুম্বনই করিয়াছিলেন। সেকথা সে ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না।

মনিদা কি আসিবেন? এরূপ আশা একেবারে অযথা, বিশেষতঃ মনিদাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। তিনি আসিবেন না। একবার মনে করিল মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করে, কি কর্ত্তব্য। কিন্তু সেও বৃথা। তিনিত সাত পাঁচ কোন কিছুরই মীমাংসা করিতে পারেন না ইদানিং।

কত কথা মনে পড়িতে লাগিল একে একে। একদিন বা দুইদিন নয়। এক দোলায় লালিত হইয়াছে একপ্রকার তাহারা। একবাড়ী বলিলেই হয়, তবু আজ ব্যবস্থা বিড়ম্বনায় এতটা ব্যবধান হইয়া যাইতেছে। দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী বাগানের বেষ্টন মাত্র একটা দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে নচেৎ ঐত সেই আকাশতলচুম্বী ধবল সৌধচূড়া। ঐ বাগানের মধ্যে তাহাদের দুই জনে একত্রযোগে কতরকমের কাজ।

ওখানটায় ফুলের কেয়ারি, মালি হতচ্ছাড়া, সাধ্য কি এমন করিয়া রচনা করে। এইখানে সেই কাবলী কলার সারী যাহা লইয়া মনিদার সঙ্গে তাহার কত মতভেদ হইয়াছিল। এতটুকু গাছে ফল হইবে, রং হইবে না, অথচ পাকিয়া যাইবে, ইহা সে আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কাশীর পেয়ারা বাজলায়

হইতে যাইবে কেন, ওত এদেশেরই ফল এতবড় কি হইতে নাই, অথবা এত সুমিষ্ট ? এতটুকু ফলে কাপড় জড়াইয়া এতবড় করিয়া তুলিত তাহারা। এই কিছুকাল অগ্রে যে পেয়ারাগুলি বাঁধিয়া দিয়াছিল, সেগুলি এতদিনে পাড়িয়া লইবার মত হইতে চলিল। কিন্তু বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে সাতজনে। তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেই ফলের দুই দশটা বাঁধিয়া দেয় তাহার মনিদার আসবাব পত্রের সঙ্গে।

ওদিক দিয়া বাগানের একটা পথ ছিল যাহা আপাততঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছে মনিদার অভিমানের দাপটে। সে বাঁধ কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেল; সুন্দরী কোন দ্বিধা না করিয়া প্রবেশদ্বার খোলষা করিয়া লইয়া, অপরাহ্নের ছায়ায় বাগানের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

প্রকাণ্ড বাগান। এপাড়া ওপাড়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পেয়ারার গাছগুলা আবার সেই প্রান্তে, বাগানওয়ালাদের বাসগৃহের কাছাকাছি কতকটা।

দ্বিতলের উপর দিকটা হইতে মনির দেখিল মালি বেটা গাছের উপর সেই পেয়ারাগুলি একে একে কবলস্থ করিতেছে যেগুলি সে সুন্দরীর সহযোগিতায় বড় করিবার জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পাড়িবার মত পরিপক্ক হইলেও সহযোগীর অভাবে সেগুলিকে সে ঐভাবেই থাকিতে দিয়াছিল। সুযোগ হইলে পাড়িবে নচেৎ

গাছেই থাকিয়া যাইবে। সেগুলিতে তাহার একার অধিকার নাই কোন মতে যদিও সে বাগানের অধিকারী।

মালি হতভাগা সেগুলি আত্মসাৎ করিতেছে বোধ হয়; তাহা না হইলেও যাহাতে সে নিজে হস্তার্পণ করিতে পারে নাই সেগুলা বিনা অনুমতিতে বৃন্তচ্যুত করিতেছে কি জন্য। খুব রুষ্ট হইয়া মনির বাগানের দিকে নামিয়া আসিল।

"আমি এগুলো পাড়তে বলেছি, তোমার সঙ্গে দিব, তাই এসেছি মনিদা। তুমি এতদিনের জন্য যাচ্ছ সেই অতদূরে, আমাদের ওদিকে আসলে না একবার।"

সে আর বলিতে পারিল না, সেই বা কেন আসে নাই। জবাব থাকিলেও সে উচ্চারণ করিতে প্রস্তুত ছিল না তার মনিদা সমক্ষে।

"আমি গেলামই বা, তোমাদের কি তাতে।" এতবড় একটা কথা এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া মনির ভিতরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল।

"এতে আর দোষের এত কি আছে বাবা মনির। যে যতই বলুক তোমাদের সুন্দর জোড়। জাতের বড়াই যে যতই করুক তোমার মত ছেলে কয়টা আছে কোথায়? আর মেয়েটাও একেবারে মনির-অন্ত তাহা কি জানিনা আমরা।"

গিরিবালা উপসের স্নান করিবার জন্য বাগানের উপকূলস্থ পথ

দিয়া মীরপুকুরের পাড়ে উঠিয়া পড়িয়াছিল। সে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল প্রবাস যাত্রার অগ্রে এ একটা অভিসার।

আর কোন কথা শুনা গেল না, যে যাহার পথে চলিয়া গেল স্ব স্ব হৃদয়ের উদ্বেগ ও আলোচনা লইয়া।

পনের

সেতারা আসিয়াছিল মায়ের সঙ্গে বড়মার মিলাদ শরিফের নিমন্ত্রণে। এতদুপলক্ষে আরও একবার তাহারা আসিয়াছিল, সে আজ কয়েক বৎসরের কথা।

একমাত্র সন্তান। পিতার অকাল মৃত্যুতে মাতা, স্বামীর একমাত্র দানস্বরূপ তাহাকে বুকে ধরিয়া, একপ্রকার একাকীই এইরূপভাবে পৃথিবীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লোকে বুঝিত সেরূপ আত্মনির্ভরশীলা রমণী দুনিয়ায় দুর্লভ। স্বামী খুব শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। অধিকন্তু পৈত্রিক কিছু ছিল সুতরাং আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া স্ত্রী কন্যাকে তিনি নিঃস্ব রাখিয়া যান নাই। কিন্তু স্ত্রীটীকে শিক্ষাগৌরবে এরূপ মহিয়সী করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই তাঁহার মনে এই চিন্তার প্রাদুর্ভাব লাভ করিল যে কেমন করিয়া তিনি স্বামীর স্মৃতি-মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন। শেষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এই হইল যে স্ত্রীশিক্ষার অনুষ্ঠানস্বরূপ একটা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, অবশ্য স্বামীর

নাম সংযুক্ত। স্ত্রী-শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার একটা আদর্শ তিনি স্বামীর নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন সুতরাং এই ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করিল।

স্কুল পরিচালনার মুখ্যভার নিজের উপর লইয়াছিলেন সুতরাং স্কুলগৃহে অবস্থিতি অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যা কাছেই থাকিত এবং মাতার অনুরূপ শিক্ষাই পাইয়া যাইতেছিল।

এবারকার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বড়মা জিদ করিয়া ধরিয়া বসিলেন, মেয়েটিকে রাখিয়া যাইতে হইবে তাঁহার কাছে। পরিমিত শিক্ষা তার হইয়াছে, আর যাহা কিছু আবশ্যক এখানেই তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে, যেমন করিয়া যত ব্যয়ই হউক। দূর সম্পর্কীয় ভগ্নী হইলেও মেয়েটি তাঁহাকে বড়মা বলিয়া আপ্যায়িত করিত। তাহার উপর জোর সর্ব্বপ্রকারেই চলিতে পারে। কোন ওজরই শুনিলেন না তিনি। মাতাও সম্মতি প্রকাশ করিলেন অগত্যা। কি জানি কপালে যদি কিছু একটা লেখা থাকে।

সুতরাং সেতারা থাকিয়া গেল বড়মার কাছে। বড় শিষ্ট সৌষ্টবশীল সম্ভ্রমজ্ঞানযুক্ত বালিকা সে। গায়ের রংয়ে ঠিক সোণালী আভা না থাকিলেও, তাহার এত উজ্জলতা ছিল যে সুন্দরীর মত সুন্দর মেয়েও চাচীমার কাছে শতরকমে অযাচিতভাবে বলিয়া গিয়াছে কতবার, সেতারা খুব ভাল শতগুণে তাহার চাইতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এবার তাহার যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটিয়া

গিয়াছে। নহিলে কত সুখের রচনা এই সংসারটীর মধ্যে সে করিয়া উঠিতে পারিত। তবু কিন্তু সে দু'চার ঘণ্টার আলাপ আলোচনায় সেতারাকে এমনই আপনার করিয়া তুলিল যে আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইত না। যাইবার আগে সে শুধু নানারকমে বুঝাইয়া গেল কি করিয়া মনিদার মন রক্ষা করিবার মত এই সংসারটীর মধ্যে গুছাইয়া লইতে হইবে। সেতারা তাহার গরজ বুঝিল এবং সকলি শুনিয়া গেল। শেষে শুনাইয়া দিল—তাঁহার সঙ্গে আমারত বড় একটা সম্বন্ধ নাই। সাম্‌নে যাইতে হয় না। আবশ্যকই বা কি, বড়মার যেন সেই রকমই অনুশাসন।

সুন্দরী কতকটা বিস্মিত হইল। বালিকা ত বটেই। না হয় একটু ডাগরটী দেখায়। এত আপনার জনের কাছে এরূপ সন্তর্পণ বেক্ষাপ্পা বোধ হইল খুবই তাহার কাছে। সম্ভ্রম-জ্ঞান তাহারও আছে যথেষ্ঠ। অথচ এ মেয়েটীর আদব ও আদর্শ একেবারে অন্যবিধ। নামাজ ত আছেই আবার উপবাস কিসের জন্য এত। তাহাদের ত এত নিত্তনৈমিত্তিক নাই এমন বয়সে। কতকটা যেন বাড়াবাড়ি বোধ হইল তাহার কাছে।

আর যাহাই হউক মনিদার সমক্ষে তাহাকে আনিতেই হইবে। একেবারে এতটা বিচ্ছিন্ন ভাবের কোন আবশ্যকতা নাই, এটা তাহার একটা খেয়াল হইলেও খুব জাঁকাল রকমে তাহাকে পাইয়া

বসিল। তারা তিনটীতে কি জন্য একস্থানে উঠিতে বসিতে পাইবে না। এ বাঁধ সে ভাঙ্গিবেই আর একদিন।

সেইদিন আসিল। সেতারা অপরাহ্ণে নামাজে দাঁড়াইয়াছে সুন্দরা সন্ধ্যার আগেই ফিরিয়া যাইবে সুতরাং সুযোগের জন্য কতকটা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

"সুন্দরী তুই ওদিকটায় আছিস আমার এই জামা দুটার বোতাম—"

"আমি একটু পরে যাব, এখানে দাও তাড়াতাড়ি যদি দরকার থাকে তোমার।"

মনির মনে করে নাই সুন্দরী বসিয়া আছে নামাজের আসনের কাছে। জামাটা গায়েই কতকটা দেওয়া ছিল। খুলিয়া দিতে অগ্রসর হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইল। সুন্দরী জানিত নামাজের আসন ছাড়িয়া পলাইবার উপায় নাই। মনির দেখিল—অস্পষ্ট, অবরোধের মধ্য দিয়া—তাহার চক্ষে দুনিয়ার এ নূতন আলোক!

নামাজ শেষ হইল। সেতারার চক্ষু দুটা যেন একটু ভার ভার। সুন্দরীর স্নেহালিঙ্গনে সেভাব কিন্তু কোথায় উবিয়া গেল ফুৎকারের সমক্ষে স্ফুলিঙ্গের প্রায়।

ইহার পর দুইজনের সন্তর্পণ বাড়িয়া গিয়াছিল খুবই। সুন্দরীর সমাগম অতঃপর একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কবিরাজের তাড়নায়। যাত্রার পূর্ব্বকার দিনে, বাগানের মধ্যের সাক্ষাৎ, অসাক্ষাতের অধিক ফলাফল সংঘঠন করিয়াছিল। মনির

যখন মায়ের পায়ে বিদায়ের অভিবাদন করিল তখন সুন্দরী ছিল না—আর যদি কেহ সে বিদায়ের ব্যথায় আকুল হইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। অভিবাদনকারীর মনও কাহারও জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ।

ষোল

গিরিবালা যেন একটা কাঁদুনীর সুরে বলিয়া বসিল "সবই একে একে খোয়ালুম পোড়া পেটের দায়ে। কারবারেত আর কিছু ছাই ভস্ম নেই, তাগা গাছটা রেখে নাও মেজগিন্নী। অনেক দিনকার টাকা কটা তোমার। এমনি রেখে আর মুখ দেখাই কি করে। তুমিত আর সুদের কড়ি নেবে না তাহলেও বা থাকত আরও কতকদিন।"

গৃহিনী বসিয়াছিলেন দালানের একপ্রান্তে। সন্ধ্যার একটু দেরী ছিল। সেতারা নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। গয়লা বউয়ের সংস্রবে বড় একটা সে আসিত না সুতরাং এদিকে ঘেঁসিল না।

তাগা গাছটা এবার মেজগিন্নী তুলিয়া লইলেন অন্যবারের মত প্রত্যাখ্যান করিলেন না।

গিরিবালা প্রমাদ গণিল। বড় সেয়ানা কিন্তু সে। অন্য পক্ষ বুঝিতে পারিবে এমন কিছু দেখাইল না।

•

"দুদণ্ড তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা কইব এমন সাবকাশ করে উঠ্‌তে পারিনি মেজগিন্নী। আর বড়ই দুঃশ্চিন্তায় আছি— অভাগী ঐ মেয়েটার জন্য। তোমার কাছে আসতে সে কত চায়। আগে আসিত কতবার। কিন্তু আর এপাড়া সেপাড়া ভাল দেখায় না। তোমাকে আর বুঝাব কত কথায়! শুনূচ না ঐ সুন্দরীর কত কুৎসা। মেয়ে পার করাই দায় হয়ে উঠেছে। এবার একটা বন্দোবস্ত হয়ে এসেছে বটে তাতেও আবার কতরকম শুনছি।"

"আবার কি শুন্‌ছ। পাকাপাকি বন্দোবস্ত ত হয়েই গিয়েছে একরকম।"

"লোকের মুখে তবু কথার অভাব নাই। নূতন একটা রটান হচ্ছে, যে ওমেয়ের ত আর জাত নেই, বামুনের ঘরে জন্মে তোমাদের এখানে ঐ যে কল্‌মা না-কি পড়েছে। আর কি লোকের ঘুম আছে। সে নিজেই নাকি বড়াই করে রটিয়ে বেড়ায়, তোমার বন্‌ঝি মেয়েটার কাছে সে নামাজের সব কল্‌মা শিখে নিতে আরম্ভ করেছে।"

আসল কথাটা কি বুঝিতে বাকি রহিল না। মেজগিন্নী একটু হাসিলেন শুষ্ক, বিরসভাবে। মেয়েটার অনর্থের জন্য দেশের লোকগুলা যেন জোট পাকাইয়া বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। অথচ তাঁহারাও ত কিছু করিতে পারিতেছেন না।

"উঠলাম এখন গয়লাবউ, নামাজের সময় হয়ে এসেছে। আবার এস, আর নিয়ে যাও তোমার এই গহনা। টাকা শোধ করো সুবিধা মত।"

স্বচ্ছন্দমনে তাগা যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া গিরিবালা বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া আসিল যেখানে মাষ্টারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে প্রয়োজন মত।

"বলতে ভরসা হচ্ছে না ওগো ভালমানুসের ছেলে, মেয়েটা রোগে রোগে কালি হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় না আর তার দিকে। সোণার বরণ তুমিত দেখেছ কতবার। আজ কয়দিন থেকে যেন কিরকম হয়ে গেছে একেবারে। দুটাহাতে ধচ্ছি বাপু আমার, আজ যদি একবার ভাল করে একজামিন করে দেখে এস তুমি, গরীবের প্রতি দয়া করে। তোমার ওষুধই খাটে ঠিক তার, আর কারও ব্যবস্থা সেত নেয় না। এতটা তাকে নিয়ে আসতে আর মন চায় না তাই বলছি বাছা কষ্ট যদি কর একটু।"

মাষ্টার ঠিক এরূপ ধরনের ডাক্তারি করিয়া উঠিতে পারেন নাই বড় একটা। বিশেষতঃ তিনি নিঃস্বার্থ লোকসেবাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এরকম নিঃসহায় স্ত্রীলোকের সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। গিরিবালা সম্মতি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রগামিনী হইল। ডাক্তার যাইবেন কিছুক্ষণ পরে।

পরীক্ষার ফলে বিশেষ কোন একটা রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাইল

না। যদিও মাতা দাপট করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন ওর ঐরকম রোগ, ধরতে পারা যাচ্ছে না বলিয়াইত আরও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া পড়িতেছে।

প্রশ্নের উত্তরে রোগিনী শুধু ইহাই বলিল, সেত এখন ভালই আছে, মা তাঁহাকে কি জন্য এত কষ্ট দিলেন, তিনিই বলিতে পারেন।

সে সময় গিরিবালা গিয়াছিল বাহিরের দিকে আগন্তুকের জন্য একটু ব্যবস্থা করিতে জলযোগের, যদি তিনি গ্রহণ করেন দয়া করিয়া।

তবুও ডাক্তার বলিয়া আসিলেন একটা শিশির কথা।

পরদিন প্রাতে গিরিবালা দুইটী হাত ধরিয়া অশ্রুসিক্তমুখে তাহার আবেদন পেশ করিয়া আসিল—মেয়েটার একটা উপায় কত্তে হবে যেমন করে সে ভাল বোধ করে।

মাষ্টার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শ্রীনিবাস সরকার তাহার খোঁজ খবরের ফলাফল অন্দরে বলিয়া পাঠাইতেছে। কেদার কবিরাজ যে পাত্র জুটাইয়াছেন তিনি যাত্রা থিয়েটার করিয়া বাপের যাহা কিছু সব নিঃশেষ করিয়াছেন। অধুনা গ্রামের অ্যামেচার পার্টিতে গাঁজা এবং সময় মত "দুর্গাদাস" ও "হরিরাজ" সাজিয়া থাকেন। দুবেলা দুটার ব্যবস্থা হইয়া থাকে ঐ জ্যাঠতুতো ভাইটীর অনুকম্পায়, যিনি সুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন

একরকম বরকর্ত্তার মত। বিবাহে তিনি বীতরাগ; কিন্তু ভাইটীর তাঁহার একান্ত চেষ্টা যদি তাঁহাকে সুপথে আনিতে পারা যায় কোন প্রকারে বিবাহাদির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া।

সতের

"ওতো মরতেই এগুচ্ছে মা আমার, মাঝে মাঝে আসতে হয় কে আর আছে আপনার বলতে। আমারও যে আর শেষ হচ্ছে না"। বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিয়াছিল আপনা হইতেই।

সুন্দরী চাচীমার আকস্মিক আবির্ভাবে আত্মহারা হইয়াছিল। তাহার চোখ দুটা জলে ছলছল হইয়া উঠিল।

মা উঠিয়া বসিলেন।

"এস দিদি যদিও এতদিনের পর। তোমাকে আর বলি কোন মুখে, মেয়েটা যাওয়া আসা করছিল, একরকম বন্ধই হয়েছে সাতজনের সাতকথায়। অথচ তোমরা না দেখলে নিশ্চিন্তও হতে পাচ্ছিনি মেজ-দি।"

"মনির চলে গেছে। সে অবিশ্যি সকলি করে উঠতো সময় ও দস্তর মত। কতদূর আর করতে পারি, আমরা মেয়ে মানুষতো বটে—"

"ঐ যা নির্ভর কবরেজ-দার উপর। ওবাটীর ওঁরা ত একরকম

নির্লিপ্ত। পুরা দুই হাজারের উপর আরও হাজার টাকার গহনা ইত্যাদিতে। পয়সা যা হোক ওদেরি জন্য। কিন্তু ছেলেটার কথা বেশী কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না ভাল করে।"

"আমারও বড় ভাল লাগছে না যেমন শুনছি সবরকমে। মেজকর্ত্তা যদি খোঁজ খবরটা করতেন ভাল করে। তাঁরিত করা উচিত দেখাশুনা সববিষয়ে এবং সবরকমে। আমি তাঁকে বলে পাঠাচ্ছি অমত যদি না কর তোমরা।"

"তোমার কাজে অমত করব কিসের জন্য। কিন্তু কথাত্তি পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে সবই একরকম। এই মাসের আর এই কটাদিন পরে। আশীর্ব্বাদ সেই দিনই হয়ে গিয়েছে ওদিকে কবিরাজ-দা গিয়েছিলেন। এঁরা রাজি হন নাই।"

"একেবারে পাকাপাকি, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি! যতই হোক না কেন সরকার মশায়কে পাঠাব মেজকর্ত্তার নিকট আজই। কি বীভৎস ব্যাপার। এতবড় একটা কাজে যা কচ্ছেন সর্ব্বেসর্ব্বা ঐ কবিরাজ।"

পাশের বাটীতে কবিরাজের কলরব শোনা গেল। অতঃপর তিনি এদিকে আসিবেন নিশ্চয়ই সুতরাং ছুটিয়া গিয়া সুন্দরী আপনাদের সদরটা বন্ধ করিয়া আসিল। একটু উৎকণ্ঠার কারণ হইল—চাচীমাদের বাটীর যে লেহাজ। যে যতই আপনার হোক না কেন বাটীর মধ্যে ইনি থাকিতে কবিরাজের আবির্ভাব আদৌ ভাল দেখাইবে না।

পরক্ষণেই কবিরাজের সাড়া পাওয়া গেল সদরের দিকে। দ্বার অর্গলবদ্ধ। ঘটকপ্রবর অবরোধের ধূয়ায়, তিলকে তাল করিয়া লইয়া তুমুল বাধাইবেন, কন্যাপক্ষ এরূপ প্রমাদও গণিলেন।

আগন্তুকের পাল্‌কি দেউড়িতে লাগান হইল। সন্ধ্যার নামাজের আর দেরি ছিল না।

"সেতারা কেন আসবে না যেখানে তার বড়মা আস্‌তে পারেন।"

"পরের মেয়ে সে যে, আবার পরের ঘরের জন্যত ভাবতে হয়। তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না সুন্দরী, তার জন্যে।"

পালকি ফিরিয়া গেলে কবিরাজ আসিলেন অন্দরের দিকে মুখখানা খুব ভার করিয়া। কাটিলে হয় এই কয়টা দিন কোন প্রকারে। মীর গোষ্ঠীর মুরব্বিয়ানায় হয়ত পণ্ড হইতে পারে এত সব সরঞ্জাম।

আত্মগোপন কবিরাজের খুব সহজসাধ্য, একরকম প্রকৃতি-গত, সুতরাং আপনার কর্তৃত্বের ভাগ বজায় রাখিতে তাঁহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

"তবুও করতে হবে সবই আমাকে, সহ্য করে এসব অবজ্ঞা। পেরেও ত আর উঠছি না সকল দিকে ঠেকাতে এত নজর রেখেও। তারা ত একরকম পিছিয়েই গিয়েছিল। আরও পাঁচ শো'তে রাজি হয়ে কোন রকমে ফিরিয়ে এনেছি।

টাকা আর কিসের জন্য। কাজটা কোন রকমে হাসিল করতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। ঐ যে সেই কলমা পড়ার কথা—তা শুনেও কি হিঁদুর ঘরের কেউ এগুতে পারে এসব কাজে। এই কয়টা দিন আর কোন মতেই ওদিকে যেতে দিও না কেষ্ট-দি। ওদের যাতায়াত—কি জানি কি লিখেছেন ভবিতব্য।"

আঠার

শচীন এতবড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে শুধু কুল মর্য্যাদার কালিমা মোচনের প্রচেষ্টায়। গ্রামের মধ্যে তাহারা বনিয়াদি ঘর, সম্রান্ত এবং এককালে বেশ শ্রীসম্পন্ন ছিল। আধুনিক শিক্ষায় সে-ই কতকটা আপনাকে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে, একেবারে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতার বলে। নইলে বি, এ, পাশ করিবার মত সংস্থান তাহাদের ছিল না ইদানিং। অজয় তাহার সহোদর না হইলেও বংশগৌরবের খাতিরে সে তাহার এই অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব সংশোধন করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিল। কোন চেষ্টাই এতাবতকাল সফল হয় নাই। আপাততঃ সে স্থির করিয়াছিল কোনরূপে বন্ধনযুক্ত করিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। কলিকাতার দিকে কোন একটা কাজকর্ম্মের জন্যও সে চেষ্টা করিয়াছিল বহুবার কিন্তু এরূপ বিদ্যাবুদ্ধিতে চাকুরি জুটিবে কেমন করিয়া। ঘর-জামাইয়ের ব্যবস্থায় এই যে একটা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ জুটিয়া

গিয়াছে, পূর্ব্বপুরুষদিগের সুকৃতির বলে তাহার জন্য সে ভগবানের নিকট বিশিষ্টভাবে কৃতজ্ঞ কিন্তু ভবিষ্যৎ যে মঙ্গলজনক এমনই বা কে বলিতে পারে। বরং অজয়ের বিতৃষ্ণাভাবে চিন্তারই কারণ হইয়া পড়িয়াছে। একটা অসহায়া বালিকার দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে আশঙ্কা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এতবড় একটা কার্য্যে এরূপভাবে আত্মনিয়োগ তাহার পক্ষে কতকটা অতিশয়তা হইয়াছে বলিয়া সে কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু অগ্রসর হইয়াছে সে চূড়ান্তের দিকে। এখন আর নিবৃত্ত হইবার উপায় নাই।

অন্য পক্ষ সম্বন্ধে সে নিজে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহার এই কার্য্যের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে এক নিঃসহায় নারীপ্রধান সংসারের সুখ দুঃখ। বিশেষতঃ সেই পিতৃহীনার অভিভাবক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ কথারও রটনা আছে যদিও সে রটনার ভিত্তিতে প্রত্যয় করিবার মত কিছু শচীনের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের এবিষয়ে বিশেষ কোন সংস্রব দেখা গেল না। কারণ অবশ্য সে কতকটা অনুভব করিয়া লইয়াছিল যাহার জন্য তাঁহাদের দেখা পাওয়া যাইতেছে না প্রত্যক্ষভাবে। উদ্দেশ্য তাহার সাধু হইতেও সাধুতর। তাই সে মন ধরিয়া সকলি করিয়া যাইতেছে অনন্যোসহায়ে।

অজয় শুধু অভিরামপুরের পাত্রী দর্শনের বন্দোবস্তে যোগদান,

করে নাই এমন নহে। যখন পাকাপাকি দেখার ব্যাপার শেষ হইয়া গেল তাহার পর হইতেও তাহাকে কোনরূপে আপনাকে এই বৃহৎ কার্য্যের অনুরূপ গুছাইয়া লইতে উদগ্রীব দেখা গেল না। অ্যামেচার পার্টিতে যাতায়াত এবং শুধু দুবেলা দুমুঠার জন্ত গৃহে আগমন পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। অধিকন্তু আর এক জঞ্জাল ঘটিয়া উঠিল, আশীর্ব্বাদের আশরফি উপলক্ষ করিয়া। দুই একদিনের যুক্তিতর্ক এবং কৈফিয়ৎ তাহার সহচরবর্গকে নিরস্ত করিতে পারিল না। এতগুলা পণের টাকা পাইতেছে সে। অগ্রিম আদায়ের চুক্তি আছে। সুতরাং এতবড় একটা মাতব্বর মেম্বরের পরিণয় ব্যাপারে যদি স্মরণযোগ্য কিছু হাত করিতে না পারা গেল, তবে সকলই বৃথা। সহযোগিগণ খুব পিড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। একদিন অজয় শচীনের নিকট স্পষ্টই দাবী করিয়া বসিল—ক্লাবের চাঁদা সে বহুদিন যাবৎ যোগাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিছু টাকা তাহার হাতে না দিলে মানরক্ষার কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

শচীন কিন্তু এরূপ অপব্যয়ে কিছুতেই ঘাড় পাতিতে পারিল না।

অজয় ক্ষুন্ন হইল এবং বিপদগ্রস্তও বটে। মানসম্ভ্রম বজায় থাকিবে কি করিয়া, যে পার্টিতে তিনি ছিলেন একদিন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং এখন আছেন কোন প্রকারে।

ইতিমধ্যে কবিরাজ সকল বন্দোবস্তের চূড়ান্ত করিবার জন্য আসিয়া পড়িলেন। পঁচিশের ত আর কয়দিন মাত্র আছে। তিনি অবারিতভাবে বলিয়া গেলেন পাত্র সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের রটনা প্রচার সম্বন্ধে যাহা শুনা গিয়াছে মোটামুটি সবই সত্য কিন্তু তিনি সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছেন অনেক কিছু করিয়া। শ্রীনিবাস সরকার গ্রামে আসিয়া সকল কথা জানিয়া গিয়াছে এবং মাঁরগিন্নী পাত্রীর জ্যেঠামহাশয়কে ডাকাইয়া এই সম্বন্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার ত কোন হাত নাই। জঞ্জাল ছিল সেই বেখাপ্পা রকমের একগুঁয়ে ছেলেটা মনির। সে পাঠানুরোধে গিয়াছে দূরদেশে। তাহার উপস্থিতিতে কি ঘটিত বলা যায় না। তারই জন্যই ত মেয়েটার এত দুর্দ্দশা। নহিলে এত বড়টী থাকে না অভয় গাঙ্গুলীর একমাত্র সন্তান। যা করেন ভগবান ভালরই জন্যে খব ভাগ্যবান অভয় বাবাজি, যে এমনটি জুটিয়া গেল।

মনিরের জন্য মেয়েটার দুর্দ্দশা, একথায় আরও একটু স্পষ্ট কৈফিয়ৎ শচীন চাহিতেছিল। কিন্তু কবিরাজ অকাতরে বুঝাইয়া দিলেন শুধু মিশামিশি ও ছেলেবেলার খেলাধুলা ব্যতিত ইহার মধ্যে আর কিছু ধর্ত্তব্যের বিষয় থাকিতেই পারে না। ছেলেটার কোন বিসদৃশ ভাব থাকিলেও সেটা অপরিপক্ক বয়সের খেয়াল মাত্র। সে জঞ্জালও অপসারিত। ভালয় ভালয় কাজ সম্পন্ন

হইয়া গেলে সকলে বুঝিবে কি অঘটন ঘটাইল এই কেদার কবিরাজ।

বাবাজিউ অর্থাৎ পাত্র মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছিলেন।

"দুদণ্ড বস্‌লেই বা, বাবাজীবন তোমাদের এই বুড়া স্বজনটার কাছে।"

"আমাদের অভিনয় অতি নিকটে। মহল্লা চলছে রাত্রদিন। আগামী পরশু ড্রেস্ রিহারসেল। যেন পার্ট প্রমথর দ্বারায় ভাল হচ্ছিল না। ম্যানেজার তাকেই সিলেক্ট করেছেন। কিন্তু দুইশত টাকা চাঁদা না ধরে দিলে এই ইজ্জতের স্বার্থকতা থাকতে পারে না কোন মতে। অভিনয়ের ব্যয়ভূষণ এমন নাই লাগুক, কিছু ত দিতেই হবে। সেটার বন্দোবস্ত করতে হবে শচীনের সঙ্গে। অন্যথায় এই বিবাহে মশ নাই আমার কিছুমাত্র।"

উনিশ

কয়েকদিনের অবকাশ উপলক্ষে সেতারার মাতা আসিয়া দেখিলেন মেয়েটী তাহার বড়মার কাছে পাড়াগাঁয়ে, বেশ সুস্থ স্বচ্ছন্দভাবে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতার ঐ কলের ও গ্যাসের আলোর চাকচিক্যে যাঁহারা মজিয়া আছেন, এক প্রকার অনাহার অথবা অযোগ্য আহারে, তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির বালাই লইয়া তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়া থাকুন। মেয়েটীকে তিনি বড়মার আগ্রহশীল অভিভাবকতায় সোপর্দ্দ করিয়া ভালই করিয়াছেন একথার আত্মপ্রসাদে তিনি আপনিই গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন।

সকলরকম বিলি বন্দোবস্তের বাঁধুনি, নিপুণা গৃহিনীর অনুরূপই হইয়াছিল। সেতারা তাহার বড়মার কক্ষেই স্থান পাইয়াছে। মনিরের দিকটার ভার একরকম তাহারি উপর দেওয়া হইয়াছিল— দেখাশুনা, যেখানে যাহা আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আগুলিয়া রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। ছেলেটা তাঁহার বড় সূক্ষ্ম—সমজদার।

চুল চিরিয়া আপনার গণ্ডা বজায় রাখিবে এবং বুঝিয়া লইবে সে পুরাদস্তুর। দুনিয়ায় সে চিনিত কেবলমাত্র মা ও সুন্দরী এবং দুনিয়া এপর্য্যন্ত তাহার কাটিয়াছে ইহাদের লইয়া। পত্রে সে জানাইয়াছে যে তাহার ঘরের দিকটায় মা ব্যতীত আর কেহ যেন হস্তার্পণ না করে বড় একটা। সুন্দরীর সমাগম একপ্রকার রহিত হইয়াছে ইহা সে দেখিয়াই গিয়াছে।

সেতারা কয়েকটা দিন খুসির সঙ্গে কাটাইতেছে খুব। এই গৃহস্থালীতে তাহার গুণপনা বড়মার কল্যাণে অনেক রকমে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সে নানারকমে বুঝাইয়া দিয়াছে তাহার জননীকে এখানে আসিবার পর। কোরাণ পাঠের খতম সে করিয়াছে একাধিকবার। মনোরম তাহার আবৃত্তি শক্তি। সাদীর রচনার ব্যাখ্যা সে বড়মার কাছে এমনভাবে করিয়া থাকে যে বোধ হয় কবি এইরূপ পাঠকের জন্যই রচনা করিয়া আপনাকে সার্থকশ্রম মনে করিতেন। বড়মা তাহার বিস্মিত হইয়াছেন শিক্ষার্থীর গুণপনায়। নানা প্রকারের পাকপ্রণালী সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বড়মার প্রয়াস বাহুল্যে। সুন্দরী আসিলে, সে তাহার গিন্নীপনার চাতুর্য্যে তাহাকে প্রতিহত করিয়া দিবে এরূপ স্পর্দ্ধা সে রাখিতেই পারে। সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল কিন্তু সুযোগ বুঝি আর ঘটিল না।

বড়মা নামাজের পাটীতে বসিয়া আছেন যেন অন্যমনস্কভাবে।

সেতারা আইবুড় ভাতের তত্ত্বের কথাটা পাড়িয়া বসিল। মা চলিয়া যাইবেন আগামী পরশু। তাঁহার বড় ইচ্ছা মায়ের সমক্ষে সারিয়া ফেলে আপনার এবং সকলের ইচ্ছানুরূপ এই মানের ও মনের কাজটা। বড়মারও তাই ইচ্ছা। বিশেষতঃ বনটী তাঁহার সুন্দরীর কথা নানারকমে পরিচয় লইতে ছিলেন, কিন্তু তাহাত হইল না। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাত্রী আনিতে হইবে। নিমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল কোন জবাব আসে নাই সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সুন্দরীর আসা সম্বন্ধে অন্তরায় আছে। কিরূপ তাহা বুঝা দুরূহ হইল না। সেতারা অবশ্য খুবই ভগ্নোৎসাহ হইল। বুঝিল না অত সে। কত বড় বড় ঘরের আইবুড়ভাতে যোগদান করিয়াছে সে। যেখানে এত আত্মীয়তা সেখানে আবার কি অন্তরায় হইল কেমন করিয়া বুঝিবে এত রহস্য ভেদ করিয়া। হইলই বা বিভিন্ন সমাজ।

বড়মা বুঝাইয়া দিলেন আইবুড় ভাতের আয়োজন নিরর্থক। সুতরাং উপঢৌকনের ডালা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে বিবাহের একদিন পূর্ব্বে। সেতারাও পাঠাইবে তাহার মাতার সংগৃহীত সিন্দুরকৌটা তাহার তরফ হইতে।

সেতারার সম্বন্ধে দুই একটা কথা তাহার বড়মার সঙ্গে কহিয়া লইতে হইবে। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে।

সেতারা যেরূপভাবে কাটাইতেছে তাহাতে বলিবার কিছুই

নাই কিন্তু পড়াশুনার কতকটা বাকি রহিয়াছে তজ্জন্য কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক কিছুদিনের জন্য। বড়মা তাহার সম্মত হইবেন অবশ্যই তালিমের অনুরোধে।

"পড়াশুনা যা হয়েছে এবং হচ্ছে তার বেশী আর কিছুর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেও কলিকাতায় পাঠান আর হতে পারে না। লেখাপড়ার যতকিছু সকলইত ঐ গৃহস্থালীর গণ্ডীর ভিতরে। নারীমর্য্যাদা তাহারি মধ্যে ধন্য হবে, এমন শিক্ষা তাহার হয়েছে যথেষ্টই। আর যা, তা বাহুল্যের সামিল বলেই আমার ধারণা সুতরাং এপ্রস্তাব উঠিয়ে নিতে হবে।"

"তুমি যেমন বুঝবে তেমনটী করতে হবে অবশ্যই। তবুও মায়ের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার সীমা থাকে না, তাই বলছিলাম। সেতারা অবশ্য এসম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন। তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

"অবশ্য যদি তাতে ক্ষুন্নতার উদ্রেক না হয় তোমার মধ্যে। আমি যে ভার স্বইচ্ছায় মাথায় করে নিয়েছি তার অযোগ্য আমি হতে পারি, তবুও স্পর্দ্ধা রাখি, নিশ্চয়ই যে, মেয়েটার যোগ্য সমাদর আমি করতে পারবই। মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে সে উঁচু হয়ে উঠবেই উঠবে।"

"তাই হোক খোদার অনুকম্পায় এবং তোমার বুকভরা

অসীম মাতৃস্নেহে। বেড়ে ত সে উঠছেই! অন্য দিকটার ভাবনা আমার বেড়ে উঠছে, সেইজন্য, তোমার চাইতে যদিও বেশী না হতে পারে।"

"সে ভাবনা যার তার আছে উপরে ঐ খোদা। মেয়ে তোমার, আমারও ত কতকটা।"

"কতকটা কেন সম্পূর্ণ "

"তাই পাঁচ বারের নামাজে এবং সময়ে অসময়ে হামেসাই এই যাচনা জাগরূক রয়েছে, সেতারার সীথি সমুজ্জ্বল হোক। আর আমি অব্যক্ত রাখতে পারছি না। সেতারা সম্পূর্ণ আমার, তুমিই বলছিলে। আর তাকে ফিরে পাবে না। পরের জন্য বাড়িয়ে তুলেছি। সে পর যদি আপনার জনের মধ্যে মিলে যায় খুবই ভাল। তাকে আমার এই দীন কুটিরের গৃহিণীস্বরূপে বরণ করে নিয়েছি সেইদিন হতে যেদিন হতে তাকে কলকাতা হতে এনে এখানে রেখে গেলে মিলাদ শরিফ উপলক্ষে। আমাকে ক্ষুন্ন করবে না তুমি কোন প্রকারে এ ভরসা আমার খুবই।"

"কিন্তু।"

"কিন্তু একটা আছে যা তোমার মনে আঁচ লাগিয়েছে। খট্‌কা একটু আমার রয়ে গিয়েছে অনেকদিন হতে, তবে সে ভাবটার গভীরতা নাই বলেও আশা করা যেতে পারে।

ছেলেবেলার মিশামিশি, অবস্থান্তরের সঙ্গে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হবে অবশ্যই। সেওত মেয়েছেলে, দুনিয়ার দস্তুর মত পরের হাতে চলে যাচ্ছে।”

“এই হতভাগিনীর জেন্দেগীর ঐ একমাত্র অবলম্বন। বুঝে মীমাংসা করতে হবে, সে ভারও তোমার। ছেলে যদি মনের ভাব পরিবর্ত্তন না করতে পারে, সেতারা তোমার, অবজ্ঞার মধ্যে হেয় হয়ে থাকবে, এটা তোমার মনেও বিঁধে লাগবে আমার চাইতেও, মনে করে দেখ। আমার বলবার নেই অন্য কিছু।”

বড়মার মনে সে খট্‌কা গাঁথিয়াই ছিল—মনিরের রোগশয্যায় সেই ছবিতোলার দৃশ্য হইতে। কিন্তু সঙ্কল্প তিনি কিছুতেই পরিহার করিতে পারেন না। দেখা যাউক কি আছে কাহার মনে।

——— ——

কুঁড়ে

পাঁচিশের প্রত্যূষে কবিরাজ শুভযাত্রা করিলেন, গাঙ্গুলীগৃহের দিকে গিরিবালার বাড়ী হইয়া। গিরিবালা খুব বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিবাহের চক্রান্তে সে অনেক প্রকার সহায়তা করিয়াছে, নানাদিক দিয়া, সময় অসময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু তাহার ত কোন কিনারাই দেখা যাইতেছে না। সুতরাং কাটাকাটা কয়েকটা কথায় কবিরাজ একটু কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন। গিরিবালাকে তিনি চিনিতেন হয়ত গিরিবালার চাইতেও। সে বিরূপ হইয়াছে, জঞ্জাল হয়ত বাধাইতে পারে।

"তুমি যাবে না গিরিবালা ওদের ওদিকে, একবার যখন হয়, শুধু দেখতেও। কাজটা আজ ভালয় ভালয় চুকিয়ে দাও সকলে পড়ে, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি হপ্তা দুইয়ের মধ্যে এ মেয়েটাকেও পাত্রস্থা করে ফেলব। এই দেখ বামনের এই পৈঁতা। ব্যর্থ হবে না ত এমন কথাবার্তা করে রেখেছি, পাকাপাকি।"

ঐ যজ্ঞোপবীতের জোরেই কবিরাজ অনেক দুঃসময়ে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

গিরিবালা চলিয়া গেল আপনার কাজে।

মীর পরিবারের প্রেরিত বিবাহের সওগাৎ পৌছাইয়া দিয়া শ্রীনিবাস সরকার ফিরিয়া যাইতেছিল। কবিরাজ দেখা দিলেন।

"সরকার মহাশয় এই যে এত সকালে ?"

"নিমন্ত্রণের চিঠি গিয়েছিল এখান হতে আলীগড়ে, খোলসা জবাব এসেছে গত অপরাহ্ণে। নইলে এগুলা কালই আসবার কথা ছিল সুতরাং আজ সকালেই আনতে হল।

মনির আসিবে না এই সংবাদে কবিরাজ খুব উৎফুল্লই হইলেন। বড় একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল আজ কয়েকদিন হইতে। নিমন্ত্রণ রোধ তিনিত আর করিতে পারেন নাই এবং আলীগড়ের একেলায় তাঁহার কোন হাতই ছিল না।

"কত দূর সে এখান হতে! আসব বললেই কি আর হতে পারে। তোমরা আছ কাজটা উদ্ধার করে দাও সকলে দাঁড়িয়ে। তুমিত আস্‌ছ যত সত্বর পার ?"

"আসতে অবিশ্যি হবেই যখন পেরে উঠি। মেজগিন্নী হয়ত আসতে পারেন একবার। ঠিক কিছু জানা যায় নি এখনও।"

কবিরাজ অন্দরে পৌছিলেন।

"পয়সা ওদের অজচ্ছল। বাহুল্য রকমে বড়মানষেত্বা দেখান বইত নয়। এসব না হলেও কি আর বিবাহ আটকে থাকবে। অভয় গাঙ্গুলীর একমাত্র কন্যা। কৌটা ঐটা, সোণার হউক আর যাই হউক এই সিন্দুর যেন ব্যবহার করা না হয় কোন প্রকারে। ওদের দেওয়া এসকল এখন সরিয়ে রাখা হোক। এ সিন্দুরে ঘর ত। বিবাহের পর যা হয় করবে এরা যেমন বুঝবে। আমাকে চলে যেতে হবে একটু পরে তাদের নিয়ে আসবার জন্য। এয়ো যাঁরা থাকবেন সতর্ক থাকা আবশ্যক। ওদের ওখান হতে হয়ত আসবেন মেজগিন্নি। যতই আপন জন বলে জানান হোক না কেন আজ থাকতে হবে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিতভাবে যদি শুভাগমন করেন একান্তই। এই আত্মীয়তাই তো সর্ব্বনাশ করেছে নিঃসহায় এই ব্রাহ্মণ পরিবারের। ছোঁয়াছুয়িটা যেন আদৌ না হয় কোনপ্রকার। কত কথা শুনেছে তারা কত রকমের।"

অতঃপর যথাসময়ে গিরিবালাকে পুনঃপুনঃ আশ্বাসবাক্যে দ্রবীভূত করিয়া কবিরাজ বরানয়ন উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করিলেন। তিনি ওপক্ষেরও একজন অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন পূর্ব্ব পরিচয়ের খাতিরে। ছেলেটারও সেরূপ কোন মুরুব্বি ছিল না। শচীন—সেও ত ছেলেমানুষ।

গ্রামে পৌছাইয়া দেখিলেন একটা গণ্ডগোল বাধিয়া রহিয়াছে,

খুব জটিল। শচীন অ্যামেচার পার্টির অযথা দাবী কোন মতেই গ্রাহ্য করে নাই সুতরাং উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে তাহারা। কিছুতেই যাইবে না বরের সঙ্গে। দেখা যাউক অজয় তাহাদিগকে এরূপভাবে হেনস্থা করে কেমন করিয়া।

কবিরাজ সাত পাঁচ এড়াইবার জন্য শচীনকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া একটা রফা করিয়া লইলেন। সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল অতঃপর।

দুইটার পর যে গাড়ী আছে তাহাতে যাত্রা করিলে পৌছান যাইবে একেবারে সেই লগ্নের কাছাকাছি, সুতরাং দুইটার ট্রেণে রওয়ানা করা হইল। অজয়ের দলবল অজয়কে আবশ্যক মত সাজসজ্জায় ভূষিত করিয়া লইয়াছিল অবশ্যই কন্সার্টের সরঞ্জাম ত হইলই। অধিকন্তু সঙ্গীতনিপুণ দুই একজন সঙ্গে চলিলেন দলপতির অভিলাষ মত। সে গ্রামে দেখাইয়া আসিবে কতবড় একটা জাঁকাল অ্যামেচার পার্টির একজন অভয় ভটচাৰ্য্যি।

এক গাড়ীর মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হইল না। এখান সেখান উঠিয়া পড়িলেন দলের লোক যথাসম্ভব একত্রযোগে ওরই মধ্যে। বর এবং পুরোহিত স্থান পাইলেন ইন্টারে একটু বিশিষ্টভাবে।

অভিরামপুরের ষ্টেশন আর দুটার পর। প্যাসেঞ্জার সাইডিংএ অপসারিত হইল। পশ্চিমের এক্সপ্রেস পার হইয়া গেলে পুনরায় ছাড়া হইবে।

এক্সপ্রেস হু হু শব্দে আসিয়া নিশ্চল হইল, প্যাসেঞ্জারের পার্শ্বে! ইতিপূর্ব্বেই কবিরাজ খবর লইয়া গিয়াছিলেন পুরোহিত ঠাকুর একটু আলস্য রাখিতেছিলেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া। বর বসিয়া আছেন। তাঁহারও হাই উঠিতেছিল মধ্যে মধ্যে। চন্দন রেখার চিহ্নাদি অবশ্য বহাল ছিল, যদিও অনভ্যাসের ফোঁটার মত চিহ্নগুলার যোগ্য সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই বা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। ফুর্ত্তি বা উল্লাসের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না, অভয় গাঙ্গুলীর রাজ্য ও রাজকন্যার মালিক হইতে যাইতেছেন যিনি, তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে।

পার্শ্বস্থিত এক্সপ্রেসের একখানা থার্ডক্লাশ হইতে বেশ একটা গন্ধ আসিতেছিল, বিশেষতঃ বরের নাসারন্ধ্রে। আজ দুই তিন দিন হইতে শচীনের দিব্য মৌতাতের কার্য্যে বাধাপ্রদান করিয়াছিল। এই "উপোসের" পর খোট্টাদের খাঁটি বড় তামাকুর সুবাস মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিল। পুরুতঠাকুর পড়িয়াই ছিলেন। অজয় দরজাটা খুলিয়া সেই খোট্টাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল, গাড়ী ছাড়িবার টাইম আছে এই মনে করিয়া, অথবা না করিয়া।

কিন্তু এক্সপ্রেস আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। আপনার পথে অগ্রসর হইল। কয়দিন পরের মৌতাত বরের মাথা তাড়াতাড়ির টানে বেশ একটু ঘুরিয়াই গিয়াছিল। সময় মত

প্যাসেঞ্জারে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিল না। অতঃপর প্যাসেঞ্জার আপনার পথে চলিল, বরবিরহিত বরযাত্রী এবং ঘটক চূড়ামণিকে রীতিমত বহন করিয়া।

একুশ

গ্রামটাকে তোলপাড় করিয়া তোলা হইয়াছিল, তজ্জন্য গ্রামের লোকের বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। সকলে কেদার কবিরাজকে পাড়িয়া বসিলেন। কবিরাজ মুশড়িয়া গিয়াছেন ভিতরে। বাহিরে কিন্তু খুব গলাবাজি করিয়া বলিয়া যাইতেছেন আবল তাবল, অনেক রকম। "বাবাজী বোধ হয় নামিয়া পড়িয়াছিলেন কোন কারণে। হুশিয়ার ছেলে সে, আসিয়া পড়িবেহ যে কোন প্রকারে। গ্রামের পরিচয় সে জানেই। তারপর শচীন ত ছুটিয়াছে এদিক ওদিক। সাড়া পাইয়াছে এতক্ষণে অবশ্যই। বরযাত্রী ষ্টেশনে রহিয়া গিয়াছেন তাঁহারাও আসিয়া পড়িবেন আবশ্যক মত সকলে মিলিয়া। লগ্নটা অবশ্য কাটিয়া যাইবে কিন্তু কি করা যাইবে এমন অবস্থায়। ঘটনা বিশেষের বিশেষ ব্যবস্থাত রহিয়াছে সবসময়ে। বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন ছোট রকমের একটা মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া। বর তাঁহারই হেপাজতে

ছিল সুতরাং তিনি খুব বেয়াকুব হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাহিল শরীরে ষ্টেশনে রাত্রিযাপন তিনি সহিয়া উঠিতে পারিবেন না সুতরাং কন্যাযাত্রীর সামিল হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন এইরূপ বেকায়দার মধ্যে পড়িয়া। আসিতে তিনি চাহিতেছিলেন না, শচীন জবরদস্তি করিয়া পাঠাইয়াছে—কুল পুরোহিত তিনি পুরুষানুক্রমে।

পাড়ার লোক কতক্ষণ স্থির বসিয়া থাকিবে, অনিশ্চিত আগন্তুকের প্রতীক্ষায়, কবিরাজের গলাবাজির উপর নির্ভর করিয়া। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম কথাবার্ত্তা পাড়িয়া বসিল। শেষে উহারি মধ্যে একজন বদ্ধপরিকরভাবে গর্জিয়া উঠিলেন—অভয় গাঙ্গুলী কতদিক দিয়া দেখাশুনা করিত দেশশুদ্ধ লোকের। আজ সে নাই বলিয়া তাহার জাত পাত হইতে দিবেন কি তাঁহারা কবিরাজের বেয়াকুবিতে। একদিনের জন্য সে কাহাকেও কোন কথা বলে নাই এতবড় একটা বিবাহ ব্যাপারে; কে সে এই গ্রামের যে একেবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছে এরকমভাবে। তিনি এখনই যাইতেছেন শ্রীপতি চক্রবর্ত্তীর কাছে, তাহার মধ্যম পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। তিনিও করিতেছেন একটু আধটু চেষ্টা চরিত্র। একবার একটা বিবাহ হইয়াছিল সেই কবে। তারপর ছেলেটার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া এতদিন কিছু হয় নাই। কিসের ভাবনা ওদের, শীঘ্রই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে খুব ভাল হবে নিশ্চয়ই।

শ্রীনিবাস সরকার মাথা তুলিয়া উঠিলেন—

"সেটাত ছেলে নয়, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্যারালিসিস হয়েছিল, বেঁচে গিয়েছে কোন রকমে মরণের হাত হতে এযাত্রা, কিন্তু ঐ বয়সে এরকম রোগীর যে কোন মুহূর্ত্তেই কিছু হতে পারে! বলেন কি আপনি, অভয় বাবুর পরম হিতাকাঙ্খী ও প্রশংসাবাদী?"

কবিরাজ ও আপত্তি তুলিলেন ঘোরতর রকমের। কারণ ছিল। পণের টাকার দিকে নজর ছিল অবশ্যই। সবই ত ফিরাইয়া দিতে হইবে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া ভিতরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে সকলই অতঃপর।

কিন্তু পাড়ার লোক ক্ষান্ত হইল না। এখন আর অত কুণ্ডু বিচার করিবার অবকাশ নাই। কন্যা পাত্রস্থা করিতে হইবে কোন রকমে। তাঁরা থাকিতে গাঙ্গুলীগোষ্টির এতবড় একটা অধঃপতন হইবে, কি আশ্চর্য্য কথা।

মধ্যম গাঙ্গুলী নিরীহ মানুষ এই গণ্ডগোলের মধ্যে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। পাড়ার লোকের প্রস্তাবে তিনি প্রতিবাদ করিবার মত অবসরই বা পাইলেন কখন? প্রস্তাবকারী সকলের কথামত ছুটিলেন লণ্ঠন লইয়া শ্রীপতি চক্রবর্ত্তীর শ্রীচরণে এই কুলমান রক্ষাকারী সুপ্রস্তাব নিবেদন করিতে।

কেদার কবিরাজ ছুটিল উর্দ্ধশ্বাসে একবার ষ্টেশনের দিকে, যদি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে বাবাজীবনের।

•

শ্রীনিবাস নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, গ্রামের লোকের ঐ সর্ব্বনাশকারী সঙ্কল্পে। অথচ কি আর করিবেন তিনি একাকী গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রতিকূলে। ব্যস্তসমস্তভাবে গৃহে ফিরিয়া সংবাদ পৌঁছাইলেন মেজগিন্নীর কাছে অন্দরে।

মানুষ হইয়া মানুষের এত অমঙ্গল ঘটাইতে পারে, এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের মধ্য দিয়া! এতটা প্রশ্রয় দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু এখনও আর স্থির থাকা যাইতে পারে না—বড় আদরের সুন্দরী সে। তাহার কপালে এমনই কি লিখিয়াছেন খোদা!

পাল্কীর জন্য সরকার আদিষ্ট হইল। সেতারা সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন বড়মা এমন সময়ে এতরাত্রে। বিবাহেও যাবেন না কথা ছিল।"

"যেতে হল বাধ্য হয়ে। তোমাকে সঙ্গে নেব না সে গণ্ডগোলের মধ্যে। পরে শুনতে পাবে সবই।"

মাষ্টার চলিল অগ্র পশ্চাতে, অগ্র পশ্চাত ভাবিতে ভাবিতে।

মীর গিন্নীর পাল্কী আসিলে সকলে মনে করিল, ইনি আসিলেন অতঃপর নিমন্ত্রণে কতকটা দেরী করিয়া। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধ্যম গাঙ্গুলি আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন শ্রীপতী চক্রবর্ত্তি সম্পর্কিয় প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না কোন মতেই, মেজ গিন্নীর পর্ব্বত প্রমাণ প্রতিরোধে। অন্ততঃ তাঁহার সাধ্যের অতীত।

গ্রামের লোক সকলেই চিনিত ভাল করিয়া মীরগৃহের এই কর্ত্রি-ঠাকুরাণীকে। সকলের আস্থাও ছিল তাঁর সদ্ব্যবহার ও সদানুষ্ঠান-ব্রতের বিরাট গৌরবে। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন কন্যা সুপাত্রস্থা করিবার সকল ভার তাঁহার উপর! এত আপনার জনে যখন হার মানিয়াছে তখন তাঁহাদের আর বলিবার কিছু নাই। নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত হউন তাঁহারা।

কেদার কবিরাজ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কোন কিনারা এখনও হইয়া উঠে নাই কিন্তু এই পাত্র তিনি হাজির করিবেন যে কোন প্রকারেই, দুই-এক দিনের মধ্যে। কাজ সম্পন্ন করিতেই হইবে। দিন, লগ্ন—ওগুলা শাস্ত্রের কথা নহে। অবস্থা বিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা আছেই এবং হইয়াও গিয়াছে শত সহস্র!

শ্রীনিবাস সরকার একটু বিদ্রূপের সহিত জানাইয়া দিলেন, তাঁহাকে আর মুরুব্বিয়ানা করিতে হইবে না—মেজ গিন্না সকল ভার লইয়াছেন, পাড়ার লোকও মানিয়া লইয়াছেন।

"তা হতে পারে না কোন রকমেই। ইহারাই ত যত জঞ্জাল ঘটাচ্ছেন এই নিঃসহায় সংসারটির মধ্যে। আমি যাচ্ছি বাড়ীর ভিতরে।"

বাটীর সদর অর্গল বন্ধ হইয়াছিল, যেমন বরাবরই হইত মীর গিন্নীর আগমনে। কবিরাজ যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল কিন্তু

উপায় নাই। স্ত্রীমহলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই মীর গিন্নিকে পাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কি আর উপায় এখন ? হইবার যাহা হইয়াছে এবং হইবেও অতঃপর যাহা আছে মেয়েটার অদৃষ্টে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীপতী চক্রবত্তির ছেলে ! একটা মহারক্ষা করিলেন মেজ গিন্নী।

কন্যার মা সকলই শুনিতেছিলেন রোগ শয্যায় পড়িয়া। মড়ার উপর এই খাঁড়ার ঘা অসহ্য। একেবারে বিছানায় মিলাইয়া আছেন। উত্থান শক্তি রহিত। মনে করিয়াছিলেন উঠিয়া হয় ত বসিবেন একটু, আধটু, বর আসিবেন যখন এয়োদের শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়া।

"আমি এসেছিলাম কেষ্ট দিদি ত অগত্যা। তুমি কোন কথারই চিন্তা করো না। এখন বুঝছি ত্রুটী আমারই কিন্তু ক্ষতিপূরণও আমি করব যা কিছু আমার আছে সমস্তই অর্পণ করে, যদি আবশ্যক হয়। আজকার মত সব চুকে গিয়েছে। মেয়ে উঠে পড়েছে, এই দেখ আমার বুকের মধ্যে।"

"রক্ষা কর বো'ন আমায়, এত সহ্যের শক্তি আমি অনেক দিন হারিয়েছি চিরদিনের জন্য।"

বিয়ের ক'নে চাচীমার বক্ষ ত্যাগ করিল না যতক্ষণ না পাল্কি ফিরিয়া গেল যথাস্থানে।

কবিরাজ আস্ফালন করিয়া উঠিল। এত সর্ব্বনাশ শেষে ঘটিয়া

গেল, হা ভগবান। পাত্র আর জুটাইবেন তাঁন কোথা হইতে হিন্দুর ঘরে। কলমা ত পড়ানই আছে এখন যাহা করিবার মতলব তাহা বুঝিয়াছি আমরা বরাবরই।

কেহ বুঝিতে পারে নাই কতদূর লাগিয়াছে এই আঘাত কন্যাদায়গ্রস্তা সেই রোগ-শয্যা-শায়িনীর ভগ্নবক্ষে। বস্তুতঃই এত সহ্য করিবার শক্তি ছিল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেখা গেল চির শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, জননী কৃষ্ণ ভাবিনী।

বাইশ

সসব্যস্ত সহর ক্ষণিকের অলসতা ত্যাগ করিয়া এই সবে মাত্র—দিনের দাপটে মগ্ন হইবার মত সরঞ্জাম করিতে বসিয়াছে। সহরের যে দিকটা উশৃঙ্খল বিলাসিতায় এবং সঙ্গিতাদি নানাপ্রকার মুখর অভিনয়ে প্রায় সারারাতি সরগরম হইয়া থাকে সেইদিকের সুপ্ত মাদকতা এখনও সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও এই মহল্লার মহালাদার বাহাদুর সিং ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সাড়া দিতে লাগিল।

"উঠিয়া যাউন দিদিবাবু, বর আসিয়াছেন। একটা নতুন ধরণের একেবারে।"

দু-চার বার সাড়ার পর আহুত দিদিবাবু উঠিয়া আসিলেন বারাণ্ডার অপর প্রান্তে। নৈশ-অভিনয়ের সমল সংস্পর্শ জাজ্জ্বল্যমান না থাকিলেও বুঝা যাইতেছিল সস্তশয্যাত্যাগিনীর হাব ভাবে শুধু সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে যাহাতে সম্মোহন সহজ সাধ্য হইয়া যায়।

আগন্তুকের দৃষ্টি নিচের দিকেই সন্নিবদ্ধ ছিল, পুরাতন সম্ভ্রমের স্মৃতি বাহুল্যে। কিন্তু উপরকার দিদিবাবুর পক্ষে এই সুপরিচিত মুখখানিকে চিনিবার কোন বিঘ্নই ঘটিল না। বিস্ময় অবশ্য আসিল স্বভাবতঃ। তবুও সময়োপযোগী অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দিদিবাবু হুকুম করিলেন—নিয়ে আয় বাহাদুর সিং ওঁকে উপরের দিকে।

বিস্ময়ের কারণ অবশ্য যথেষ্ট ছিল পরিধেয়—পট্টবস্ত্র। ললাটের চন্দন লেখা জাজ্জ্বল্যমান না থাকিলেও একেবারেই বিলীন হয় নাই। নানাপ্রকারের বেশভূষা সেখানে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এমনটি আর ত কখন জুটিয়া উঠে নাই।

উপরে সিঁড়ির মুখে দৃষ্টি বিনিময় হইল, অভাবনীয় অবস্থার মধ্য দিয়া।

"তুই একটা সামান্য কথার জন্য আসলেম, চুনি, তোমার কাছে, অনন্যোপায় হয়ে।"

"ভালই, কিন্তু চুনি টুনির মত অত ছোট আর এখন নই। আমি এখন কোহিনুর।"

বাহাদুর সিং আদিষ্ট হইল আগন্তুককে আসন দিতে, ঐ নিভৃত কক্ষে যেখানে সাধারণের সমাগম আদৌ হইত না যত বড় দরের আগন্তুক হউক না কেন।

গৃহস্বামিনী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আপনাকে গুছাইয়া লইতে

লাগিলেন। কোহিনূর অপেক্ষা চুনি সম্বোধনে যে কতটা মাধুর্য্য তাহা অনুভব করিতে পারিয়া মনটা বেশ একটু নাড়া-চাড়া পাইতে লাগিল। অনেক কথা একে একে জাগিয়া উঠিল অনতিদূরের স্মরণ পথে। হায়! পূরাতনই কেন রহিয়া যায় নাই এখনকার এই নূতনের পরিবর্ত্তে। আজিকার এইরূপ আবির্ভাবের তাৎপর্য্য কি, জানিবার জন্য খুব ব্যাকুলতাই আসিল। কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন যেখানে আকস্মিক বসিয়া ভাবিতেছিলেন ভূত—ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া।

"তারপর"

"অধিক আর কিছু নয়, শুধু আসলেম—"

"প্রতিজ্ঞাবদ্ধা ছিলে, মুক্ত হতে এসেছ বোধ হয় বিবাহ করবার অগ্রে, কিন্তু মুক্ত তুমি হয়েই গিয়েছ যেহেতু চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে আমারই তরফ হতে।"

"অত পরিহাস বা উপহাসের দিক দিয়ে গেলে চলবে না। শুনতে হবে দু-একটা কথা সোজা রকমে। খুব সোজা, বিশেষতঃ তোমার পক্ষে।"

"শুনবার জন্যই ব্যস্ত। খুলে কিন্তু বলতে হবে সকল কথা অন্ততঃ আমার আবশ্যক মত। সে'ত আজ কয়েক বৎসরের কথা তুমি চলে গিয়েছ আমারই দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যবশতঃ।"

কথায় বেশ একটা অনুশোচনা আসিয়া পড়িল স্পষ্টই।

"আমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম। রেলপথে নিজের দোষে যাত্রিদল বিচ্যুত হয়ে গিয়েছি। ধিক্কার জন্মেছে, আর গৃহের দিকে ফিরব না যতদিন না পারি দূরীভূত করতে এই হীনতা এবং হেয় অবস্থা। সামান্য কিছু সাহায্য চাই তোমার কাছে যাতে কয়েকটা দিন কাটাতে পারি এই সহরের মধ্যে কোন একটি সংস্থানের জন্য। অতঃপর আর কিছু বলবার নেই। মনে থাকবে তোমার এই সহায়তা। প্রতিদান দিতে পারবই, যদি গ্রহণ কর অবজ্ঞা না করে।"

বড় করুণ আবেদন। নারী-হৃদয়ে করুণতর হইয়া পড়িল, বিশেষতঃ যেখানে পুরাতন স্মৃতি জড়ীভূত রহিয়াছে, শত রকমের।

"অজয় বাবু"

সেই পুরাতন সম্বন্ধ ও সম্বোধনে আর কোন দাবী থাকিতে পারে না সুতরাং অজয় বাবু বলিয়াই ডাক পড়িল।

"অজয় বাবু, তুমি—তুমি বললুম মাফ করো—তুমি যা কিছু এখানে দেখছ—এই দৃশ্য সম্ভার, সাজ সরঞ্জাম, তার সূত্রপাত কোথা হতে, কেমন করে হয়েছে, ভুলে যাচ্ছ কি জন্য? ক্ষুদ্র চুনিটুকু হতে যারা আমাকে এতবড় একটা কোহিনূরে বড় করে তুলেছে তাদের অপেক্ষা তুমি যে কত বড় তার স্পষ্ট প্রমাণ তোমার আবির্ভাব আজ এখানে এমন ভাবে। হেয় কীটকে আজ তুমি যতটা বড় করে তুলেছ তা তোমার

দ্বারাই সম্ভবপর। মাথা পাতলাম তোমার দুই পায়ের তলে। তোমার কাছে কোন দাবীর স্পর্দ্ধা আর আমার হতেই পারে না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমার আছে একথা তোমাকে বুঝাবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না।"

অজয় নির্ব্বাক শ্রোতার মত একেবারে স্পন্দন বিরহিত, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। এমন অবস্থায় কোহিনূর সুন্দরীর মুখে এ সকল কি কথা!

• "হঠাৎ আমার জুটে গিয়েছে একটা কাজ। অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া একটা কনষ্টেবল বন্ধু পেয়েছি। আমি কৃত সঙ্কল্প। কিছু অর্থের আবশ্যক আর কয়েকদিনের অবস্থান। এইটুকু তুমি করতে প্রস্তুত হবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও এসেছি তোমারই কাছে।"

"সামান্য যা কিছুর আবশ্যক বলছ তার সংস্থান সহজেই হয়ে যেত এত বড় একটা সহরের মধ্যে যে কোনখান হতে নিশ্চয়ই। কিন্তু এর জন্য আমার দরজায় আসার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতাটুকু বর্ত্তমান রয়েছে তাকে আমি স্বাভাবিকে বরণ করে নিচ্ছি কেন তাহা বুঝাব কেমন করে—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। অত জটিলতার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত ব্যাপারকে সঙ্গিন করে তুলবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। তোমাকে ফিরিয়ে দিবার কিছুই নাই। আমি সে দিকে

একেবারে নিঃস্ব। কিন্তু চেয়ে দেখ বাহিরের চক্ষু দিয়ে, তুমি আপাততঃ যার কাঙ্গাল তা আমার রয়েছে অজস্রছিল। সমস্ত অর্পণ করিলাম চরণপ্রান্তে, গ্রহণ কর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে।"

চরণতলে অবলুন্ঠিত দেহ একেবারে নিস্পন্দ। কর্ণ অপেক্ষা করিতেছিল উত্তরের প্রতীক্ষায়। এদিক দিয়া কিছু আসিল না। অন্যদিক হইতে একটা সদর্প তিরস্কার বাণী কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল—।

"এত গর্ব তোমার চুর্ণ হল একটা ভিক্ষার্থী কাঙ্গালের কাছে, এতে আমিও কতকটা তৃপ্তিবোধ করলাম কিন্তু এতটা বিশ্বাস-ঘাতকতা তোমার মধ্যে আসতে পারে, এমন ধারণা ছিল না কোন কালে। প্রতারিত হয়েছি তজ্জন্য ধিক্কার বোধ করলাম কোহিনূর সুন্দরী।"

"বিশ্বাসঘাতকতা ?"

'না, চূড়ান্ত সততা এমন কি সতীত্বও বলা যেতে পারে।"

"কি জন্য শুনতে যাব তোমার বিদ্রূপবিজড়িত এই তিরস্কার ?"

"তুমি আমার চাকর মনে করে কথা বলা উচিত"

"চাকর ?"

'অবশ্য! এই সবে মাত্র মাস পড়েছে—মাসহারা নিয়েছ গুনে ষোল আনা।"

"ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার মাসহারা"

"হিসাব দিতে হবে অবশ্যই, এখন নয়। কিন্তু যদি মার্জনা করি।"

"চাইনা আর সে অনুগ্রহ। এই ভিক্ষাজীবি কাঙ্গালের কাছে ক্ষমা নিয়ে চলে যাও। আমি বিশ্বাসঘাতক—সত্যই যেমন তুমি বলেছ। কিন্তু তোমারই জন্য—ইহারই কাছে। ইনি এসেছেন দুনিয়া ওলট পালট করতে কোহিনুর সুন্দরীর। কোহিনুরের আর কোন মূল্য নেই। চুনির দরেও যাচাই হবে না এখন। ভাগ্য যদি ফিরে যায় তোমার অভিসম্পাতের প্রতিকুল পরিণামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব অতঃপর—"

আর কোন উত্তর আসিল না। কক্ষ ত্যাগ করিলেন গর্ব্বিত পদ বিক্ষেপে, বর্ষপরম্পরার সঙ্গ পরিহার করিয়া—মোহিত বাবু, ওরফে আবদুল মোহিত।

তেইশ

গ্রামে তিষ্ঠিয়া উঠা কবিরাজের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল প্রাগুক্ত বিবাহ ব্যাপার লইয়া। কিন্তু প্রত্যক্ষ গলাবাজীর কোন অভাব ছিল না বিশেষতঃ গিরিবালার কাছে। অতঃপর বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঠিক করিয়া দিল যে একটা যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ সে দিবেই, সে কোন প্রকারেই হউক সুকুমারীর সঙ্গে। কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত এক রকম সব হইয়া গিয়াছে তবে লুকাইতে হইবে সব অতি গোপনে, তাহার আর কথাই নাই। গিরিবালার যাওয়া হইবে না কোন রকমেই। অগত্যা সেও রাজী হইয়াছে, মেয়েটার একটা কিনারা হইবে ইহাতে মন বুঝাইয়া। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যখন কেদার কবিরাজ ছাড়া আর কোন চারা নাই।

মাষ্টারের কাছে যে গিরিবালা কি ভাবিয়া যায় তাহা সেও বুঝিয়া উঠিত না ভাল করিয়া। তবুও বলিয়া আসিয়াছে তাহার কাছে নানা রকমে সে বরাবরই। আজ কবিরাজ সব বন্দোবস্ত

করিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু গিরিবালাকে কে মন লইয়া গেল টানিয়া একবার সেই মাষ্টারের কাছে।

"দেখ, ওগো, ভাল মানসের ছেলে, কাঙ্গালের ঐ সর্ব্বস্ব পুঁজি ঐটুকু। যিনি আমার কাছে ফেলে গিয়েছেন, তাঁকে তুমি দেখ নাই। দেখলে বুঝতে কতবড় বুকের কতখানি মমতা ঐ কাঙ্গালের পুঁজিটাকে সাত রাজার ধন করে রেখেছিল। মা আমি আমার কথা আর কি বলিব। গ্রাম শুদ্ধ লোক যে যা বলুক বা মনে করুক না কেন, আমার কথা আমিই জানি সেই সবজান্তার গোচরের মধ্যে। দু-একখানা অলঙ্কারই আমার কাল হয়েছে, অর্থ পিপাসু দুশ্চরিত্রের মিশামিশিতে; নহিলে সুকুমারীর আমার কিসের চিন্তা। সোনার পুতুল সে আমার। তোমাকে আর কি বলব।"

বেশী আর বলা চলিল না—সুন্দরী আসিয়া পড়িল।

"মনিদার কোন চিঠি আসল কি না, জানতে পাঠালেন চাচীমা—একবার ডাকঘরের দিকে খবর লইলে হইত, মাষ্টার বাবু।"

"এই যে চিঠি এসেছে, এই সবে মাত্র, আমিও পেয়েছি। খোলা হয় নি এখনও। নিয়ে যাও সুন্দরী।"

"গয়লা মাসী, এই যে গো। যাও নি কতদিন আমাদের ওদিকে। কতদূর কি হ'ল সুকুমারী দিদির শুনতে পাই নি আর বড় একটা।"

"আমাদের যে পোড়া কপাল বাছা—তার ওপোর গরিব। কত বড় ঘরে হয়ে যাচ্ছে কত কররকমের।"

সুন্দরী দাঁড়াইল না—এ সকল শুনিবার জন্য সে আসে নাই। বিশেষতঃ করতলগত খাম খানার ভিতরে কত কি যেন শাদায় কালোয় সজীব হইয়া তাহাকে নাড়াচাড়া দিতে লাগিল। হউক না কেন উপরের দিকটায় চাচীমার নামোল্লেখ। তবুও সে ছাড়িবার পাত্র নয় একেবারে। যাইবার মুখে বলিয়া গেল—কবরেজ কাকার ত খুব ঘটকালীর পশার কবিরাজীর চাইতেও। এমন জবরদস্ত মুরুব্বীর হাতে ভালই জুটবে যেমন করেই হোক।"

অন্দরের পথে পত্র উন্মুক্ত ও পঠিত হইতে লাগিল। দালানের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন উৎকর্ণ হইয়া, পাঠিকার চাচীমা, প্রবাসী লেখকের গর্ভ ধারিণী।

"বেশী কিছু লেখা নাই—সেই মোটামুটি ছাড়া ছাড়া রকমের লেখা—যেমন বরাবর। আর শরীর?—সেই এক রকম আছে ভালয়-মন্দয়।

"কেন আর চাচীমা, আমরা নিয়ে আসি চল না—যদি তিনি নাই আসছেন এত লেখালেখি সত্বেও।"

"তুমি একখানা লিখে দেখ আমার কথা বলে।"

"আমি ত' কত লিখেছি জবাব আসে নি একটিরও।"

"তবুও লিখ্‌তে হবে। আসিবেই সে এবার লিখলে, মনে হচ্ছে আমার নিশ্চিত করে।"

মধ্যম গাঙ্গুলী সংবাদ পাঠাইলেন, কোন কথা জানাইবার আছে জরুরী।

"এমন সময় কি মনে করে এসেছেন, কি জন্য ?"

"তুমিই কেন যাওনা কি বলেন শুনে আসতে। না, দরকার নেই তোমার গিয়ে।"

মন যেন বুঝিতেই পারিল সেই কথা, সারক্ষণটা যাহা তোলপাড় করিয়া রাখিয়াছে আকুল স্নেহ পূর্ণ চাচীমার বুকটাকে। কিনারা করিতেই হইবে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভবপর।

সংবাদ আসিল একটা পাত্র ঠিক করিয়াছেন। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন কেমন করিয়া। এত বড় ঘরের কালিমা মুছাইতে ত হইবেই, যতই দুষ্কর হউক না কেন!"

সুন্দরী সরিয়া গেল, যে ঘরটাতে শুনিতেছিল সেতারা সকল কথা, কতকটা অগোচরে।

সেতারা জুড়িয়া উঠিতেছিল তাহার বড় মা এবং সুন্দরী দিদির যত্ন বাহুল্যে। বুদ্ধির গোড়ায় তাহার যতটুকু জল পড়িতেছিল, আদরের তাপে তাহার বেশীটা শুকাইয়া যাইলেও এতটুকু তাহার যোগাইতেছিল—যে যতই ভাবুকনা কেন সুন্দরী তাহার আপনার হইতেও আপনার জন। এমন অকপট প্রাণের টানে তাহাকে

সদাসর্ব্বদা বুকের কাছে আগুলিয়া রাখিয়াছে সে এক দিনের জন্যও সে মনে করিবার সুযোগ পায় নাই দিদিটী তাহার দুনিয়ায় তাহার কোনও পথে অন্তরায়। কোন একদিন ভাঁসা ভাঁসা একটু শুনিয়াছিল, ওদিককার ঐ ঘরটীতে দখল নাই আর কাহারও, বড় মা ও সুন্দরীদি ব্যতিত। কিন্তু ইহাতেও সে কোনরূপ অতিশয়িতা বা পক্ষপাতিত্বের আরোপ করে নাই। মাতৃ বিচ্ছেদের আঁচ তাহাকে এক রকম লাগিতেই পারে নাই। অধিকন্তু সে মনে করিত এমন মমতা বুকে সরল সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায় কয় জনের কাছে।

সুন্দরীর ভাঙ্গা প্রাণ কতকটা জোড়া লাগিয়াছিল একান্তানুগত বনটীর অকপট স্নেহ মমতায়, যাহাকে সে মনোজ্ঞ রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। সেতারার ভবিষ্যতে ভবিতব্য যাহা লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু যতদূর জানা যাইতেছে, তাহাদের দুইটীকে এক করিবার কল্পনায় একটীকে অপরটীর মনোমত করিয়া তুলা আবশ্যক; যতদূর সম্ভব। এই কর্ত্তব্যটা সুন্দরী নিজের উপর লইবার স্পর্দ্ধা রাখিয়াছে কেন, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে কে সাহস করিবে? জিজ্ঞাসার কোন হেতু আছে বলিয়া তাহার মনে কোন দিন প্রশ্ন উঠিলেও সে হয়ত নিজেও দ্বিধা বোধ করিত কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে। আপনার কাজ সে করিয়া চলিয়াছে অযাচিত ভাবে আপনার মনে। ইহাতেই

তাহার সুখ, শুধু ইহাই সে বলিতে পারে। আর কাহার মনে কি আছে তাহার খবর সে রাখিতে যাইয়া আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে কি জন্য? বুকের ক্ষত যে রকমই হউক না কেন, একটা অনিশ্চিতের মধ্যে দিয়া পড়িয়া সে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, এমন ভাব তাহার কখনও আসে নাই বলিলেও চলে। সে তাহার পথ ধরিয়া চলিয়াছে এবং আর কিছু হউক বা না হউক, সে পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনা সহজ সাধ্য নহে, এ জোর তাহার ছিল যথেষ্টই। তাই সে কতকটা নিশ্চিন্ত। এক চিন্তা তাহার দাদাটীকে লইয়া, কিন্তু তাহাতেও তাহার আশ্বাস আছে, ইহাও সে বুঝিয়া রাখিয়াছিল প্রয়োজন মত।

চিঠির কথা সেতারাকে শুনাইয়া দেওয়া হইল অযাচিত ভাবে। সেতারাও শুনাইতে ছাড়িল না, যাহা শুনা গিয়াছিল কক্ষমধ্য হইতে মধ্যম গাঙ্গুলীর পাত্রসন্ধান সম্বন্ধে। কিন্তু পত্রপাঠকারিনী ও সকল বাজে কথার অসারতা ঘোষণা করিয়া দূর দেশাস্থ একান্ত আপনার জনের সংবাদকে প্রাধান্য দান করিতে কোন মতেই পশ্চাদ-পদ হইল না। সেতারার কোন দরকার থাকুক কিংবা নাই থাকুক পত্র তাহাকে শুনিতেই হইবে, যখন আসিয়াছে এত আপনার জনের কাছে ও কাছ হইতে।

চাচীমার আদেশ সুতরাং একখানা উত্তর ও লেখা হইয়া গেল সেতারার গোচরে ও নয়, অগোচরে ও নয়—

মনিদা,

আমাদের জাতপাত হওয়ায় মা চলিয়া গিয়াছেন, উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে কিন্তু এই পরিত্রাণকার্য্যে তোমারও যোগদান আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে বোধ হয়।

মা চলিয়া গেলেন নিশ্চিন্ত হইয়া, জানেন তোমরা আছ। দিদিমা আছেন বলিয়া ধরিওনা। একা চাচীমা—কত করিবেন, কত দিকে? তিনিও খুব মুসড়িয়া পড়িয়াছেন, একথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না এমনই বা কি করিয়া বলা যায়। সুতরাং তোমারই দায়িত্বে তুমি পরাঙ্মুখ রহিয়াছ। আমার এই বাচালতা তুমি মার্জ্জনা করিবে না তাহাও আমি জানি—কিন্তু শাস্তি আমি চিরকালই শির পাতিয়া লইয়াছি এবং লইব—ইহাই আমার নির্ভর।

চাচীমা সেদিন অন্তরালে অশ্রু মুছিতেছিলেন— কেন ঠিক বুঝি নাই। তোমাকে জানাইলাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে তোমাকেই। কে আর আমাদের আছে অশ্রুর অর্থ গ্রহণ করিয়া বোঝাপাড়া করিতে?

ইদানীং তোমার সবটাতেই বিঘ্ন ঘটিতেছে কেন কতকটা বুঝিবার স্পর্দ্ধা রাখিয়াছি। আমার এরকম গর্ব্ব তুমি সহিয়া আসিয়াছ এবং অতঃপর আর ও হয়ত সহিতে হইবে—যদি ভবিতব্য সেইরূপ ব্যবস্থায় আমার মাথা উচু করিয়া রাখেন। এরূপ অবস্থায় আমার কি কোন দাবীই হইতে পারে না? যাহারা আমাকে পর করিতে

যাইয়া তোমাকে ক্ষুন্ন করিয়াছিল তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে, আমরাই এখন জয়ী। এই জয়োল্লাস উপভোগ এখনও তুমি করিতে পার নাই কেন বুঝিয়া দেখ। আর প্রতীক্ষার সময় নাই জানাইয়া দিলাম। আমার দোষ থাকিবে না অতঃপর।

একটা অপরাধ এখন হইতেই জানাইয়া রাখিলাম। সেতারাকে জোর করিয়া আমি তোমার কক্ষে টানিয়া লইয়া গিয়াছি। সে আমার এত আপনার হইয়া যাইতেছে যে আমার অধিকারের অংশ তাহাকে আপনা হইতেই দিতে হইতেছে। ইহার জন্য শাস্তির বদলে ইনাম পাইব এই আশায় কিছু মাত্র অতিশয়িতা নাই।

তুমি যদি ভাল আছ মনে করিতে পার, আমিও ভাল আছি মনে করিও। সুন্দরী—

চব্বিশ

দূর হ'তে আসে সৌরভ,

দুর্লভ অতি দুর্লভ,

তবু চাই, তবু চাই, তবু চাই,

কণ্ঠের স্বর কাণের ভিতর দিয়া গায়িকার মরমে প্রবেশ করিল। আর কাহার ও কাণের কাছ দিয়া গেল কেন জানা যায় নাই। যাহার কাছে পঁহুছাইলে উচ্ছাস ধন্য হইত তাহার ত কথাই নাই।

ওয়ারলেসের সাড়া যথাস্থান ছাড়া অন্যথা স্থানেও পঁহুছিয়া থাকে। ব্যর্থ-জীবন এই নারীর আর্ত্তনাদ কেহ অতর্কিতে কুড়াইয়া লইয়া যদি ক্ষণিকের সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার কল্পনা করিয়া থাকে তবুও সার্থক হইবে সে বিক্ষত মর্ম্মের করুণ প্রকাশ। কিন্তু কোথায় ব্যর্থ ভাবে ভাসিয়া গেলে কে জানে।

গায়িকা বসিয়া রহিল স্পন্দনহীন। হাতের সেতার ফরাসের উপর পড়িয়া যেন ফুকারিতে লাগিল আমার ভিতরে এখনও জাগিয়া আছে কত কি ওগো কত কি।

গাহিবার আর নাহি কিছু
গান ছুটিয়াছে তারি পিছু
আর কিছু নাই, ওগো কিছু নাই,

কিন্তু হঠাৎ আবেগ ভঙ্গ হইল।

"কি জন্য তুমি, মোহিত বাবু?"

"যদি বলি, তোমাকে দেখ্‌তে, কোহিনূর"

"উপহাস বলে গ্রহণ করব"

"যথা ইচ্ছা"

"তার পর"

"যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে যেমন স্বভাবতঃ। তার জন্য মনে তুমি যাই কেন ভাবনা। তোমার গান কানে পঁহুছিল কতকটা নূতন রকমের। আপাততঃ বড় একটা আর শুনা ত যায় না। কিন্তু গানের বাহবা দিতে আসি নি, তুমিও সেরূপ মনে করিবে না নিশ্চয়ই। এখনকার শহরের অবস্থা তুমি ত জানই। ঐ যে মসজিদ ঐ খানে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে আবহমান কাল হতে, তার গর্ব্ব খর্ব্ব হয় নি কখনও, হবার ও নয়। কিন্তু সেদিন মন্দিরের কাছ দিয়ে কি একটা বাদ্যধ্বনি গিয়েছিল বলিয়া কতদূর বেধে গিয়াছিল শুনে থাকবে অবশ্যই। আমি জানি এই মসজিদের দিকেও দুর্বৃত্তদের নজর পড়েছে। মসজিদের লোকেরাও একতার সাড়া পেয়েছে। তার উপর মসজিদের আশ পাশে

যদি গান বাজনার কোন সূত্র পাওয়া যায়, অনর্থের খুবই সম্ভাবনা। একথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার যদি কোন প্রয়োজন নাই থাকে তবুও সংস্কার বশতঃ একটু উৎকণ্ঠা জন্মিল, বিশেষতঃ তুমি হয়ত এখনও প্রকৃতিস্থ হও নাই, তাই প্রবেশ করে এসেছি। এতে তোমার চাকরের কোন দোষ নাই সে আমাকে ঠিক বাধা না দিলেও কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হয় নি"

"কিন্তু বলেছিলে, দেখতে এসেছ। এতদিন দেখেছ, এত রকমে। এখনকার রকমে আমার যা আছে তাতে তোমার দেখবার কিছুই নেই তাই বলেছি পরিহাস"

"যাহা বলবার বলেছ, আমার বক্তব্যও শেষ করেছি এখন চলে যাব।"

আর কোন কথার আবশ্যক হল না কোন পক্ষ হতেই।

গায়িকা সহরতলির সকল অবস্থা অবগত ছিল। কিন্তু গানের আগে সে দুনিয়ার মানুষ ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। মোহিতের তরফের ঈসারা তাকে কোন মতেই ক্ষুব্ধ করতে পারিল না। যা হবার হয়ে গিয়েছে—দেখা যাবে অতঃপর।

অনেক দিনের অনেক কথা মনে আসিয়া উদিত হইতে লাগিল এই নিতান্ত পরিচিতের আকস্মিক আবির্ভাবে, বিশেষতঃ কৃতজ্ঞতার ঈসারায়। কিন্তু পুরাতন হইতেও পুরাতনের প্রাধান্যে সকলি উবিয়া গেল। মনটা ঘুরিয়া গিয়াছে একেবারে অন্যদিকে।

বাহাদুর সিং, আসিয়া জানাইল একজন পুলিসের ইনস্পেক্টার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই বাড়ী ১৭নং, এখানে চুনি বিবি থাকেন কিনা। "না" বলা হইয়াছিল কিন্তু দেখা করিতে চান তিনি—জরুরী কথা।

পূর্ব্ব কথিত হাঙ্গাম হুজ্জতের কথা তখনও কাণে রহিয়াছে সুতরাং খট্‌কা লাগিল—ইনস্পেক্টার কি জন্য? আবার চুনি নাম তিনি পাইলেন কোথা হইতে? সংশয় বাড়িয়াই গেল।

• "ডেকে নিয়ে এস তাঁকে শীঘ্র এই উপরে"

ইন্‌স্পেক্টার বেশ সাদাসিধা পোষাকে সাদা রকমে কথা কহিলেন।

"চুনি যদি তোমার নাম না হয়, এবাটী কোহিনূর বলিয়া যাহার তাহাকে আমার খুবই দরকার এখনি"

"সাবেকের ডাকে আমিই চুনি—অধুনা কোহিনূর নাম চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার সে নাম সেখান হতে পান না কেন শীঘ্র বলুন, কৃতাঞ্জলি করি আপনাকে, কি বলবেন অতঃপর।"

"অধীর হওনা, যেতে হবে আমার সঙ্গে এখনি"

"কোথায়?"

"হাঁসপাতাল"

"অজয় বাবু—অজয় বাবুর উদ্দেশে—চুনি নাম আর কে বলিবে। বুঝিয়াছি, বলুন ইন্‌স্পেক্টার বাবু অভাগিনীর প্রতি দয়া করে।"

"অজয় বাবুই বটে"

"জীবিত দেখতে পাব না এমনি মনে হচ্ছে, নইলে আপনি আসবেন কেন নিজে এরূপ ভাবে"

"বোধ হয় না, আর দেরী করা যাচ্ছে না"

"বাহাদুর তুই এখানে থাক্ দরজা একে বারে ভিতর হতে বন্ধ করে। ইনি আমার বাবা, ইহাঁর সঙ্গে অন্যসহায়ের আবশ্যক নাই আমার"

ট্যাক্সি ব্যতিব্যস্ত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল হাঁসপাতালের সম্মুখে।

"তুমি ততক্ষণ গাড়ীতে অপেক্ষা কর—না—এস এই ঘরের এই খানটায়—আমি আসব এখনই"।

চুনী বসিয়া রহিল একেলা। সেদিকটায় কেহ আসিলনা বড় একটা। একা সে বটেই একান্ত। কে আছে তার এ দুনিয়ায়। একথা সে ভাবিত বরাবরই। তাহারই মত একাধিকের অন্তিম সে দেখিয়াছে—কি শোচনীয়, মর্ম্মন্তুদ। তাহার ভাগ্যেও সেইরূপ আছে ইহা ভাবিয়া সে আকুল হইয়া পড়িত অনেক সময়ে। তাহার পঙ্কিল পথে যাহারা সহচর সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায় তাহারা ফিরিয়াও তাকাইবে না অতঃপর। কত রকমের কত আশ্বাস সে শুনিয়াছে কিন্তু সে যেন সহজেই বুঝিয়া লইত সকলই প্রলোভনেরস্তোক মাত্র। তাহার মত অনেকে—প্রায় সকলেই—এত ভাবিত না। তাহাতে আর অপরে এই প্রভেদ। অজয় যখন অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ক্ষণিকের জন্য সে মনে করিয়াছিল, তমসার মধ্যে

বিদ্যুতের আলোকে সে যেন একটা পথ পাইয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া জীবনের কলুষ কোন প্রকারে মুছিয়া লইয়া অস্তিত্বের ভয়াবহ ভাবটা যে ঘুচাইয়া লইবে, অন্ততঃ কতকটা। অনেক মিনতি সে করিয়াছিল, পদপ্রান্ত চোখের জলে প্লাবিত করিয়া কিন্তু সকলি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল; তবুও ভাবিত, ভাঙ্গিবে হয়ত কোন সময় সেই পুরুষোচিত হৃদয়ের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। এই আশা লইয়া সে বসিয়াছিল একাকী একেবারে নিঃসম্পর্ক দুনিয়াহীন সঙ্গীবিরহিতের মত। কিন্তু সব যে ফুরাইয়া যায় চিরদিনের জন্য! এমন অবস্থায় এখান হইতে ফিরে কয় জন? আর যদি ফিরিবার মত হইত তাহা হইলে তাহার ডাক পড়িবে কেন, এই অভাবিতপূর্ব্বরূপে?

"একটু দেরী হয়ে গেল ফিরতে। কিন্তু তোমাকে এখন সেখানে নিয়ে যেতেও পাচ্ছিনা একটা অপারেশনের সরঞ্জাম হচ্ছে—শেষ চেষ্টা।"

"বাবা, আশা তা হলে নাই ই একে বারে"

"সেই রকমই মনে হচ্ছে"

"বাবা"

"একটু স্থির হতে হবে। আমি কতকটা বুঝতেই পাচ্ছি সমস্ত অবস্থা। যতটুকু সম্ভব আমি করে দিব নিশ্চিতই। অধীর হয়ে লাভ নাই। ভদ্র সন্তান এরকম কাজে না আসাই উচিত ছিল বিশেষতঃ আজ কালকার এই দুর্দ্দিনে। বেশী দিনের বগাল নহে

লোকাভাব খুবই তাই কাঁচা সিপাহি হইলেও মোতায়েন হইতে হইয়াছিল।”

“কিসে কি হইল বাবা ?”

“অজয় রিজার্ভ ফোর্সে ভর্ত্তী হয়েছিল, বড় বেশী দিন নয়। সহরে এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে নূতন পুরাতন সকলেরই ডিউটী দিতে হচ্ছে, আবশ্যক মত। বুধবার সকালে বহুবাজারের দিকে একটা মহা হাঙ্গামা হয়েছিল বোধ হয় শুনে থাকবে। সেখানে অজয়ের দলের সিপাহী রক্ষণকার্য্যে আহত হয়েছিল, অবশ্য অন্যান্য দলের সঙ্গে। জখম সেই খানে হয়েছে সাংঘাতিক রূপে একটা মসজিদ রক্ষা করতে। আমার থানারও তিন জন এখানে আছে জখম হয়ে। এখানে আসবার পর আমি যখন ওয়ার্ডে আসি যুবকটী মিনতি করে এই কটা কথা আমার নিকট জ্ঞাপন করিল “আমার যা কিছু রহিবে সকলই চুনীর, ১৭নং......ষ্ট্রীট, এইটুকু করিবেন ভগবান আপনার মঙ্গল...। তাহার আছে একশত কয়েক টাকা। তোমার খোজে লোক পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু নামের বিভিন্নতায় ঠিক ধরতে পারা যায় নি তাই নিজে বাহির হয়ে পড়েছিলাম অবসর করে কোন রকমে তাহার করুণ আবেদনের সম্মান করে”

বাবা, একখানা টেলিগ্রাম যদি করতে পারা যেত এঁর ভাই শচীন—ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি।”

'এখনি। তুমি বস এখানে, ট্যাক্সি খানা ছেড়ে দি। আর দেখেও আসি একবার'।

ওয়ার্ডের পথে একজন দ্রুত আসিতেছিল; ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের তল্লাসে।

"শেষ হয়েছে, সেই লোকটার হুজুর। ছুরী চালাবার অবসর পেলেন না বড় সাহেব।"

"চুপ, খুব আস্তে, ওখানে বসে ওই মেয়েটী শুনতে পায়না যেমন এখনি।"

ইন্‌স্পেক্টার ওয়ার্ডে যাইয়া দেখিলেন হতভাগ্য যুবকের ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন দেহ অপসারিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মৃত দেহ সম্বন্ধে একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে একটু সময় লাগিল ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের ফিরিয়া আসিতে'

"রক্ষা হইবার মত ছিলনা মা। এখন তোমার বাসনা যদি কিছু থাকে চেষ্টা করব সাধ্য মত।"

"বাসনা? বাবা, বলবার কিছু নাই তোমার কাছে—হতভাগিনী মেয়ে এই তোমার। আর কি বলব। টেলিগ্রাম যখন গিয়েছে তিনি এসে পড়বেন ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই। ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা—শুধু এই চায় এখনকারমত মেয়েটী তোমার। শেষ ক্রিয়া যেন করতে পারেন তাঁর ভাই এসে। আর কোন সুবন্দোবস্ত যদি হত, অর্থব্যয় করিলে যেমন আবশ্যক!"

"বুঝতে পাচ্ছিনা আর কি হতে পারে এমত অবস্থায়। আমিও আর বেশী থাকতে পাচ্ছিনা থানা ছেড়ে বিশেষতঃ আজ কাল হাঙ্গামা চারি দিকে। তবে--"

"ওই যে নিয়ে যাচ্ছে কারা আর একটা মৃতদেহ, বেশ বন্দোবস্ত রীতিমত।"

"ও একজন মুসলমান সিপাহী, প্রাণ হারিয়েছে এই হাঙ্গামায়। আঞ্জুমানের তরফ হতে সৎকারের বন্দোবস্ত আছে—তাই এরকম"।

পাঁচিশ

পত্রলেখা হইয়াছিল মনিরের কক্ষে বসিয়া সেতারার সমক্ষে তাহারই কাগজ কলমে। সে অত গবেষণা করে নাই কি লেখা হইতেছিল কিসের জন্য। তবে একবার মনে হইয়াছিল এই লেখিকা ত চিঠি লিখিতেন না ইদানীং বড় একটা, তবে আজ বসিলেন কেন। তাহার কৈফিয়তের জন্য সে উদগ্রীব হয় নাই আদৌ। এটা সে জানিত যে আসা আসির জন্য লিখালিখি হইতেছিল বরাবরই নানা প্রকারে। কিজন্য—তাহার আভাস কেহ তাহাকে সাধনা করিয়া না জানাইলেও মাথাব্যথা ছিল তাঁহার শুভানুধ্যায়ী দিদিমনির যথেষ্টই এবং তিনি ইঙ্গিতাদি দ্বারা নানা রকমে সমঝাইয়া দিতে ছিলেন প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে বনটীর তাঁহার যতটা শুভ সম্পর্ক রহিয়াছে এমন আর কাহারও আছে বলিয়া বোধ হয় না। চাচীমার কথা অন্য প্রকারের, আর তাহার নিজের ত কোন কথাই নাই। এইটুকু আনন্দ অধিকন্তু এই যে, চির দিনের মত পর হইয়া যাইবার পথে এখনকার মত কতকটা কণ্টক পড়ায় সে নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছে দাদাটীর

এটুক ওটুক করিবার আকিঞ্চন সম্বন্ধে। সেটা তাহার শৈশবের খেলা, যৌবনের আমোদ, পরিণত বয়সের কর্ত্তব্য। সেতারায় যতটা প্রচুরতা সম্ভবপর হউক না কেন তাহাকে তাদের চাইই, ইহা যেন জোর করিয়া সে বলিতে পারে।

মনিরের প্রত্যাবর্ত্তন স্বন্দরার চিঠির ফল, কি অন্য কিছুর জন্য, ঘটিয়া গিয়াছে ইহা লইয়া বাদানুবাদের হেতু ছিল না. কিন্তু তবুও লেখিকা দাবী লইয়া সেতারার কাছে উপস্থিত হইল কি জন্য তাহা সেতারা বুঝিতে পারিল না। সে লিখিতে বলে নাই, চিঠি কাহাকেও কিন্তু দাবীদাবের তরফ হইতে কোন ভূমিকা-ই হইল না নিঃবিরোধে লইয়া বসিলেন একটা অমল চিবুকের দেহ-মন-স্পন্দনকারা বিমল চুম্বন।

ছেলে ফিরিয়া আসিলে মা তটস্থ হইলেন। খটকা কিন্তু রহিয়াই ছিল, আরও ঘনতর হইল। এত লেখা লিখিতে যে আসে নাই, সে আসিল সুন্দরীর পত্রে। ইহার অন্তরালে যে তাড়না আছে তাহা যেন কার্য্য ক্ষেত্রে অন্তরায় না হইয়া দাঁড়ায়।

প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে মাতা চেষ্টা করিতেছেন চিনিতে কতকটা নূতন রকমের এই ছেলেটীকে, প্রবাসের বিচ্ছিন্নতা এবং পরবর্ত্তী সময়ের এখানকার ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া। প্রবাসী পুত্রের চালচলনে কিছু কিছু নূতন রকমের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যদিও মা কোন মতেই এমন আঁচ পান

নাই যাহাতে তাঁহার মনে হইতে পারে ছেলেটী তাঁহার মাতৃ আজ্ঞার অসম্মান করিতে কুণ্ঠা বোধ না করিবে।

সুন্দরীর ভাগ্য বিপর্য্যয় যাহাতে ঘটিয়াছে তাহাতে সে সংশ্লিষ্ট ছিল না ইহা মনিরের একটা স্পর্দ্ধার বিষয়—সে থাকিলে এরূপ জঞ্জাল ঘটাইতে পারিত না, সেই দুর্ব্বৃত্ত কবিরাজ ইহা সে জোর করিয়া বলিয়া আসিতেছে। সংশোধনের জন্য সে বদ্ধপরিকর ইহা বলাই বাহুল্য কিন্তু সুন্দরীর হাবভাবে সে যেন এইরূপ আভাসই পাইতেছে যে যাহার জন্য এত মাথাব্যথা, সে স্থির করিয়া লইয়াছে, চুকিয়া গিয়াছে তাহার ব্যাপার, একেবারে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া।

মনির সকল কথা ভাবিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিল, আদ্যোপান্ত। মায়ের সাধ তাহার শিরোধার্য্য কিন্তু সেই সাধ সফল করিতে হইলে আর একজনের দিকটা আগে আগুলাইতে হইবে ইহা মাও বুঝিতে-ছেন ভাল করিয়া। সে সমাজ-বন্ধনের অসম্মান চাহেনা কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা অনর্থ ঘটাইতে কিঞ্চিত মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনা তাহাদের বিধান ঘাড় পাতিয়া লইতে সে কোন মতেই প্রস্তুত নহে। সে চেষ্টা করিবে রক্ষা করিতে সমাজের সম্মান। কিন্তু এমন অনুশাসন সে মানিবে কেন যাহাতে দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে নিরীহ একজন কল্পিত কালিমায় হেয় হইয়া থাকিবে এমন করিয়া। কোন প্রতিকারই সমাজ হয়ত ইচ্ছা করিয়াই করিবে না। সে কৃতসঙ্কল্প এবং সকলটারই জন্য প্রস্তুত সমাজ যেরূপ বিরোধীই

হউক না কেন যত দিক দিয়া সম্ভব। আর যদি নাই হয় আত্মত্যাগ সে করিবে যতটা আবশ্যক।

মধ্যম গাঙ্গুলী ইতিপূর্ব্বে অনেক কথায় কাঁদিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিশেষ কোন কাজের নয়—শুধু আলোচনা এবং উদ্বেগের প্রকাশ মাত্র। সেই কবিরাজ পাষণ্ডের উল্লেখ করিয়া আশাও ব্যক্ত করিয়াছেন। মনির প্রতিবাদ করিয়াছে—এখনও নাম করা হইতেছে সেই দুর্ব্বৃত্তের। তাহার সব ষড়যন্ত্র হীন স্বার্থমূলক। আর তাহার সিদ্ধান্ত, পাত্র সম্বন্ধে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে এখন পায়ে ধরিয়া সাধিতে আসিলেও সে হইতে দিবে না কোন মতেই। গাঙ্গুলী ফিরিয়া গিয়াছে ক্ষুব্ধ হইয়া। মনিরের এত দৃঢ়তা কিসের জন্য? ভগবান জানেন, হয়ত কিছু না কিছু আছে সেই সর্ব্বনাশকারী অপবাদের মূলে।

আজ গাঙ্গুলী আসিয়া আবার ধরিয়া পড়িলেন কিন্তু অন্য দিক দিয়া। "বাধা আর দিওনা বাবাজী, আমাদের এই সকলকার শুভ সঙ্কল্পে। মেয়েত প্রতিমা সুন্দরী—দেখতে শুনতে দাও আমাদের দিন কতক। মা তোমার সতী লক্ষ্মী। দেশ শুদ্ধ লোক তাকিয়ে রয়েছে এই শুভ সম্মিলনের আনন্দ উৎসবের দিকে। মীর পরিবারের ক্রিয়া কলাপ জাতি ধর্ম্মের ভেদাভেদ নাই কোনও কালে। সুন্দরীর ললাটে যা লিখেছেন ভবিতব্য—ঘটেছে, ঘটবে আরও যা লিখা আছে।"

"তিনি যা লিখেছেন তাও উল্টাইয়া যায় কখনও কখনও শয়তানের চাতুর্য্য চক্রে।"

"কোনও উপায়ই হয় নি তখন অনেক কিছু করেও। আর এখন ত, শুনেছ বোধ হয়, সে ছেলেটাও প্রাণ হারিয়েছে কলকাত্তার কোন হাঙ্গামায়"।

'আশ্বস্ত হয়েছি কতকটা, যদিও দুঃসংবাদ এবং দুঃখের বিষয় বলতে হবে। কেদার কবিরাজের উপর আপনাদের যেরূপ আস্থা সতর্ক থাকতে হবে আমাকে আপনাদের শুভ চেষ্টার প্রতিকূলে। মাফ করবেন জ্যাঠা মশায় আমার এই ধৃষ্টতা। মুরুব্বি যথার্থই আপনি এবং মাথায় করব আপনার মুরুব্বিয়ানা যদি কাজ করতে পারেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে"

পাল্কী দরজায় লাগিল।

"আসতে আজ একটু বেলা হয়ে গেল চাচী মা—কিন্তু মনিদার কি দরকার এত পাল্কী বেহারায়—তিনি তা ত শুনবেন না। শুনবে না তুমিও হয়ত'

"একি! এমন কাপড় তোমাকে কে পরতে দিলে সুন্দরী?"

"এটা দিদিমার—সাদা ধপধপে—সামনেই ছিল, চোখে লাগল খুবই। পরলেমই বা চাচীমা।"

"মা নাই তোমার—আমি আছি এখনও যক্ষের ধনের মত তোমাদিগকে বুকে আঁকড়ে।"

ছাব্বিশ

সুন্দরী অন্দরে পদার্পণ করিয়া ইদানীং ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিত সর্ব্বাগ্রে সেতারা কি করিতেছে কি ভাবে এবং কোথায়! মনিদার কক্ষে বনটী তাহার দু-একবার তাহারই সঙ্গে যাইতেছিল কিন্তু তাহার অন্তরালে এমন কখনও একটী বারও হইয়াছিল কিনা যে সেতারা সেই কক্ষে আপনা হইতে গিয়া পড়িয়াছে—ইহা জানিবার জন্য মন যেন কেমন একটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। আজ অন্দরে সে অসাধারণ চিত্ত চাঞ্চল্য লইয়া প্রবেশ করিয়াছে কেন, বলা দুরূহ, তবে এটা সহজেই বলা যায়, আজিকার এই বিসদৃশ বসন খানির দিকে দৃষ্টি পড়িবে সকল আপনার জনের আপনা হইতেই এবং তাহার জন্য কৈফিয়তের দাবী হইবেও অবশ্য।

সেতারা সুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া ওদিকটায় যাইবার অগ্রেই সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইল।

"বলতে পার মনিদা কি অন্যায় করেছি আমি একবারটী দিদিমার এই থান ধুতি পরে—কত বকলেন চাচীমা।"

"বলতে পারি এবং বলব, তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে।"

"শাস্তি ত তুমি আর বড় একটা দিতেছ না ইদানীং—তুমি যেন সে মনিদা নও বিদেশ হইতে ফিরিয়া।"

এমন অবস্থায় সেতারার মত অন্য কাহারও সহযোগীতা আবশ্যক এবং মা তাহার অনুরূপ হুকুম দিয়াছেন নিশ্চিন্ত মনে করিয়া মনির বাহিরের দিকে চলিয়া আসিল।

দিদিমার বস্ত্র পরিধান একটা সরল সমস্যা কিংবা দুরূহ রহস্য ইহা আলোচনা করিতে গিয়া মনির আপনাকে সমূহরূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। হইতে পারে সুন্দরীর এই কার্য্য একটা খেয়াল, সাদা সিদা রকমের। অথবা হইতে ও পারে ইহা একটা মনের অভিনয় যাহাতে খুব একটা গভীর মন্তব্য আছে। সামান্যের মধ্যে অসামান্যের কল্পনা নিহিত থাকিতে পারে, যেমন চরকাব খেয়ালে মিশাইয়া রাখা হইয়াছে দেশের একটা প্রকাণ্ড ওলোট পালোট।

যাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে কি অধিকার তাহার যে জন্য সুন্দরী এতদূর করিতে যাইবে। কিন্তু করিয়াছে যখন সে এতটা আপনা হইতে তখন কৈফিয়তের দাবী আসিতে পারে অবশ্যই। জিজ্ঞাসা সে করিবে না। যাহা পারে নিরাকরণ করিতে সে নিজে যতটা সম্ভব।

মাষ্টার ছাত্রের এরূপ ভাবভাব বড় একটা আমল দিতে পারিতেন

না। সুতরাং ক্ষুব্ধ হইতেন সমূহরূপে। পূর্ব্বকার সংস্কারে ছাত্রটীকে বুঝাইবয়া প্রকৃতিস্থ করিবার প্রয়াস তিনি ইদানীং বড় একটা করিতেন না আলিগড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর। আজ ও দূর হইতে মনিরের চাঞ্চল্যভাব লক্ষ্য করিয়া নির্লিপ্তই রহিলেন।

মনির অন্দরে ফিরিয়া গেলেন মন্থরপদবিক্ষেপে কতকদূর এবং স্বাভাবিক ভাবে ভিতরের দিকটায়। কক্ষের দ্বারে সুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল—নির্ব্বিকার আপনার স্বাভাবিক আনন্দ ভাব লইয়া।

"দেখবে এস মনিদা একটা সিন্দুর কৌটা কি সুন্দর—সোনার—তোমাদের এখান হতে দেওয়া হয়েছিল। এটা নিয়ে এসেছি বাড়ী হতে, এখানেই থাকবে আমার ওই আলমারীর মধ্যে। সিন্দুরে ভরা আছে সেতারার জন্য।"

আরও একটা প্রমাণের অভিব্যক্তি। সংশয় ঘনাইয়া আসিল এদিক দিয়াও, যাহার মনে সংশয় লাগিয়াছিল পূর্ব্ব হইতে।

"ওটা ফিরিয়ে আনলি কি জন্য সুন্দরী?"

"সেই আবার কৈফিয়ৎ! এত কৈফিয়তের কি আছে এতে? চাচীমা জানলে আরও বকবেন হয়ত কত! নাই ব'লতেম তোমাকে। এসব সামান্য—যার জন্য তুমি তলব কচ্চ কত কৈফিয়ত।"

সংবাদ আসিল মাষ্টার ডাকিতেছেন মনিরকে, কোন বিশেষ কথার আবশ্যক।

"কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় যেতে হচ্ছে, বৈকালের

ট্রেণে আজই, ভিতরে খবর করে দাও, ফিরতে পারব বোধ হয় ২।৩ দিনের মধ্যে।"

"কারণ জিজ্ঞাসা করবেন, মা, অবশ্যই। আপনিত বড় একটা যান না কলকাতার দিকে। আজ কেন, বিশেষতঃ এই হঠাৎ।"

"বিশেষ কিছু নয়, স্কুল ত বন্ধ আছে, দু-এক দিন ঘুরে আসি একবার।"

অনুসন্ধিৎসা থাকিলেও অত জিজ্ঞাসাবাদের অবসর ছিল না।

মনির অতঃপর সিন্দুর কৌটার ব্যাপার হইতে স্থির করিয়া লইল সুন্দরী আপনাকে এজীবনটার মত নিশ্চিন্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এতটা প্রভাব ঘটিয়া গেল কেমন করিয়া সম্পর্ক বিরহিত একটা নিতান্ত অজানিত জনের তরফ হইতে। সমাজের অযথা মন্তব্যপরম্পরায় যদি তাহার মনে ধিক্কারই জন্মাইয়া থাকে তাহা হইলেও এমন কিছুই কি তাহার নাই, যাহার বলে সকল হীনতাকে অবজ্ঞায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সে আপনার মাথা উঁচু করিবার জোর করিয়া লইতে পারে। যেমন করিয়াই হউক তাহার সম্ভ্রমে আঁচ লাগিতে দিবে না, এমন আপনার জন কি তাহার কেহই নাই?

অথবা হয়ত এসকলই তাহার মর্ম্মের স্বরূপ অভিব্যক্তি। মনে পড়িল পাত্র নিজে দেখিতে আসিবে এইরূপই বন্দবস্ত ছিল। এত বড় আত্মসমর্পণ যদি হইয়াই গিয়া থাকে সেই ক্ষণিকের সাক্ষাতে

তাহা হইলে কি মন্দভাগ্য এই বেচারী বালিকার। কিন্তু উপায় এখন কোথায়? সুন্দরীকে সে চিনে ভাল করিয়া সকল রকমে সকল দিয়া। বৃথা আয়াস হয়ত, তাহাকে ফিরাইতে। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য পড়িয়াই রহিয়াছে স্পষ্ট—সমবেদনা এবং আত্মত্যাগ। তাহার জন্য সে প্রস্তুত। মায়ের প্রাণ ফাটিয়া যাইবে বিশেষতঃ সেতারা সম্পর্কিত জটিলতায়। উপায়ান্তর নাই কিন্তু। সুন্দরী বুঝিতে কতদূর সে তাহার আপনার, আর কেহ বুঝুক অথবা নাই বুঝুক দুনিয়ায়।

মায়ের মন সকল অবস্থা বুঝিয়া লইল ক্রমে ক্রমে। মনির কৃত সঙ্কল্প। মধ্যম গাঙ্গুলী জানাইয়া গিয়াছেন স্পষ্টই, মনির বিবাহে একেবারেই বিরত—কোন মতেই লওয়াইতে পারা যাইতেছেনা তাহাকে।

সেতারার মা সাক্ষাতে ও পত্রে নানা প্রকারে তাকিদ করিয়া আসিতেছিলেন মনিরের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে। এবার আসিয়া একেবারে ধন্নাদিয়া পড়িলেন—

"কোন আশাই ত আর রইল না ব'ন, যেমন দেখছ, ও বুঝছ। কপাল যদি তেমন হ'বে তাহা হলে এরূপ অবস্থায় এসে দাঁড়াবে কেন? মনে একটা খটকা ছিল বরাবরই তুমিত বলে এসেছ। এখন উদ্ধার কর ব'ন মন্দ ভাগিনীকে এই মহা দায় হতে। ডাগরটী ত হয়েছে। আর নিশ্চিন্ত থাকতে কি তুমিই

পারছ? সেই ছেলেটীর পক্ষ এখনও নিরস্ত হয় নি। এখনই প্রস্তুত হবে তারা একটু শুনলেই এ পক্ষের মতামত। ছেলেটী ইনস্পেক্টার হয়েছে। কলকাতার পুলিশে।

সেতারা নামাজের পর আসিয়া দাঁড়াইল মা ও বড় মার চক্ষের উপর একটা ছাঁচে গড়া পুতুলের মত নির্ব্বাক কিন্তু প্রচুর ভাব প্রকাশক। মা ও বড় মার মুখের ভাব তাহার কাছে ভাল লাগিল না কিন্তু অত ভাল ও মন্দের মধ্যে সে আপনাকে সহজে প্রবেশ করাইত না।

"তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মা, বড়মার হুকুম নিতে এসেছি আমি"

বড় মা বুঝিয়াছেন নিয়ে যাবার কথা হইয়া গিয়াছে মা-ও মেয়ের মধ্যে এক প্রকার চুড়ান্ত। দোষ নাই তাহাদের কিন্তু যাইবার প্রস্তাব কি জন্য—তাহাকে সর্ব্বথা ব্যথিত করিয়া? যাহা কিছু করিবেন তিনিই, তাঁহার সেতারার জন্য, তাঁহারই এখানে।

"মেয়ে তুমি তোমার মায়ের, কিন্তু দাবী আছে আমারও—একথা তোমার মা-ও কি স্বীকার করবেন না? যাওয়ার কথা উঠতে হয় উঠেছে কথাতেই থেকে যাবে। সুন্দরী এসেছিল, কোথায় সাড়া পাই নি অনেকক্ষণ।"

"ও ঘরের মধ্যে—আমার কেতাবটা চেষ্টা করছেন পড়তে—

অনেকটা ত আয়ত্ত করেই ফেলেছেন উর্দ্দু লিখতেও পাচ্ছেন বেশ এক রকম আজ কাল।"

এই তথ্যগুলির মধ্যে সন্তোষই থাকিবার কথা। কিন্তু এমন কিছু আরও ছিল যাহাতে ভগিনীদ্বয় নির্ব্বাক অবস্থায় আপন আপন মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন।

সেতারা চলিয়া গেল—ডাকিতেছেন যেন ঐ দিকে সুন্দরী দি।

"তুমি থাকতে পারবেন বলছ—কাজেই ছাড়তে হবে কিন্তু সেতারা আমার, যতদিন তাকে পরের হাতে না তুলে দি আপনার বুক শূন্য করিয়া, নিজের যদি নাই হল। সে কর্ত্তব্য আমার। তোমার কাজ তুমি করে গিয়াছ অনেক দিন।"

সাতাশ

"তোমার শাস্তিদণ্ড চিরদিনই মাথা পেতে নিয়াছি কিন্তু এতটা বহন করতে বাধ্য করবে, কিজন্য মনিদা ?"

"আইন পড়ছিলাম আমি। আমার সাহচর্য্যে তুইও যে তর্কপটু হচ্ছিস বেশ এক রকম বুঝা যাচ্ছে।"

"তুমি আর যাই বল আবল তাবল, কিন্তু এটা আমাকে বলতেই হবে, আমি না-ছোড় একান্ত।"

"কি ?"

"কি দোষ সেতারার ?"

"সে ত চলে যাচ্ছে কলকেতায়"

"বোধ হয়, যে রকম শুনছিলাম"

"মন্দই বা কি ? কিন্তু বলতে পারিস কিজন্য এতদূর হয়ে উঠল এরি মধ্যে।"

তোমার ও আমার দৌরাত্ম্যে।"

"সুখী হলেম কারণ শুনে"

"না, তা হ'তে পারছেনা কোন রকমেই, তোমাকে শুধরিয়ে নিতে হবে সব, যেমন করে পার সকল দিক বজায় রেখে।"

"গরজ ?"

"আমার জন্য—বিশেষতঃ তার যখন দোষ নাই—বেচারী সে নিতান্তই।"

"কি দোষ তোর হয়েছিল, যার জন্য এত অত্যাচার ?"

"অত্যাচার আবার কি ? ওটা ওরকম হয়ে থাকে সবারই জন্য।"

"অত্যাচার চূড়ান্ত কিন্তু আমিও প্রতিকার করব চূড়ান্ত"

"তোমার ব্যবস্থার অন্যথা করবে কে ? বিশেষতঃ আমার অসাধ্য—একথা শুনিয়ে আর কাজ কি ? তবে এতগুলি প্রাণে আঘাত করো না। চাচীমা কতখানি আশা বুকে করে ছিলেন, বুঝতেই পেরেছি যখন ছিলে তুমি প্রবাসে তাঁর বুক ছেড়ে। আর সেতারা ? কি আর শুনাব তোমাকে সুন্দর হতেও সে সুন্দর।"

"যে যতটা সুন্দর তার অধিক তাকে বাড়িয়ে তুললে অধঃপতন হয় তারই। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে কতকটা তার আপনার জন। তুইও সেই দল ভুক্ত; আমার কোন দোষ নেই।"

"দোষ তার কিছুই নয় একথা স্বীকার করেছ তুমিও। চাচীমার অপরাধ গ্রহণ করতে তুমি পারবে না—আমি প্রস্তুত শাস্তির জন্য"

"বেশ আমার এই আদেশ। কল্‌কেতায় যাওয়া না যাওয়ায় কিছুই এসে যাবেনা আমার। আজ হ'তে আমার এদিকটায় আর কেউ আসতে পার্ব্বেনা—তুই ছাড়া যেমন বরাবর। আর এক কথা মাকে বলে দিচ্ছি, গাঙ্গুলী জ্যাঠা অবশ্য দ্বিরুক্তি করবার মানুষ নন—তুই এই বাটীতেই থাকবি এক রকম। সময় সময় যাবি ওখানে কখনো কখনো। দিদিমার সঙ্গে কথা কয়ে আসব আজই—সেদিক কার কোন চিন্তা তোমার নাই একটুও, এখন ভার নিলাম সমস্ত আমি আপনার উপর।"

"এসকল ব্যবস্থা চাচীমার অনুমোদন সাপেক্ষ্য মনিদা"

"জ্যেঠামি তোর বেড়ে গিয়েছে যথেষ্টই তা বুঝেছি আমি ফিরে আসার পরই। বেশ, অন্যথা যা ইচ্ছা করতে পার তোমরা। আমার পথ চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত কিন্তু সাবধান—যে যার দায়ী ফলাফলের জন্য।"

আর কোন কথা হইল না অতঃপর কোন তরফ হইতে।

অন্দর সংলগ্ন বাগানের একটা মিষ্টফলের গাছে দুইটা পাখীর বাদানুবাদ কাকলি অনেকক্ষণ হইতে শুনা যাইতেছিল। সেতারা বাতায়নের দিকে আসিয়া দারোদ্ঘাটন করিতেই শব্দ তাড়নায় একটা পাখী স্থান ত্যাগ করিতেছে—সেইদিকে নজর পড়িল এবং দেখাগেল বড়মা যাহার জন্য দুনিয়ার সুখ হারাইতে বসিয়াছেন তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। আরও একজন ওই চলিয়া যাইতেছেন

বাগানের ওদিকটায় যিনি বাগানের মালিক। সে অত বুঝিল না নামিয়া আসিল যেখানে বসিয়া ছিলেন বড় মা।

"দিদি ঐ বাগানের মধ্যে! আমি জান্‌তাম তিনি এদিকেই আছেন আপনার কাছে। আজ এখনও দেখা হয় নি আমার সঙ্গে ভাল করে।"

"সুন্দরী কি বাগানের দিকে? সেদিকে ত মনির ছিল অনেক-ক্ষণ হতে। সুন্দরী এতক্ষণ তোমার কাছ ছাড়া রয়েছে?

"এই যে চাচীমা, ছিলাম ওই বাগানের দিকটায়। মনিদা এসেছিলেন তিনিও বোধ হয় আসছেন এই দিকে।"

সেতারা উঠিয়া গেল, কোন কথায় কোন সাড়া না দিয়া।

"চাচামা"

"কি বলছ সুন্দরী?"

"আমি যাচ্ছি, বাড়ী"

"এ রকম ধরণের বিদায়, আজ নূতন। কথায় বিষাদ। কি জানি কি ঘটেছে আমারই কপাল দোষে"

"আমি সেতারার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব। আজ তোমার পায়ে মাথা পেতে হুকুম. নিলাম চাচীমা। আমার আর কেউ নাই এটা মনে থাকবে তোমার, যতই হ'ক না কেন যত দিক দিয়ে।"

সেতারা বিষন্ন মুখে বসিয়াছিল তাহার মনে বিশেষ কোন

আন্দোলন ছিলনা, তবু এমন কিছু হয়ত ছিল যার জন্য রাঙ্গা মুখে কালির রেখা আসিয়া পড়িয়াছিল একটুকু স্পষ্টই।

"তারা! ব'নটী আমার!"

সেতারার মুখে আর কিছু ফুটিল না। ক্ষনিকের জন্য কালোর রেখা মিলাইয়া গেল তার এই ভালো দিদির আরও ভালো স্নেহের ডাকে। ডাগর চোখ দুটা কিন্তু বুঝাইয়া দিল স্পষ্টই যে প্রাণটী তাহার কাঁদিয়া উঠিতেছে শুধুই যেন কি জন্য!

"ও ঘরে যেওনা বড় একটা। অন্ততঃ না বল্লে, চাচীমা, লক্ষী দিদিটী আমার, আমি যাচ্ছি, চাচীমা ও তোমাকে বলে।"

পাল্কী বেহারার কোন বন্দোবস্ত করিতে কেহ বলে নাই। যাহার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত হইত সে চাহিতও না কখনও এরূপ সরঞ্জাম। আজ যেন কেমন একটু বাধ বাধ লাগিল বলিয়া সঙ্গে চলিল একটা বুড়া-ঝী, অনেক দিনের ওই নেটোর মা সুন্দরীর অনুরোধে।

নেটোর মা পরিচারিকা শ্রেণীর হইলেও ঠিক সেরূপ ব্যবহার পাইতনা। পথে নানা কথার অবতারণা করিয়া বসিল কতকটা মুরুব্বীয়ানার ভাবে যেমন সে কহিত মীর পরিবারে বহু দিন হইতে—পাল্কী বেহারা, পথ হাঁটা হাঁটী আর উচিত নয়, এমন সময় হঠাৎ কেন, এক আধ দিন থাকিলেও ত হয় রাত্রে, দোষই বা তাতে এমন কি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর কিন্তু বড় একটা পাওয়া গেলনা এই সেথোর কথার

যাত্রীর তরফ হইতে—শুধু দু একটা অসংলগ্ন "হুঁ।" এবং "না"। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঝঞ্ঝাবাতে সে মজবুত হইয়া গিয়াছে নানা রকমে এইরূপ সংস্কারই তাহার ছিল, কিন্তু নাড়া চাড়া আজ আসিয়া পড়িতেছে তবুও। বুকের মধ্যে কেমন একটা ত্রাসের সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল একবার এবং আর বার। যেখানে সে ফিরিয়া আসিতেছে কে আছে এমন তাহার এই বুকের ব্যথা বুঝিয়া একটা কোমল হস্ত বুলাইবার জন্য উদগ্রীব হইবে।

প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিলে আর অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না। একজন বসিয়াছিলেন আগন্তুক দালানের উপর চৌকিতে জ্যাঠা মশায়ের সঙ্গে কথা বার্ত্তায়। সুন্দরী অন্য পথ ধরিয়া চলিয়া গেল খিড়কীর দিকে—মনের মধ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাত লইয়া। নেটোর মা ফিরিবার হুকুম পাইল না।

মধ্যম গাঙ্গুলী অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন কতকটা—মেয়েটা ফিরিয়া ত আসেনা এরকম ভাবে আজ কাল। বৈঠক খানার চাবীটা সুন্দরীর জিম্মায় ছিল খোঁজ রাখিতেন না দিদিমা অত আর। সুতরাং জ্যাঠা মহাশয় একটা কাটানো কৈফিয়ত গুছাইয়া লইলেন কোন রকমে—

"উনি এসেছেন, শচীন বাবু। বুঝতে ত পেরেছই বোধ হয়। বলছিলেন বড় লজ্জিত উনি আমাদের কাছে—একটা কিনারা করিবার জন্য খুবই লেগে আছেন। বলতে বাধে সব কথা তোমার

কাছে—কিন্তু উপায়ও ত আর নাই, না বলে। সেই দুর্ঘটনার কথা শুনেছ সবই—তার জন্য ক্ষোভের অন্ত নাই। অপরাধ উনি সবই নিচ্ছেন নিজের উপর। অন্য কোন লক্ষ্য নাই উহাঁর যতদিন না বিহিত কিছু করে উঠছেন একটা পছন্দসই। কতকটা অগ্রসর ও হয়েছেন তাই এসেছেন কথা কইতে আমাদের সঙ্গে। ও বাটীতে যাতায়াত কিছু বন্ধ রাখা আবশ্যক আপাততঃ।"

"কথা যদি কেউ কইতে চান কোনও বিষয়ে—কইতে হবে আপনার কাছে এবং ঐ ও বাটীতে। অন্য মত যাঁদের তাঁরা ব্যর্থ হবেন। বাচালতা মাফ করবেন জ্যাঠা মহাশয়, আমার সহিত কথা কইতে বাধ্য হচ্ছেন আপনারা যেমন আমিও জবাবদিহী করছি আবশ্যক মত। আর কিছু বলবার নাই আমার আপাততঃ।"

"পাল্কী যেন আসে খুব সকালেই, নেটোর মা।"

———

আটাশ

গ্রামের মধ্যে বিপুল মাষ্টার একটা লোক, যদিও এ গ্রামে সে অতিথি। সমাজে বেমালুম মিশিয়া যাইবার পক্ষে ব্যাঘাত ছিল তাঁর যথেষ্ট কিন্তু এজন্য মাষ্টারের কোন ব্যাকুলতাও ছিল না। একথা সে একদিনও লুকাইতে চাহে নাই। তাহার পিতা হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এবং খাঁটী হিন্দু সমাজে তাঁহাদের আর কোন চলন ছিল না কিন্তু তবুও এগ্রামের সমাজ মাষ্টারটীকে এমন ভাবে টানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল যে, ছেলে পড়ান এবং ঔষধ বিতরণ ছাড়া সকল কাজেই মাষ্টারের ডাক পড়িত ভালয় ও মন্দয়। এমনি আপনার জন হইয়া পড়িয়াছিল এই পরদেশী বিপুল মাষ্টার। আপনার বলিয়া তাহার বড় একটা কেহ ছিলনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ পর্য্যায়ক্রমে অতিক্রম করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল কি কাজ আর বেশী মাথা বকাইয়া। পাড়া গাঁয়ের কোন একটা স্কুলের মধ্যে ছাত্রতাড়না করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে বেশ এক

রকমে—শহরের মধ্যে এমন মানুষের মিশ খাইত সহজেই কিন্তু পল্লীর সমাজে আপনাকে যথাযথ রূপে বজায় রাখিয়া খাঁটী পাড়াগেঁয়ে হিসাবে কাটাইয়া দিবার কেমন একটা খেয়াল তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। শুধু আর্টে সে ব্যাচিলার হইয়া নিরস্ত হইতে চাহে না। এই ব্যাচিলার খেতাবটাকে অন্যথা জীবনটার মধ্যে জাঁকাইয়া লইতেই বা ক্ষতি কি? এবিষয়ে খুব একটা আলোচনা করিয়া আপনাকে সমঝাইয়া লইবার জন্য সে গলদঘর্ম হয় নাই। তাহার মত অবস্থায় পড়িয়া সংসার পাতিতে গেলে যে রকম জঞ্জাল প্রায় জড়াইয়া আসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে সোজাসুজি ঠাওরাইয়া লইয়াছিল শত জঞ্জাল এড়াইয়া এইরূপ নির্লিপ্ত জীবনই প্রশস্ত। রহিলই বা একদিকটা একটু অসম্পূর্ণ যেমন চলিত কথায় বলিয়া থাকে সকল লোকে।

কেদার কবিরাজের বিষনয়ন ছিল মাষ্টারের উপর। মাষ্টারের বিনা পয়সার চিকিৎসা পশারহীন কবিরাজকে বেকায়দায় ফেলিয়াছিল, শুধু ইহাই নহে। ওই যে পরের ভাল অনর্গল কেহ করিয়া যাইবে ইহা ভাল লাগিবে কি প্রকারে? অধিকন্তু বড় কাটাকাটি জবাব করিত এই অজ্ঞাত কুলশীল পরান্নভোজী বিপুল মাষ্টার!

গিরিবালা আরও পসন্দ করিত এই ভাল মানষের ছেলেটীকে এইজন্য। কে করে আজ কাল পরের জন্য। এই কন্যাদায় গ্রস্ত

গোপনেনিয়া ধরা দিয়া যাইত মাষ্টারের কাছে আসিয়া সময়ে এবং অসময়ে। তাহার ভরসা আছে খুবই।

সুকুমারীকে লইয়া গিয়াছে কোথায় তাহার এক মাসীমা স্নেহ জানাইয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে কেদার কবিরাজের অন্তর্ধান ঘটিয়া যাওয়ায় পাড়ার লোকে বড় একটা আস্থাস্থাপন করিতে পারিল না এই কৈফিয়তে এবং ইহার মধ্যে একটা রহস্য লুকাইয়া আছে এইরূপই মনে করিতে লাগিল প্রায় সকলেই। গিরিবালা নিজেও নিরুদ্বিগ্ন ছিলনা এক মুহূর্ত্তের জন্য। বড় খুটীল সেই কবিরাজ, করিতে পারে না এমন কাজ নাই এবং করিয়াছেও অনেক রকম তাহাদেরই চোখের উপর। মেয়েটার দিকে আর তাকান যাচ্ছিলনা বয়সোচিত রূপলাবণ্য বাহুল্যে। মাষ্টারের কাছে সে জানাইয়াছিল আপনার যন্ত্রণাযুক্ত সব হাল কিন্তু করিবেই বা কি সেই ভাল মানুষের ছেলে তার এই গরজটার মত যথাযথ কাজ। কাজেই অগত্যা জীবনের সম্বল প্রাণ ধরিয়া সঁপিয়া দিয়াছে সেই আসন্ন বন্ধু কবিরাজের হস্তে তাহার আশ্বাস বাক্যে। বিদায়ের সময় মেয়েটার পা বাটী হইতে উঠিয়াও উঠিতে ছিলনা। চোখের জলের ত কথাই নাই। প্রতিবাদ সে করিয়াছিল কত প্রকারে মাতৃস্নেহে ঘা দিয়া। কিন্তু মা মনে করিয়াছিল, অধর্ম্ম করিয়া থাকে সে প্রধানতঃ অর্থের খাতিরে। সে অর্থ এবং অর্থের আশা পাইয়াছে প্রভূত। আরও, এত করিয়া আসিতেছে সে এই নিতান্ত অনাত্মীয়ের জন্য এত দিন ধরিয়া,

একটু ও কি ধর্ম্ম রাখিবে না একটা এই কাজে তাহার জন্য !

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, কত দিন। কোন কিনারার সংবাদ ত আসিল না। খুব সন্তর্পণে রাত্রি যোগে কবিরাজ আসিয়া শুধু জানাইয়া গিয়াছে একদিন, কাজ হাসিল হইয়া আসিল এক প্রকার সত্বরই কিন্তু কম পয়সার কাজ কি আর এই সব। বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে কত হাত পার হইতে হইবে কড়ি খরচ করিয়া।

গিরিবালা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে তাহার এই এক মাত্র কন্যার জন্য। হাতে যাহা কিছু ছিল ঢালিয়া দিল মাথার দোহাই দিয়া—শীঘ্র কর ওগো তোমার পায় ধরি তুটো। চলিয়া যাই আমি, যায় যেখানে তু'নয়ন মেয়েটার সুবাহা দেখিয়া। কাশী বাসিনী হইবেন সুন্দরীর দিদিমা নাতিনীর সমর্পণটা দেখিয়া। বলিয়া রাখিয়াছি তাঁহারি সঙ্গে লইব—সেবিকা স্বরূপিনী।

শেষে মন মানিতে চাহিলনা আর কিছুতেই! কেন সে এতটা নির্ভর করিয়াছিল সেই ক্রুরমতির উপর? হইতে পারে না কি কলিকাতা সহরে? প্রাণ তাহার ব্যাকুল হইয়া পড়িল কিন্তু কোথায় যাইবে সে, আছে ঐ একমাত্র সমব্যথা প্রকাশকারী বিপুল মাষ্টার। সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল এবং শত দোষ সে স্বীকার করিল। না বলিয়া এমন কাজ সে করিয়াছে। কবিরাজ বিশেষ করিয়া বলিয়াছিল অপ্রকাশ রাখিতে এই সকল কথা, এই মাষ্টার-টার কাছে। সব পণ্ড হইয়া যাইবে অন্যথায়।

বিপুল মাষ্টারের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বড় একটা ইতঃস্তত করিতে হইল না। মেয়ে-হারা মা, সত সাধুবাদ মুখে লইয়া বাটি ফিরিল। কম ঘরের ছেলে কি সে! ক্রিস্তান টি্স্তান যা কিছু শুনা যায়, হ'লইবা, ভাল যে সে সব অবস্থায় ভাল। সে যখন যাইতেছে নিজে, কোন আশঙ্কা রহিল না তাহার যদি কিছু না ঘটিয়া থাকে এত দিনে।

যে গ্রামের বাহিরে যাইত না বড় একটা, হঠাৎ সে কলিকাতায় গেল কি জন্য এরূপ জিজ্ঞাসা উঠিয়াছিল মনিবের মনে, কিন্তু যে যায় আপনার সামাল। পরের রহস্য উদঘাটন নাই হইল।

রওয়ানা হইবার অগ্রে মাষ্টার অবশ্য ভাবিয়াছিল কি করিতে যাইতেছে, এই বিপুল খোঁপা বাঁধার জন্য অত বড় একটা ঐরাবত সহর কলিকাতায়। ভরসা একটু ছিল প'ড়ে পাওয়া সেই সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের এক টুকরা। সেটা রাখা হইয়াছিল নোট বুকের এক পার্শ্বে গ্রথিত করিয়া সেই অবধি, যদি কিছু কাজে লাগে, যেহেতু কবিরাজ বুকে করিয়া রাখিয়াছিল সেটীকে আপনার ঘটকালির মহা প্রয়োজন স্বরূপ। কণামাত্রও সদিচ্ছা যদি থাকে কবিরাজের কন্যা সম্প্রদানের স্তোকের মধ্যে, তাহা হইলে হয়ত সন্ধান মিলিয়া যাইবে এই ম্যারেজ এজেন্সিতে, কেন না কবিরাজেরিবা কে আছে সেই কলিকাতায় যেখানে এমন মস্ত একটা কাজ লইয়া সে ভাসিয়া পড়িল।

যে বিপন্ন সে তৃণখণ্ড অবলম্বন করিয়াও পরিত্রাণের আসা করিয়া থাকে। দেখা যাউক কি আছে তাহার—তাহার কেন—গিরিবালার অদৃষ্টে।

নেবুতলার সেই আপিশটাতে তখন বসিয়াছিল একটী জন, খাতা পত্র লইয়া কতকটা ব্যস্ত। জিজ্ঞাসাবাদে মাষ্টার বসিবার অনুরোধ পাইলেন। লোকটাও সারিয়া লইল হাতের কাজ কতকটা তাড়াতাড়ি করিয়া .

"আপনার আসা হইয়াছে কি মনে করিয়া ?"

"ম্যানেজার অবিশ্যি আপনিই"

না, আমি এ্যাসিষ্টাণ্ট ; ম্যানেজার খুব ব্যস্ত একটা নূতন ধরণের বিবাহ লইয়া, আজ কয়েকদিন হতে। আমাদেরও ফি অনেক চার্য্য করা হয়েছে সুতরাং—তিনি আদ্যপান্ত ঠিক করেছেন—যথা সম্ভব সকলি নিজ হস্তে"

"নূতন ধরণের বলছেন, কি রকম।"

"সব কথা বলতে পারছিনা আপনাকে, মাফ করবেন। Strictly Confidential তানাহলে কি চলে আমাদের এই ব্যবসা।"

একটু খটকা হইল আগন্তুকের উদ্বেগ পূর্ণ মনের মধ্যে।

"মহাশয় আমি এসেছি আপনাদের এখানে বিশেষ গরজে বুঝতেই পারতেছেন। সহজ ভাবে সাদা সিদা কাজের জন্য বড় একটা আপনাদের শরণাপন্ন হতে হয় না, ইহা অবশ্য আপনারাও

জানেন ভাল করে আমাদের চাইতে। আপনাদের গোপনীয় বিষয় জান্‌তে চাইনা আমরা কিন্তু আমাদের মনের কথা ত আপনাদের কাছে বলতেই হবে। নইলে কাজ করবেন কি করে। ফিঃ যা ধার্য্য আছে থাকুক, এই কয় টাকা আপনার সেলামী। পরে হাজির করব আরও, যদি কিনারা কিছু করতে পারেন আমার। আপনিই ত দেখ্‌ছি এখানকার সবই এক রকম”

সূর্য্যোত্তাপের কাছে থাকিলেও কচি নারিকেলের জল উদরে স্থান লাভ করিয়া শীতলতা উৎপাদন করে। কোম্পানির টাকা জলন্ত অনলে ঢালাই করা হইলেও উত্যক্ত হৃদয় ঠাণ্ডা করিয়া দেয় সমূহরূপে।

“আপনার কাজ কি ধরণের বল্‌তে পারেন, দেখি পারা যায় যতদূর কত্তে”

“দেখুন, আমার কেউ নাই বড় একটা। লোকে বলে বাবা ধর্ম্ম হারিয়ে ছিলেন, কথাটাও বেরিয়ে গিয়েছে সেইরূপ। আমি থাকি মুসলমানের বাড়ীতে, পাড়া গাঁয়ে সামান্য মাষ্টার বৃত্তি নিয়ে। মনে করে ছিলাম, দূর হ’ক সংসার ধর্ম্মের কাজ নাই। কেন না কে আর মেয়ে সঁপবে এমন-বিচিত্র রকমের পাত্রে। জুটলেও, হয়ত হবে কি রকম বেয়াড়া একটা বেজায় আদবকায়দাওয়ালী জীবন সঙ্গিনী। শেষে কিন্তু মত পরিবর্ত্তন হয়েছে। যদি কিছু ক’রতে পারেন সুরাহা। আপনারাই পারবেন”

"ভূতকষ্ট দেখ্‌ছি অনেক, যেমন ব'লছেন, কিন্তু অসাধ্য সাধন কর্ত্তে পারি আমরা, ব্যয় ভূষণ যদি করেন আপনারা।"

"পয়সা সংগ্রহ কিছু করেছি অবিশ্যি, নইলে আপনাদের কাছে আর এসেছি কি ভরসায়"

"দেখুন, বলছি আপনাকে, ভাল ভেবে—আপনি শুনিয়া রাখুন শুধু বুঝবার জন্য, কতদূর পারি কর্ত্তে আমরা। আপনার কাজ ত সোজা কতকটা। হিন্দু মুসলমান মাঝে বিবাহ, তাও হচ্ছে এই এজেন্সি হতে"

"অসাধ্য সাধন দেখ্‌ছি করে ফেলেছেন আপনারা। সাধু, একেবারে চূড়ান্ত"

"সুতরাং আপনার ফরমাইস পূরণ করিতে পারিব, এ আর কি কথা। সোজা সেত, অতি সোজা। এইরূপ অসাধারণ রকমের কাজ করে থাকি আমরা অধিক ক্ষেত্রে। রোজগার ত ইহাতেই, ব'লতে গেলে এক রকম সব"

"তাহ'লে আরম্ভ করে দিন, আমার কাজটাও, খাতায় নাম টাম লিখিয়া দস্তুর মত এবং নজরানা গ্রহণ করিয়া হিসাব মত।"

"দেখবেন, পারব' কিনা আমরা হাসিল ক'রে। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন ঐ দিকটায়, একটু অন্তরালে। যে কথাটা ব'লছিলাম, পাত্রীর পিতা আসছেন ঐ, খুব ধড়িবাজ লোকটা। এ পর্য্যন্ত ধরা ছোঁয়া দেয় নাই বড় একটা কাহারও সমক্ষে।"

উপসংহার

চুনী ব'লতে যে ছিল, তাহার আহ্বান ক্ষান্ত হইয়াছিল অনেক দিন, এখন চিরদিনের জন্য। জীবনটা অন্যমুখি হইয়া চলিতেছিল অসরল পঙ্কিল পথের মধ্য দিয়া, কোন রকমে। হঠাৎ পথের পুরাতন বন্ধুর অভাবিতপূর্ব্ব সমাগমে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনরোদ্ধারের আশা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। দারুণ বিফলতায় চূর্ণ হইয়া গেল সকল আশা ভরসা চিরদিনের জন্য। চুনীর ডাক স্তব্ধ। কোহিনূর বলিতেও কেহ আসিতে পায় না, কি জন্য আর কে বলিবে কেমন করিয়া!

বাড়ীওয়ালী সেদিন জিজ্ঞাসা করিল—মা বলেছ বাছা, মুখের কথায় নয়, বুঝতে পেরেছি সেটা নানাদিক দিয়া। তাই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভরসা হয় একটু আধটু। তুমি যে রহস্য হয়ে রইলে আমার কাছে এত দিনেও" .

"মাফ করবে মা, যদি বলি জানতে পাল্লেম না তোমাকে, এত স্নেহ যত্ন পেয়েও। এই যে চামেলি, যার জন্য মনটা আজ যেন কেঁদে উঠছে সকাল থেকে বার বার, তার কথা আমি জানি অনেক, যা

জানা নাই বোধ হয় তোমারও। বুকে পুরে রেখেছি এতদিন কিন্তু আর ত সময় নাই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা।"

"শুনবার আগে শুনতে চাই, যাহা, তাহা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করতে হবেনা তোমাকে"

"মা অধিক আর ব'লতে হবে না তোমার কাছে। আমার যে বাড়ি খানা আছে ঐ মহল্লায়, সেটা যাহার দেওয়া তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন আমাকে। যিনি হারাইয়াছিলেন তাঁকে হারাইয়া আমি সুস্থ ছিলাম না কখনও। এখন হারাইয়াছি চিরদিনের জন্য। বহুবাজারের গত হাঙ্গামার জখমে প্রাণ হারাইয়াছেন। মৃত্যুর দিন হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া দেখিলাম বাড়িখানা আমার লুট কর্ত্তে উদ্যত কতগুলা সয়তানে মিলিয়া। দুই এক জন জানা শুনা হিন্দু খোট্টাও দেখিলাম যারা দুটা পয়সার জন্য আমার দরজায় ধন্না দিয়াছে শত শত—সুতরাং ধর্ম্মের ভাণ করিয়া তাহারা লুট-পাট করিতেছে—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ইহা বুঝতেই পারা গেল স্পষ্টতঃ। রক্ষা হইয়া গেল অন্নের উপর দিয়া। কিন্তু মনের সুবসৎ ছিলনা তখন সম্পত্তি সামলাইতে কিম্বা অত হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্যে আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে। চলিয়া আসিলাম তোমার—এখানে আশ্রয় পেয়েছি মনোমত। মা, চামেলি কিন্তু আমাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে বেশী রকমেই। ক্ষমা কর মা। আমার কোন অধি-কারই নাই। তারই মত আমিও তোমার আশ্রিত।"

"আমিও বুঝতে পারিনি বেশী কিছু। যারা এসে কথাবার্ত্তা ক'য়ে গেছে দু'চার দিন, মন্তব্য তাদের মোটা মুটি এই যে পাড়া গেঁয়ে একটা মেয়ে, বাপ আছে শুধু আর কেউ নাই। একটু যেন কিছু সামাজিক কি কসুর আছে তাই পাত্রস্থা হইতেছে এরকম ভাবে একটু ঢাকাঢাকি করিয়া। কত রকম দেখলাম বাস্তা কলকেতা সহরে। মাথা মাথির আর কাজ নাই। যারা যা কচ্ছে বুঝবে তারা। আমার বাটী মাত্র।"

"শুধু তা নয় মা, আইন যে আজ কাল অন্য রকমের—একটু বুঝে দেখা যেন আবশ্যক"

"সময় আর কই সে সব খোঁজ নেবার। আর এ ত হচ্ছে বিয়ে"

"পাত্রের খবর কিছু ত জানা যায় কি"

'"কি গরজ অত, শুধু ঘর খানার ভাড়া গণ্ডা ছাড়া"

"জঞ্জাল যেন ঘটবে মনে হচ্ছে। খুব হুঁসিয়ার মেয়ে ও চামেলী। ঘাড় ত সে পাতিতেছে না একটুও"

"সে কি মেয়ের বাপ এসেছিল একটু আগে। ঐ যে ফিরল বোধ হচ্ছে"

"বাপ নয়"

"তবে?"

"কিন্তু এগিয়ে পড়েছে অনেকটা। চুপ করেও থাকা যায় না অথচ। তোমাকে খুঁজচে ঐ।"

"দেখ, ওগো বাছা, তুমি করেছ আমাদের অনেক আপনার মত। তাঁরা আসচেন একটু সকাল সকাল। বেশী ত আর কিছু না। কয়েক জন বন্ধু বান্ধব সোজা সুজি।"

"কথা না বল্লে ত' আর চলছে না। দেখ ওগো কর্ত্তা ঠাকুর, আপনিত বামুনের ছেলে। পাত্রের নাম কি কোথাকার বলতে হচ্ছে সব পরিষ্কার করে না হ'লে কিন্তু"

"সর্ব্বনাশ সব বুঝি ফাঁস্‌ল। সবই জানবে বাছা এই আর একটু পরে। তবে কিনা, বুঝতেই ত পাচ্ছ, একেবারে সব দিক বজায় রেখে কি পার কচ্ছি আমি এরকম ভাবে তোমাদের এখানে। কতকটা ব্রাহ্ম মতে হচ্ছে। দেখে শুনে করে দাও বাছা উদ্ধার। এসে পড়েছেন বোধ হয় তাঁরা ঐ, আরও সকাল সকাল।"

সহযাত্রি দু পাঁচ জন বেশ সাফাই ধরণের বাবু, বর লইয়া বসিয়া গিয়াছিলেন, ঐ দিকটার একটা ঘরের ভিতরে ও বাহিরে। ভিতরে বেশ সরগরম রকমের সরঞ্জাম। বাহিরে তাহারি প্রবাহ আসিয়া ধাক্কা মারিতেছিল মধ্যে মধ্যে বেশ একটু যেন উচ্ছৃঙ্খল ধরণের। ডাক পড়িতেছিল—কৈ ক'নে কোথায়। হয়েই থাকনা লগ্নের আগে এর আর এত শাস্ত্র কি। সন্ধ্যার পর—উঃ অত দেরী!

কন্যা আগুলাইয়া রাখিয়াছিল খুব শান্ত ভাবে এবাটীর নূতন

ভাড়াটিয়া যে তাহার বাড়িওয়ালী মা ও কনের কর্ত্তাকে বলিয়া দিয়াছিল, বিবাহের ব্যাখা ভাল রকম পরিষ্কার করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া না দেওয়া হইলে, সে পাত্রী কাছ ছাড়া করিবে না কোন মতেই। বর কোনটী, নাম কি এবং বিবাহ সম্পন্ন করিবার মত সকল আয়োজনের অভাবই বা কেন ইহার কৈফিয়ত আবশ্যক।

কন্যাকর্ত্তা শিহরিলেন। মনের অগোচর পাপ নাই এবং পাপের মন ত্রাসে শিহরিয়া উঠে সহজেই—বিশেষতঃ ঐ মেয়েটার কথা গুলোও খুব জবরদস্ত রকমের বুঝা যাইতেছে।

"তুমি বুজছ ওগো মা লক্ষ্মী, আমি সে রকম একটা কন্যা দায়ে না প'ড়লে এরকমে পরিত্রাণ পাবার আয়োজন করব কেন"

"হতে পারে তেমন, বুঝতে ও পাচ্ছি আমি তেমনি। কিন্তু বিবাহের কোন চিহ্ন ত পেলাম না এতক্ষণেও। বিভৎস ব্যাপারের মাত্রা বেড়ে উঠেছে সরাপ এবং লোক গুলার স্বরূপের মধ্য দিয়ে, ক্রমে ক্রমে। বর আপনাদের কোনটী ?"

"আসবে মা, তুমিও ত দেখবে ওদিকটায়—তাঁরাও খুব খুসী হবেন নিশ্চয়ই।"

"খুসী হবেন তাঁরা নিশ্চয়ই, আপনার উপর বিশেষতঃ—কিন্তু অত শুনতে চাইনে আমি, আপনি অত সচ্ছন্দ বোধ করবেন না যতটা হয়ত কচ্ছেন। আমি প্রাণপণ শক্ত। তার চাইতেও

কঠিন—যাকে আপনি মেয়ে বলে জানিয়েছেন। আপনার মেয়ে অথচ আপনি জানেন না সে কতদূর শক্ত, এইখানেইত গলদ প্রকাশ হচ্ছে স্পষ্টই। কে আপনার বর ইচ্ছা হয় বলুন নইলে চলে যান, কন্যা পাবেন না জবাবদিহি না করলে যেমন বলেছি”

“বর ? তুমি শুনলেইবা ঘরের মেয়ে তুমি এখানকার। বাবাজির নাম মোহিত”

“আপনি ঐ মেয়ের বাবা ?”

“তাতেও সন্দেহ, পাগল দেখাছি এই মেয়েটা আমার। সর্ব্বনাশ ! পুলিশের লোক ঐযে ঐদিকটায়”

“পুলিশ এসেছে কন্যা কর্ত্তার সহায়তা করতে। কন্যা যাত্রীর ত অভাবই রয়েছে।”

“উঃ ! এযে সেই মাষ্টার বেটা”

“বিপুল বাবু। ঐ বোধ হয় বিবাহের পাণ্ডা”

“চিনেছেন ঠিক, ঐ সে কেদার কবিরাজ”

“হাতকড়ী লাগাও, এরফান আলি”

“বাবা”

“কি বল্ তুমি মা চুনি”

“বাবা, তোমার এই মেয়ে আর একটা”

“তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম আপাততঃ—ভরসা কর ?”

“তুমি যার বাবা, ভরসা কি তার এততুচ্ছ। ছায়ায়ও নজর

চলবে না কাহারও। বাটি যার তিনি আমার মা, খুব শক্ত। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি’

“খুব হুশিয়ার তবে, থানায় যেতে হচ্ছে এখনই”

“সকলেরই কি হাত কড়া পড়ল বাব.”

“এ সওয়াল কি জন্য’

‘শুনতে চাইলুম তাই’

“মাথা হেট্ ক’চ্ছ কেন এমন করে?”

“মাথা ত হেট হয়েই আছে হতভাগিনীর জীবনের মত। উঁচু হতে পায় সে একটু এই বাবাটীর কাছে। যে বাড়ি থানায় পেয়েছিলেন প্রথম আমাকে আমার বাবা, সেটা ন্যায্যমত আমার নয়, মোহিত বাবুর—যিনি এই বিবাহের বর।”

ত্রিংশ

শয়তানের শত ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া সুকুমারী কিপ্রকারে একটা হাঁফ ছাড়িবার মত আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সেও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এ স্পর্দ্ধা সে রাখে, যে দিদিটী তাহার আজ তাহাকে 'ঈগল পক্ষীর মত আগলাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে সে খুসী করিয়াছে চক্রান্ত এড়াইবার কল কৌশলে।

দুনিয়ায় গর্ভধারিণী ছাড়া আর তাহার ছিল হয়ত এক জন বন্ধু ঐ মাষ্টার বাবু। এরূপ আন্তরিকতার একটা ভিত্তি ছিল। রুগ্ন অবস্থার ত কথাই নাই, নিরোগ অবস্থায়ও কোন না কোন অছিলায় মাতা মাষ্টারের দেওয়া শিশির ঔষধ কন্যাকে ভক্তি সহকারে সেবন করিতে বাধ্য করিত। এবং পারিয়া উঠিলে সময়ে সময়ে মিনতি করিয়া চিকিৎসকটীকে গৃহে ডাকিয়া লইয়া অনুশাসন করিত—ভাল মানষের ছেলে—এমনই কপাল জোর যে ইনি এসেছেন এত কষ্ট স্বীকার করে তোর ভালর জন্য, দেখনা বাপু, বাছার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

সে বুঝিত না অত অভিসন্ধি প্রথম প্রথম। কিন্তু বাড়িয়া ত সে উঠিতেছিলই দিন দিন। বেশ একটু আঁচ লাগিয়াছিল ছোট্ট মনটার মধ্যে অত বড় একটা প্রলোভনের। কিন্তু ঐ আঁচই বুঝি সার কেন না এতটুকুও সে বুঝিত যে ইহা আকাশ কুসুম, যদিও মা পাকে প্রকারে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, বাচ বিচার নাই অত ওদের।

আকাশের ফুল হাতে পাইবার কোন আভাসই পাওয়া গেল না। তখন মা করিলেন ভুল—কবিরাজে সমর্পণ করিয়া। কন্যা কত ফেলিল চোখের জল কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাইবে কে।

ষ্টেসনে নামিবার পর পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভারের মমতা উদ্রিক্ত হইল, সুকুমারীর কমনীয় মুখ খানায়। ড্রাইভার বিস্ময় প্রকাশ করিল, যেখানে যাইতে হইবে এই মেয়েটাকে লইয়া, সেই পাড়ার নাম শুনিয়া। শুকুমারীর প্রমাদ তখন হইতেই ঘনিভূত হইয়া আসিয়াছে আরও স্পষ্টতঃ। কিন্তু কি করিবে সে, মা পাঠাইয়াছেন তাহাকে তাহার কিনারা করিতে।

প্রথমতঃ পীড়া পীড়ি অবশ্য হয় নাই। কিন্তু যখন কাজ হাসিল হইল না কোন প্রকারেই, তখন জবরদস্তির অবতারণা হইয়া পড়িল অবস্থা পরম্পরার মধ্য দিয়া। মহাপ্রাণতা প্রকাশ করিল দরাজ-হৃদয় মোহিত। সে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়া লইতেও প্রস্তুত যথাযথ বিধান মত। মেয়ের বাপ যত টাকায় রাজী হইতে চাহেন, পশ্চাৎপদ নয় সে। কত টাকা সে হাতের ভিতর দিয়া অপসারিত করিয়াছে।

অবস্থায় কাহিল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও দিলের মধ্যে দরিয়ার প্রবাহ ছুটিয়া থাকে এখনও। বিশেষতঃ এমন মুখ খানি, চামেলির মত, আর কখন দেখে নাই সে। একটা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি মোহিতের মত অত বাঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও গাড়ি বাড়ী গহনা আসবাবের ভুরি ভুরি এবং আজীবন সুখের প্রতিশ্রুতির অভাব ঘটে নাই। এই প্রতিযোগিতার ফলে চামেলির অভিভাবক বেশ দু পয়সা হাত করিয়া লইয়াছিলেন এবং মোহিতের ইচ্ছা মত দুষ্ট পল্লী হইতে পাত্রীকে কতকটা বিঘ্নহীন আবাসে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। ম্যারেজ এজেন্সির ম্যানেজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন একটা নামজাদা বাড়িওয়ালীর সহিত। খুব খাতির ছিল তাঁহার।

চামেলি পাইয়াছে তাই কোহিনূরের অকপট অভয়। মা আছেন, শুধু এই কথাটা সে প্রকাশ করে নাই তাহার এই নিতান্ত আপনার জন দিদিটীর কাছেও। তাহলে ত অনেক জঞ্জাল কমিয়া যাইত। কিন্তু সম্ভ্রম জ্ঞানে সে বিষয়ে সতর্ক হইয়াছিল পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই অপবাদ যাহা লইয়া গর্ভধারিনী তাহার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এরূপ ভাবে, দুরূহ কন্যা দায়ে।

কিন্তু সকল কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে মামলার ব্যাপারে। আদালত হুকুম দিয়াছেন সুকুমারীকে রাখিতে পুলিশের বন্দোবস্ত মত হেফাজতে। মামলার ভার যে ইনেস্পক্টার সাহেবের উপর তাঁহারই

ব্যবস্থায় চামেলি রহিয়াছে কোহিনুরের জিম্মায় নচেৎ যাইতে হইত কোথায়, তাহা জানিবে কেমন করিয়া।

মা আসিয়াছিল আদালতের তলপে, কিন্তু যা দেখা হইয়াছিল এক দিন ঐ আদালতে। কে জানে, তারপর আর কোন খোঁজই লইলনা মেয়ের। আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়া গিয়াছে শুধু হাকিমের কাছে, মেয়ের অভিভাবক ঐ মাষ্টার বিপুল বাবু। সমস্ত ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত রহিল।

মায়ের এইরূপ ব্যবহার মেয়ের কাছে যেরকমই লাঞ্ছনা কেন, মাথাব্যথা হইয়াছিল কোন কোন লোকের, অপত্যস্নেহের এইরূপ অভাব প্রকাশে।

"যাই কেন তুই বলিস চামেলি, মা এমন ত দেখতে পাওয়া যায় না সচরাচর। কে জানে তোর কিরূপ কথা।"

"দিদি, কত ঝড় বয়ে যাচ্ছে একটা স্ত্রী লোকের উপর দিয়ে শুনতে ত পেয়েছ এবং দেখলেও চোখে অনেক রকম, কত সত্য অসত্য কথার ঝড় বয়ে গেল এই অভাগিনীদের উপর দিয়ে প্রকাশ্য আদালতে। মার দোষ নিওনা দিদি তুমি না বুঝলে আর কে বুঝবে। আজকে ত মামলার হুকুম বেরুবার কথা। উনি ঐ যে এসে পড়েছেন।"

"বাবা"

"দুই বৎসর কয়েদ, পাঁচশ টাকা জরিমানা কেদার চক্রবর্ত্তির। টাকা না দিলে আরও এক বৎসর অধিকন্তু।"

"আর আর?"

"বাড়িওয়ালী বেঁচে গিয়েছে কোন প্রকারে। মোহিতের অর্থ-দণ্ড হাজার টাকা। টাকার অভাবে সশ্রম কারাদণ্ড ছয় মাস, ইহাও অনেক কায়ক্লেশে। সে কারাদণ্ডেরই আসামী।"

"তাঁর দিক দিয়া আছেন অবশ্যই আপনার জন তদ্বিরে।"

"বড় একটা কেউই নয়। দুই একজন যাঁদের দেখা যাচ্ছিল, ১০০০ টাকার হুকুম শুনে কাহিল হয়ে পড়েছেন। আমার বোধ হয় ভিতরের হাল খুব খারাব। সব নষ্ট করেছে অতিশয়য়িতায় এবং সঙ্গ দোষে"

এই অনভিলসিত তিরস্কারের আঁচ কতকটা মাখিয়া লইল কোহিনূর আপনার গায়ে যদিও সে মনে করিল না যে তিরস্কার কারী তাহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন প্রকারান্তরে।

"বাবা, গচ্ছিত আছে অনেক কিছু আমার কাছে। তোমাকে ত বলেছিলাম বাবা ঐ বাড়ী খানার কথা। হাজার টাকা তুচ্ছ। আমানতের কড়ী অপলাপ করবে না বাবা—মেয়ে তোমার কোন মতেই। পায়ে ধরি, হাজার টাকা নিয়ে যাও এখনি—"

"জানি আমি কুড়িয়ে পাওয়া এই মেয়েটীকে আমার ভাল

করে। আর এ বেটীও কম নয়— শুকুমারী চোরা নাম ধরে ছিল বেটী, চামেলী।"

"চোরের বাবা তাহলে কে হয়ে পড়ল, বাবা।"

"খুব খুসী হয়েছে দেখছি এ বেটী মামলার হুকুমে। কিন্তু একটা ফেসাদ বেধে না উঠলে বাঁচি। বিপুল বাবু কি করবে বুঝতে পাচ্ছিনা এখন।"

"তিনি কি আসেন নি বাবা।"

"আসবার ত কথা। কিন্তু রায় দিয়েছেন হাকিম সকাল সকাল। কাছারিতে এসে পড়েছেন এতক্ষণ হয়ত।"

"তিনি ত পদার্পণ করবেন না এখানে। আমি পারিনি পায়ে ধরে শত বার। আর বলবই বা কি করে, সকলেইত আমার বাবার মত নির্ব্বিকার নন।"

"কিন্তু আদালতের হুকুম, ভার গ্রহণ যদি করেন বিপুল বাবু, নচেৎ এখনকার সেই নূতন আশ্রমে যেতে হবে, যেখানে মামলার নিঃসহায় বালিকাদের জন্য সুব্যবস্থা করেছেন দেশের দশ জন মিলে। আর দেরী করা চলছেনা। তা ছাড়া আদালতের সেই হাজত ঘরে বেশীক্ষণও আর থাকেন কেন মোহিত বাবু, যদিও তাঁর কাজই তাঁকে কাবু করেছে এরূপে।"

সুকুমারী কাঁদিয়া ফেলিল, মুখ লুকাইয়া তাহার দিদিটীর উদ্বেলিত বুকের মধ্যে।

"প্রাণ থাক্‌তে তা হবেনা কোন মতে আমি বলছি। বিপুল বাবু এখনি আস্‌বেন নিশ্চিত এবং যার জন্য এতটা করে উদ্ধার সাধন করলেন, তাঁকে তিনি তাচ্ছিল্য করবেন না কোন প্রকারেই, বিশেষতঃ তাঁরই উপর ভার দিয়ে দিয়েছেন মা আদালতের সমক্ষে এক কথায়।"

বাড়িওয়ালী খুব দমিয়া গিয়াছিল মামলার এই ফেসাদে। ফলে যতদূর হউক না হউক এইরূপ উড়ো বিপদ কখন কোথা হইতে আসিয়া জুটিবে এজন্য মনের মধ্যে আশঙ্কা একটা জমিয়া গিয়াছে খুবই। সেজন্য নিস্কৃতির শান্তিতে দেহ মন যতটা হাল্‌কা হউক না কেন, চিন্তা আসিতেছে নিরন্তর, অতঃপর কি কর্ত্তব্য। কোহিনূর তাহার জন্য অনেক করিয়াছে কিন্তু সেওত এক প্রকার অবলম্বন-হীন। অর্থে সব হয় না সকল সময়ে।

"কোহিনূর—"

"কি বলছ মা ?"

"তারপর ?"

"এত উতলা হচ্ছ কিজন্য মা। তুমি আমাদের জন্য ভাবছ ? হবে তোমার সে চিন্তা জানি কিন্তু নিজের জন্য স্থান দিওনা কোন চিন্তা মনের মধ্যে। মা বলেছি চিরদিনের জন্য যদি ভেবে থাক সেই প্রকার।"

ইনস্পেক্টার সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

"বিপুল বাবু এসেছেন কোহিনুর। চামেলীর মা, দূরহ্‌ ক সুকুমারীর মা একখানা চিঠি দিয়েছেন এই তোমাকে।"

"বাবা, সকলেরই মুরুব্বি তুমি. ইনিও সামান্য বুদ্ধি বিবেক নিয়ে দুনিয়া করছেন বলে মনে হয় না।"

"আমি সকল কথাই বলেছি বুঝিয়ে।"

"কি উত্তর পেয়েছেন বলছনা কেন, বাবা, তোমার এই মেয়েটীকে অন্ততঃ।"

"তোমরা থাকবে আপাততঃ আমারই নির্দ্দিষ্ট মত একটা বাস গৃহে, আমার বাস গৃহের নিকটে যতদূর সম্ভব।"

একত্রিশ

কোহিনূরের প্রেরিত টাকায় নিস্কৃতি লাভ করিতে হইল, মোহিতের কাছে সেটা ভাল ঠেকিল না কোন মতেই। অবস্থা অসচ্ছল হইলেও সম্ভ্রম জ্ঞান যাহা ছিল তাহাতেও সচ্ছন্দ বোধ হইলনা আদৌ, যতক্ষণ না সহস্র মুদ্রা ফিরাইয়া দেওয়া হয় কিছু সুদ সমেত, যদি গ্রহণ করে ঋণদাত্রী। একটু এদিক ওদিক করিতে হইল বটে যদিও জোগাড় হইয়াই গেল খুবই সত্বর। কেন না মোহিত স্থির হইতে পারিল না টাকা প্রত্যার্পণ না করিয়া।

কিন্তু কে লইবে কাহার টাকা? বাড়ীওয়ালী স্পষ্টই বুঝাইয়া দিল—সে বলিতেছে যাহার টাকা তাহার কাজে লাগিয়াছে, পুনঃ গ্রহণের কোন কথাই নাই। কিন্তু শুনিল না মোহিত। নিজে একবার বলিয়া দেখিবে, সে ব্যবস্থা যদি করিয়া দিতে পারেন বাড়ীওয়ালী। ইনস্পেক্টার সাহেবের অনুমতি পাওয়া গেল অনেক বাদানুবাদের পর। আর কটা দিনই বা তারা এইভাবে থাকিবে এবাড়ীতে।

কোহিনুর নাড়া চাড়া পাইয়াছিল কখন কখন এই মামলার গণ্ড গোলের মধ্যে মোহিতের জন্য, কঠোর শাস্তির আশঙ্কায়। কিন্তু টাকা পাঠাইবার সুযোগ পাইয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে খুবই। বাড়ীওয়ালীর ব্যবস্থায় সে আদৌ ইতঃস্তত করিল না। ব্যক্তব্য কিছু ছিল তারও এই চির বিদায়ের শুভক্ষণে। যে বন্দোবস্তের মধ্যে তাহারা যাইতেছে অনাতবিলম্বে, কপাল যদি অতিমন্দ না হয় অটুট থাকিবে তাহা আজীবন—এ আশা সে করিয়াছে কতকটা বেশী করিয়া হয়ত।

মোহিত আসিয়া বাড়ীওয়ালীর কক্ষে স্থান পাইল।

"তুমি বলছ এ প্রেরিত টাকা আমারই।"

"তাতে অসত্য কিছুই নাই"

"আমি বুঝতে পারছিনা কিছু।"

"মাথা ঘামিয়ে কি আবশ্যক অত?"

"তোমার টাকা গ্রহণ করতে যাব কি জন্য?"

"সেরূপ হিসাবে তুমি পার পাবে না সুতরাং ছেড়ে দাও অত বাদানুবাদ এই ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে।"

"কোহিনূর—"

"এ সম্বোধনের যদি কিছু তাৎপর্য্য থাকে—অধিকার নাই। মাফ্ করো, আমি চুনি"

"তা জেনে ছিলাম একদিন।"

"সেই দিন এখনও তেমনি। মনন ভেসে বেড়াচ্ছিল তোমারই ধাক্কা খেয়ে। তীরে লাগছিল উপযুক্ত কর্ণধার অবলম্বন করে। কিন্তু ভেলা ডুবে গেল উজান হাওয়ায়।'

অনেক কথা সে ভুলিয়াছিল, মোহিতের বিপরিত ব্যবহার সম্পর্কিত। ভাগ্যে ছিল নিষ্কৃতি লাভ তাই ঘটিয়া গিয়াছে, তার বাবা ইনস্পেক্টার সাহেবের সহায়তায়। আজ কথা শেষ করিতে হইবে সুতরাং অর্গল খুলিয়া গেল।

"তোমাকে আমি যতটা চিনেছিলাম, নিজেকে তেমন করে বুঝবার মত অবসর তোমার হয়ে উঠেনি। আজ স্পষ্ট করে বলব। সকল মানুষেরই একটা কিছু না কিছু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা থাকে বিশিষ্ট ভাবে। তোমারও ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে তোমাকে অবলম্বন করতে। আমি অকপট নির্ভর করে মুখ চেয়ে বসেছিলাম। অপহরণের সময়টা মনে করে দেখ—আকাশের চাঁদ হাতে দিয়েছিলে—বিশ্বাস করিনি। শেষে যখন অনন্যোপায় অবস্থায় অভাবিত-পূর্ব্ব জীবনের ছবি সামনে ধরলে তখন নির্ভর করতে শিখলাম। আমি জানতাম তোমার সমাজই আমার মত পতিতাকে ক্রোড়দান করতে পারে। মন বসেছিল তোমার ও। কিন্তু চরিত্র বল যে একবার খোয়ায় তার পক্ষে এত উদারতার কাজে আগুয়ান হওয়া দুঃস্কর হয়ে পড়ে। অবসর তোমার হ'ল না। শেষে কোহিনূরের

দর্প চূর্ণ হল অভাবিতপূর্ব্ব রূপে। ভাগ্য ভাল হলে তোমার সংস্কার ঘটে যেত। কিন্তু ঐ যে বলেছি মানুষের থাকে এক একটা বিশেষ আকাঙ্খা, তাহার হাত এড়াতে না পেরে এবং হয়ত একটা প্রতিশোধ নিবার তাড়নায় অন্য পথ অবলম্বন করেছিলে, সেখানেও পার পেলেনা এই বাগদত্তার হাত হতে, বোধ হয় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে। আজ তোমার কাণে এসকল কথা রূঢ় শুনাচ্ছে না তা বুঝতে পারছি কতকটা, অথচ কোন অভিলাস নিয়ে আমার এখানে এসেছ এমনও বলবার হেতু নাই।"

"যদি চুনি বলে ডাকতে শিখি ?"

"সে এখন অনেক দূরে"

"দূর হতেই ডাকব—স্পৃহাহীন—পূর্ব্বকার সংস্কারে।"

"নিষ্ফল. সময় ও বাক্য ব্যয়ে। তোমার জীবনে যেন একটা বিপর্য্যয়ের সুত্রপাত দেখছি। কি জানি আমার মনে সেরূপ আভাস আসছে। তুমি হয়ত বুঝবেনা আমি কত সুখী হব দেখতে পেলে তোমাকে সংসার পথের একটা সুজন পথিক! আমার ছায়া সেখানে বিঘ্ন ঘটাবে এমনই হেয় আমাকে করে দিয়েছ।"

"আবেদন ফিরিয়ে নিলাম।"

"এত শীঘ্র ? একটু সবুর করতে হবে।"

"আমার মত যারা, একটু তথ্য নিলেই দেখ্তে পাওয়া যায়, তাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মুলে তুমিও তোমার মত সাত-খুন মাফের

অধিকারী পুরুষের পাশব প্রবৃত্তির জাজ্জ্বল্যমান বিকাশ। সমাজ তোমাদের কালদাগ মিটিয়ে দিবে এক কথায়। কিন্তু যত শাস্ত্র, আচার ও বিচার এই হতভাগিনীদের বেলা, যদিও দুর্ভাগ্যের জন্য মূলতঃ তারা দায়ী নহে। তুমি বুঝবে—বুঝবে কেন স্বীকার করবে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়েছ তুমি এবং পদাঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে চলে যাবে তুমি, শত মিনতি ক্রন্দন উপেক্ষা করে। তোমার দোষ দিব না। তোমার পিছনে আছে তোমার সমাজ, যাকে তুমি এড়াতে পারবে সাময়িক নেশা কেটে যাবার পর। গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করে সমাজ ধন্য হয়েন। গৃহিতা, দান-যজ্ঞের দু-চার দণ্ডের মধ্যে চম্পট দিলেও সমাজ ভগবানের উপর নির্ভর করে বসে থাকেন পুণ্যের জোরে। গৌরীকে গোল্লায় টেনে নিক না কেন যে কেউ পারে, সমাজ সেটাকে সহ্য করবে সেও ভাল। দিন যখন কেনা হয়ে গিয়েছে ঐ গৌরীদানের সঙ্গে সঙ্গে। তুমি বলেই ভিতরকার দিকটা এমন করে প্রকাশ করলাম, যদিও তোমার সমাজে এত কঠোরতা আরোপ করা যায় না। তোমার নিজের বিচার তুমিই কর। বুঝে দেখো ইমানের হানি হয়েছে কোন তরফ হতে এবং সর্ত্ত পূরণ করলে তুমি কত ছোট হতে, আর এখন কত ছোট কিংবা বড়।”

“সে বিচার করেছি ভাল করে, নচেৎ এখানে আজ এসে দাঁড়াতাম না তোমার সম্মুখে।”

"সেই জন্যই বলছি আলোচনার আর কোন সার্থকতা নাই। আমি ফিরে এসেছি। এখন আমার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে দেখতে পাব তোমার সমাজের মধ্যে নির্ম্মল। বড়. সহজ তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে অসম্ভব অথচ তোমারই জন্য আমি আজ এই আমি।"

"এই টাকা গুলি ঋণ স্বরূপ নিয়েছিলাম ইনেস্পেক্টর সাহেবের নিকট হতে।"

"এমন কোন চুক্তি ছিল না: আর থাকলেও ঋণদাতা যদি পুনঃ প্রাপ্তির দাবি না রাখেন গৃহিতার এত আগ্রহ আসে কি জন্য? বিশেষতঃ এখানে দাতা গৃহিতার মধ্যে দেনা পাওনার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সামান্য এই টাকা কয়টার কথা বলছ কেন, আরও শুন ঐ বাড়ী খানা তুমি হয়ত লিখে দিয়েছিলে খেয়ালের বশে। অথবা মেনেই নিলাম দান করে ছিলে আখের ভেবে। সেটাতেও আমি দাবি রাখি না। আমার আখের কিরূপ দাঁড়াবে তার জন্য আমি চিন্তিত নই আদৌ। বিশেষতঃ আমার সেই আখেরের সঙ্গে তোমাদের মত লোকের কৃপা কণার সম্পর্ক আদৌ রাখব না এই আমার চুড়ান্ত মীমাংসা। জঞ্জাল ও আছে—তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি আমার দেহসম্পত্তির উপর যতটা পড়বে, তার চেয়ে বেশী পড়বে আমার গৃহ সম্পত্তির উপর। সুতরাং টানাটানি পড়বে আমাকে নিয়ে। আমি অনুনয় করি, ফিরিয়ে নাও তোমার দেওয়া

ঐ বাড়ী খানা। আমি বলছিনা অভাব তোমার আছে বা হবে। আমার অনুনয় অন্তমুখী।"

"সেটা যদি আমার দানই হয় প্রত্যাখ্যানের দণ্ড কঠোর হতেও কঠোরতর। আর যদি তোমার প্রস্তাবে প্রলোভনের কোন ঈঙ্গিত থাকে ভেবে দেখ যার জন্য তুমি পরিতপ্ত তাকে এত সংকীর্ণ করে তুললে সংকীর্ণ হয়ে পড়বে তুমিও।"

"যত সংকীর্ণ যেরূপে করে ফেলেছ তোমরা, অধিক আর যাতে না হতে হয় এই-ই এখন আমার একমাত্র সতর্কতা। আমি যে আজ এত মুখর তার জন্য কার মাথা হেঁট হওয়া উচিত বিবেচনা করে দেখ। তুমিও তোমার দল এত এক-দেশদর্শী যে আজ তোমাদের সামনে খড়্গ হস্ত হতে পারলে রক্ষা হতে পারে আমাদের, এবং তোমাদেরও একথা সরল ভাবে বিচার করে দেখ। তুমি আমার চাইতে নির্ম্মল কোন মাপকাটীতে? কিন্তু তবুও তুমি সটান চলে যাবে সমাজের মধ্য দিয়ে, আমি বাঙ্গিয় দিয়ে যাবার উপক্রম করলেও, পার পাবনা কোন মতে। আমার এই বাচালতা অত্যধিক কিন্তু পর্য্যাপ্ত নয়। তোমার নিকট পরিহাস প্রাপ্তির আশঙ্কা না থাকলেও আর আমি অরন্যে রোদন করতে চাই না।"

"আমি যাচ্ছি—এই নোট খানী।"

"নোট উঠিয়ে নাও, আরও নিয়ে যাও এই পত্র খানি আমার প্রতি শত অনুকম্পা প্রকাশ করে। প্রার্থনা এই যে এটা পড়বে

অন্যত্র, এখানে নয়। এতে খুব বেশী কথা না থাকলে এতটুকু আছে বেকসুর। যাতে বুঝে নেওয়া উচিত, তোমরা যাদের অযথা-রূপে তুচ্ছ ও হেয় করে ফেলতে কিছু মাত্র কুন্ঠিত হওনা, তারা তোমাদিগকে ছাপিয়ে যেতে পারে যদি তোমরা নাসিকা কুঞ্চন পরিহার করে আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত আপনারাই কর, তাদিগকে তুলে ধরতে, ইতর বিশেষ বিচার করে অবজ্ঞা।"

বাত্রিশ

সন্দেহের মত একটা কিছু খুব ঘনীভূত হইয়া না আসিলেও শচীন এরূপ ধারণা এড়াইতে পারিল না যে, দুইটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার পথে জঞ্জাল আছে অল্প বিস্তর। ঐ যে ঘর জামাই করিবার ব্যবস্থা, তাহাতে মীর পুত্রের কোন মন্তব্য নাই এমনই বা বলা যায় কি করিয়া, যদিও হইতে পারে ইহা একটা স্বার্থশূন্য নির্দোষ বন্দোবস্ত। তাহার নিজের একটা কর্ত্তব্য সে মাথায় করিতেছিল বরাবরই। প্রথমতঃ তাহার হতভাগ্য ভাইটীর জন্য। সে চলিয়া গেল যেরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট লইয়া এবং দান করিয়া তাহাতে কর্ত্তব্যটা হইয়া গিয়াছে অন্যমুখী। সে যে স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত যে এই অভিভাবকহীন সংসারের ঐ এক মাত্র মেয়েটীর দুর্ভাগ্যের জন্য সে-ই দায়ী। অনেকটা খণ্ডন হইবে যদি সে কিনারা করিতে পারে যেমনই হউক একটা সৎ পাত্রের সন্ধান করিয়া। কিছু সন্ধান সে করিয়াছে, তাই আসিয়াছিল কর্ত্তব্য পালন ব্যপদেশে কথাবার্ত্তা কহিতে আবশ্যক মত। কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

আর কোন উদ্যোগের স্পৃহা রহিল না। তবে দেনা পাওনার যে অংশ রাখিয়াছিল কেদার কবিরাজ তাহার জিম্মায়, এক মাত্র মুরুব্বির হিসাবে, সেটা আর বহন করিবে কি জন্য? কুচক্রী কবিরাজ ত' ডুবিয়া মরিল সখাত সলিলে। তার কাছেই ছিল বেশীর ভাগ অবশ্য। কিন্তু তার আর কোন আশা নাই।

সুতরাং শচীন সিদ্ধান্ত করিল, একদিন সে যাইবে ফিরাইয়া দিতে—গচ্ছিত ধন যাহার, তাহাকে। কিন্তু একটু ভাবিতে হইল—যাইবে সে কাহার নিকট সব বুঝাপাড়া শেষ করিতে। মীর পুত্র আপত্তি জনক না হইলেও তাহার যেন দ্বিধা হইতে লাগিল কেমন একটা—যাওয়া উচিত কিনা সেই নিতান্ত আত্মীয়ের কাছে।

সুন্দরী শুনিয়াছিল, সহোদর নহে, যে কথা কহিয়াছিল মুরুব্বি-টীর মত অন্য কাহারও অভাবে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে এত সাদৃশ্য কি হইতে পারে। না মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। যদি কোন ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে কে মিটাইবে তাহার জন্য? অথবা থাকিয়া যাউক। কাজ নাই সে ভুল ভাঙ্গিয়া। চরম সিদ্ধান্ত হইয়াই গিয়াছে তাহারই পক্ষ হইতে তাহার জন্য। আর যে যেমন বুঝিয়া যেরূপ মীমাংসা করিয়া লউক, তার জন্য সে কেন দায়ী হইবে। ক্ষণিকের সম্ভাষণ প্রভাবে উন্মুক্ত হৃদয়ের মধ্যে রাজ্যের যে রেখাপাত হইয়া গিয়াছিল তাহা অবিসম্বাদিত রহিয়া গিয়াছে এবং শেষে ঘটনা চক্র সেটাকে এতটা

স্পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছিল যে অত ভাবিবার অবসর আসে নাই তাহার। সে আর কাহারও আমলের অপেক্ষায় বসিয়া নাই। রাজ্যের রক্ষী নাই কিন্তু জিম্মা তাহার। অপলাপ সে করে নাই কাহারও আনুকুল্যে। চেষ্টা যদি কেহ করে ব্যর্থ হইবে একথা আর কেহ নাই বুঝুক, একজন বুঝিলে সে নিরাপদ। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার মন কোন সন্দেহের পোষণ করে কি না জানা যায় নাই স্পষ্ট করিয়া।

পাল্কির পরিবর্ত্তে নেটোর মা যে দিন রাখিতে আসিয়াছিল সে দিনকার আগন্তুক একটা বিস্ময়কর সাদৃশ্য লইয়া আসিয়াছিল ইহাই মীমাংসা করিয়া লওয়া হইল এবং এই সিদ্ধান্ত যথাস্থানে পেশ করিবার আগ্রহাতিশয্যে মীমাংসাকারী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পাল্কি পাঠাইতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু পরদিনের অপেক্ষা যেন অসহনীয় হইয়া পড়িল। পূর্ব্বাহ্নের বাদবিসম্বাদ কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল এই অভাবিত পূর্ব্ব আগন্তুক সমাগমে।

মার পুত্র আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছিল না পূর্ব্বকার মত। আগেকার সেই অভিমান-গর্ব্ব যেন প্রসারতা পাইতেছিলনা পুরা দস্তর। যে রকম ভাবে সুন্দরী চলিয়া গেল তাহার অনুশাসনে অন্যথা করিয়া, তাহাতে আগেকার মনির সহজে ক্ষমা করিতে রাজি হইত না কিন্তু অধুনা যেন সে শত ত্রুটীরও একটা আপোশ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আজ রাজীনামা লইয়া সে নিজেই যাইতে কুণ্ঠিত

নহে অপর পক্ষের কাছে যাহা হোক একটা মিটমাট করিয়া লইতে। এই প্রভেদ—এখনকার এবং পূর্ব্বকার মনিরে।

পাল্কির ফরমাইশ অবগত হইয়া মনির একটু বিস্মিত হইল। যে রকম ভাবে সে চলিয়া গেল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সে আবার আসিতে চাহে আপনা হইতে ইহার বুৎপত্তি তাহার কাছে সহজ লভ্য বা না হইবে কেন! কিন্তু মা যেন আজ কাল কেমন একটু বীতরাগ। ব্যতিক্রম ঘটাইতেও কুণ্ঠিত নহেন কখন কখন। বেহারা যদি গিয়াছে অন্যত্র, অন্যলোক সংগ্রহ হইতে পারে সহজেই। অনন্যোপায় হইলে তাহাকে বলিতে পারিতেন যেমন হইত বরাবরই। সেতারার পক্ষপাতিনী তিনি হউন, কিন্তু তাই বলিয়া সেতারা যার জন্য তাঁহার কাছে এত আদরের চীজ, তাহাকে অনাদর করিয়া কি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন তিনি। বাহকের অভাব তাহার কাছে তুচ্ছই বোধ হইল এবং সেটা যদি বন্দোবস্তের অন্যথা করণ অভিপ্রায়ের সূত্র হইয়া থাকে তাহা হইলেও কি বিঘ্ন হইবে তাহার পক্ষে। সেত নিজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাটী হইতে বাহির হইবার অগ্রে সে ওদিককার ঘরের দ্বারদেশ হইতে মার কাছে বলিয়া গেল, সে যাইতেছে একবার গাঙ্গুলীগৃহে। ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে সুন্দরী! কে আর আছে তার, তারা ব্যতীত। কথা গুলা পৌঁছান আবশ্যক বিশেষ করিয়া সেতারার কাণে। সে উপস্থিত ছিল তার বড় মার কাছে।

পথে আসিতে ছিল গিরিবালা—"যাচ্ছ বুঝি ওগো ভাল মানষের ছেলে ঐ ওদের ওখানে, কে আছে আর তোমরা ছাড়া ঐ অভাগিনী সুন্দরী মেয়েটীর।"

এতটা সমবেদনা আসিতেছে কোথা হইতে মনির তাহা বুঝিত কিন্তু কাজ কি আর কথা কাটাকাটির বিড়ম্বনা আনিয়া।

"দেখতে হবে অবিশ্যি, লোকের চক্ষে দেখাক ভাল কিম্বা মন্দ।"

"এতে আর কি আছে বাছা মন্দ। হয়ে যাচ্ছে আজ কাল এর চাইতেও কত রকমের কত কি। যা করেন, যিনি ললাটে লিখেছেন। আমরাত বাবা আর বেশী দিন ন'ই। আয়ুহোক তোমাদের দেখবার মত কত শত।"

মনির পাশ কাটাইবার জন্য উদগ্রীব।

"যাচ্ছি বাবা ঐ তোমাদের ও দিকে, ভাল মানষের ছেলে তোমাদের ঐ মাষ্টার বাড়ী।"

গিরিবালার মত পড়শির সংস্রবে মনির ইতিপূর্ব্বে বড় একটা আসিত না, যদিও মীর পরিবারে গয়লা বউয়ের গতিবিধি ছিল বরাবরই। কিন্তু বর্ত্তমান সমবেদনায় মনটা যেন কতকটা ভিজিয়া গেল, সহানুভূতির অসারতা অনুভব সত্বেও। সুকুমারীর মা মাষ্টারের খুব পক্ষপাতিনী এটা সে জানিত কিন্তু সাগরেদটীর জন্য এতটা স্নেহ মমতা যে প্রকাশ করিতে পারে তাহাকে একেবারে

উপেক্ষা করা অন্যায় হইবে নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় সুকুমারীর একটা কোন কিনারা করিয়া দেওয়া মাষ্টার বাবুর খুবই উচিত, যখন তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে তাহার গর্ভধারিণী এত আশা করিয়া।

মধ্যম গাঙ্গুলি বাগানের এক প্রান্ত হইতে বহির্ব্বাটী প্রবেশের পথের দিকে আসিতেছিলেন। মনির সংক্ষিপ্ত রকমের আলাপ করিয়া আপনার পথ লইল ওবাটীর অন্দরের দিকে।

"তুমি এই যে এলে মনিদা, কত বল্ছিলেন দিদিমা তোমার কথা ঐ খিড়কির ঘাটে, যখন আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম পাল্কির প্রতীক্ষায়।"

"পাল্কি আসবে না, মা বল্লেন বেহারার অভাব। আমি চাই দেখাতে বাহক জুটল কিনা, আমি না গেলেও ফিরে এখান হতে। খাবার করে দিবেন দিদিমা আমার জন্য, এক বেলা, দু-বেলা, কিম্বা অধিক বেলার—যেমন আবশ্যক হয়।"

এযে বড় বিস্ময়কর আয়োজন। তাৎপর্য্য একটা বিশেষ রকমের আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সুন্দরী হটাৎ হটিবার মানুষ নয়।

"আস্ছেন ঐযে দিদীমা তোমার উঁচু গলার আওয়াজ পেয়ে। মনিদা আজ এই খানেই খাবেন বল্ছেন, দিদিমা, হয়ত রাত্রেও।"

"ও যত সব মুখের কথা। টুকটুকে রাঙ্গা নাতবউ হবে, তার পর বন্ধ হয়ে যাবে এ দিক কার পথ একেবারে, যাও হচ্ছিল কালে ভদ্রে দু-এক বার।"

"নাত বউয়ের এত আশা করোনা দিদিমা, বাড়ী বসে যেমন করে ছিলে নাত জামায়ের, সকলে মিলে।"

কথাটা পৌঁছিতে পারে কত দূর অত ভাবিবার অবসর হয় নাই দিদিমার বাক্যস্ফুরণের অগ্রে। 'দিদিমা একেবারে নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন ওদিকটায়, এ কাজে এবং ওকাজে।

"বড় একটা মজার কথা মনিদা, তোমার কাছে বল্‌তেও জঞ্জাল, আর না বলায় জঞ্জাল আরও অধিক হবে অতঃপর।"

"জঞ্জাল এখন ঢুকে যাচ্ছে, দু এক কথায়, বুঝতে পাচ্ছিস সহজেই।"

"যাদের ডেকে এনে ছিল কবরেজ কাকা শুনেছিলাম—মুরুব্বি যাকে করেছিল—একজন জ্যাঠাতো ভাই—তিনি এসেছিলেন জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে কথা বার্ত্তা কইতে কত আজগুবি ধরণের। আমিও সামনে পড়ে গেলাম তুমি যখন হাঁকিয়ে দিলে ওবাড়ী হতে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য মুখ চোখের। সাধ্য কি তোমরা ভিন্ন জন বলে বোধ করতে পার। আমি ত হতভম্ব হয়ে গেলাম কতকটা মৃত ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে; শেষে জ্যাঠা মশায় বল্লেন।"

"যে এসেছিল কবিরাজের ডাকে, সেইত জ্যাঠতুতো ভাই শচীন। নামটা ও মুখখানা মনে পড়েছে কথঞ্চিৎ।"

"যিনি এসেছিলেন, তিনি ত নাই, তোমরা বলছিলে মনিদা।"

"যার জন্য এসেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আসবার কথা ছিল তাঁর নিজের যেমন শুনে ছিলে তুমি, তা ঘটে নাই। দেখে গিয়েছিল জ্যাঠতুতো ভাই শচীন, যার কথা তুমি বলছিলে।"

সুন্দরীর মুখ খানায় প্রফুল্লতার কোন আভাস আসিল কি না ইহা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবার উৎকণ্ঠা দেখা গেল তাহার মনিদার হাবভাবে। কিন্তু এখানে চতুরের সহিত চতুরের কোলা-কুলি। সুন্দরীর মনের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন ঘটিয়াছে ইহা বুঝিয়া উঠে কার সাধ্য?

"ও বিষয়ে মাথাব্যথা ছিল না কারও কোন রকম। হয়ত ভুল একটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার জন্য লাভ লোকসান নাই তোমার কিংবা আমার।"

কথা গুলির মধ্যে ভাবান্তরের আভাস ছিল, ইহা মনিরকে বলিয়া দিবার আবশ্যক হইল না। পূর্ব্ব কথায় তাহার মনের মধ্যে ওলোট পালোট ঘটিয়া যাইতেছিল সময়ে এবং অসময়ে, যদিও তাহারই মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া কোন রকমে চালাইয়া লইতে-ছিল সে আপনাকে আপনার মনোমত পথে। আজ সে কথার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ত হইয়া পড়িতেছে আপনা হইতে। সুন্দরীকে সে

চিনিত ওই কবির কথায় 'পরতে পরতে'। সে সচরাচর চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কহিত বটে কিন্তু সেই রক্ত চোখের অন্তরালে এমন একটা ইঙ্গিত থাকিত যাহা হইতে প্রতীয়মান হওয়া দুরূহ হইত না যে ইঙ্গিতকারীর মন বুঝিয়া রাখিয়াছে সকলই পুরা দস্তুর। আর এখনকার ত কথাই নাই। কিন্তু সকল দিককে খর্ব্ব করিয়া এক দিকে এরূপ ভাবে গলদঘর্ম্ম হইবার মত শিক্ষা কোথা হইতে পাইল সুন্দরী? সেত তাহারই ইঙ্গিতের ক্রীড়া পুত্তলি। দোষ তার নাই এক বিন্দুও। সে কথা যদি সত্য হয় যদি কেন, সকলই ত জানা যাইতেছে যথাযথ—তাহা হইলে পথত পাওয়াই যাইতেছে সোজা সরল এবং মনোমত। ঘাড় তাহাকে পাতিতেই হইবে তাহার মীমাংসায়।

'সুন্দরী।"

"কি বলতে চাচ্ছ মনিদা?"

"মিথ্যা বলে ছিস আমার কাছে কখনও কোন কথায় এরূপ বলা দুরূহ আমার পক্ষে।"

"এখন হয়ত বলতে হবে দু-একটা গরজ মত, তোমার এবং আমারও।"

"মৃত্যু সংবাদ গ্রামের মধ্যে পৌছিল। সুন্দরী সুবিধা মত—আর কখন যাহা করে নাই—সখ করে প'রে বসল দিদিমার ধপ ধপে সাদা কাপড় খানা, সাদা সিদা ভাবে। এ দুয়ের মধ্যে

কোন তাৎপর্য্যের নাম গন্ধ নাই বুঝেই নিতে হবে সকলকে, এমন কি আমাকেও।"

পরাভব স্বীকারের মত নত হইল সুন্দরীর মস্তক আপনা হইতে। নারী প্রকৃতিকে ছাপাইবার মত অস্বাভাবিকতা তাহাতে দেখা যায় নাই কখনও। এখন গরজ মত মিথ্যা কথা বলিবার মত কথা জুটিল না।

"তুই পারিবিনা আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, এরূপ স্পর্দ্ধা আমার ছিল। পারলি না, তজ্জন্য খুব আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম। এখন আশা করি নত হয়ে থাকবি আমার সকল বন্দোবস্তে। সমাজের শাসন অনুশাসন শিরোধার্য্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত তা যে সমাজেরই হোক না কেন যদি দেশ কালপাত্রভেদের সামঞ্জস্যকারী হয়, যাদের জন্য ব্যবস্থা বিধান তাদের পক্ষে। পশুকল্প কেদার কবিরাজের চক্রান্তে কালিমা মণ্ডিত হল গাঙ্গুলি গোষ্ঠি। এমন কি আর কেউই আসল না তাকে গ্রহণ করতে, হোক না কেন সে যত সুন্দর, শিষ্ট এবং শতেকের মধ্যে একটা। আমি বল্‌ছি তোকে খুব স্পষ্ট কথা, অপেক্ষা আমি করেছি, নানা রকম ভেবে এবং এখনও করব। কিন্তু সকলটারই একটা সীমা আছে। আমি বিদ্রোহী হতে প্রস্তুত যদি নিরপরাধীর অযথা শাস্তি বিধান এরূপে বজায় রয়ে যায় অতঃপর। এই-ই আমার প্রতিকার এবং দৃঢ় সংকল্প। অবৈধ ভাবের ভিত্তিহীন কল্পনা যদি লোকে

করে থাকে এবং সেটাকে পর্ব্বত প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান করে তুলে অনর্থ সংঙ্ঘটন করে তা হলে তার জন্য দায়ী হবে কে? যদি না বুঝে থাকিস ত শুনে রাখ, আমি কাকেও গ্রহণ করব না, যত দিন না এই কাল্পনিক কলঙ্কের অপনোদন হয়, কোন ভাগ্যশীল যুবকের বিবেক বিবেচনায়। তারপর আমার ঐ সঙ্কল্পের সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে।'

"সেতারার কি হবে মনিদা?"

"তার ভাল বন্দোবস্ত হচ্ছে খুব ভাল ঘরে। সে কলকাতায় যাচ্ছে শীঘ্রই, তুইও শুনেছিস অবিশ্যি।"

"কথা হচ্ছে এবং উঠছে তোমারই অত্যাচারে। কলকাতায় সে যাচ্ছে নিজে ইচ্ছা করে। সে লিখেছিল তার মাকে, যে সময় তুমি কঠোর বিধান করে তোমার ঘরের দার রুদ্ধ করেছ তার জন্য। কিন্তু আমি জানি তাকে তার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে ভাল করে।"

"উত্তম। তবে সুখী হোক তোর মত ছায়া পূজা করে। আমিও ধন্য হব আপনার কাছে এবং লোক চক্ষে।"

তেত্রিশ

শ্রীনিবাস সরকার সেলাম বা তদনুরূপ কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি সূচক ক্রিয়া কর্ত্তব্যে অভ্যস্থ ছিল না কিন্তু ইদানিং ছোট কর্ত্তা যেন কতকটা রাশভারি হইয়া পড়িতেছিলেন সুতরাং সরকারও সতর্ক হইয়া মধ্যে মধ্যে সম্মান প্রকাশক ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল।

"মীর পরিবারের নিমক খেলাম তিন পুরুষ, কিন্তু কটা দিন আমার আর ছোট কর্ত্তা? একটু খেয়াল করলে ভাল হত জমি-দারির দিকটায়, বুঝাপাড়া করে নিলে আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে।"

"জমিদারি রক্ষা করেন কয়জন জমিদার নিজে?"

"অন্ততঃ মীর গোষ্টি করে আসছেন পুরুষ পরম্পরায়।"

"আপনি অশক্ত হয়ে পড়ছেন এমনই কি বুঝতে হবে আমাকে? ভেবে দেখব, ফুরসৎ নাই আপাততঃ।"

"ছোট কর্ত্তা, মাফ করবেন। চেয়ে দেখুন সংসারের দিকে

কি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন শ্রীহীন। গিন্নি উদাসীন, ক্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছেন। আপনি বলছেন বুঝে দেখবেন অবকাস ও অবসর মত। আপনাকে বুঝাবে এমন ধৃষ্টতা কেন রাখবে শ্রীনিবাস সরকার?”

এ সকল ধর্ম্মের কাহিনী শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না যাহাকে বলা হইতেছিল এত করিয়া এত কথা। মনির মাষ্টারের ওদিকটায় চলিয়া গেলেন কোন আর কথা না কহিয়া।

“ডেকে পাচ্ছিলাম না তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে।”

“বিশেষ কিছু বলবার আছে অবশ্য।”

“উত্তরের জন্য প্রস্তুত আছ বোধ হয়।”

“মাফ করবেন। আমি এত বেয়াদবী করতে পারব না আপনার সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে আপনি স্পষ্ট জবাবে ক্ষুণ্ণ হবেন তজ্জন্য মার্জ্জনা করবেন, এই নিবেদন।”

অত বুঝিত না নেটোর মা। বহির্ব্বাটী হইতে অন্দরে আসিবার পথে ম্রীয়মান ছোট মিয়ার প্রতি আন্তরিক দরদ প্রকাশ করিয়া, সে পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভাবিল না, বলিয়া ফেলিল—

‘‘এ দু-নৌকায়-পার টানা টানি মিটাইয়া ফেল, লক্ষ্মী ভাইজান আমার। বয়স কাটিল তোমাদের নিয়ে। সব ভাল দেখে ভালয় ভালয় চলে যাই এই আরজী রাত দিন আমার খোদার কাছে।

সেতারা বিবিই এই ঘর আলো করবেন ; বুঝতে কি আর পাচ্ছিনে আমরা, যেমনই হোক না আর যে কেউ। অবুঝত' এমন নয় ভাইজান আমার।"

"আর যে কেউ, অর্থাৎ ?"

"সে যে কেউই হোক না কেন, বলে রাখলুম ঐ পাকা ব্যবস্থা, সেতারা, ঐ তারা বিবি।"

মা ভাবিতেছিলেন বাহিরের দালানের ঐ দিকটায় বসিয়া এদিক এবং ওদিক অর্থাৎ সকল দিক। সেতারা যাইতেছে। জোর জবরদস্তির পথ রহিল আর কৈ ? কাটা জবাব ত পাওয়াই যাইতেছে এক প্রকার ছেলের মুখ হইতে। পরের মেয়ে বাড়িয়াও উঠিয়াছে দিন দিন চোখের উপর দিয়া।

"ঐ যে ডাক্তারখানা, যার জন্য ষোল হাজার দিতে চেয়েছি আমরা, সে সম্বন্ধে একটা মিটিং বসবে আগামী সপ্তাহে। সাঁতরা বাবুরা বিশ হাজার দিচ্ছেন তাঁদের গ্রামের জন্য। পঁচিশ হাজারে রাজি হয়ে এখানেই বসাব, আমার এই সংকল্প। তোমার হুকুম চাচ্ছি মা।"

মা বুঝিতে পারিলেন না ছেলে তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া এরূপ ভাবে এত বড় সঙ্গিন ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার জন্য। শুষ্ক প্রাণে বাণ ডাকিয়া চক্ষু ভাসিয়া গেল।

"পঁচিশ হাজার কেন, নিঃস্ব হতে রাজি আমরা ঐ ডাক্তার

খানা দিয়ে মীর পরিবারের সৎনাম বজায় রাখতে। তোমার যা ইচ্ছা আমি তাতেই প্রস্তুত।"

"মনির!"

"মা"

"এত দরদ কেন ধরলাম 'সেতারার জন্য এই বুকটার মধ্যে। আজ সে চলে যাচ্ছে সকলই চুরমার করে।"

"সুন্দরীর চাইতে যাকে ভাল বাস সে তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছে মা। আমাকে চাপা রেখে ভেবে দেখ একবার, বুঝতে পারবে কার জন্য তোমার দরদ কতটা। আরও ভাবতে হবে বিশেষ করে, একটার জন্য একাধিক দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু অপরটার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না কেউ একটী বারও। কণ্টক পড়ছে বরং দিন দিন তার উদ্ধারের পথে। আমার সিদ্ধান্তের নড় চড় হতে পারে না, যেহেতু তার মূলে একটা হক কথা আছে মস্ত।"

কক্ষে যাইবার পথে দালানের দেওয়ালে কয়েকটা ছবি খাটান ছিল—গাছ পালা, পশু পক্ষী, নদী তড়াগ, পাহাড় পর্ব্বত, মাঠ ময়দান, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের ছবি বর্জ্জিত। যাতায়াতের পথে মানুষের ছবি নামাজের সুচি ভঙ্গ করিবে, সেই জন্য। শুধু কক্ষের কাছা কাছি দরজার পাশটায় এক ফুটবল খেলার ছবি খাটান ছিল, মধ্যস্থলে মনির বসিয়া।

দুইটী কাল কাল ডাগর চোখ সেই ছবির দিকে সংযুক্ত ছিল। পদশব্দে বিচ্যুত হইল, কিন্তু সরিয়া যাইবার উপায় ছিল না; পর্য্যবেক্ষণকারিনী গায়ের আবরণাদি আরও ভাল করিয়া গুছাইয়া লইতে যাওয়ায় হাতের কেতাব খানি ভূতলগত হইল।

"ওটা বুঝি তোমার সেই কোরাণ শরিফ? কলকাতায় যাচ্ছ সেতারা? মার মনে খুবই লাগবে কিন্তু।"

কক্ষ নির্জ্জন। ব্যর্থতায় বিরক্তির ভাব আসিয়া পড়িল সুতরাং। যে এবাটীতে আসিয়াছে, মাষ্টারের ওদিকে যায় নাই, মার ওখানে দৃষ্ট হইল না, এমন কি সেতারার সঙ্গ বিরহিত, সে এখানে গরহাজির হইবে কি জন্য। অথচ তাহাকে যে পাওয়া চাইই এই মুহূর্ত্তে। বহির্ব্বাটীতে এ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ হইয়া গেল কত রকমের, ছোট ও বড়, কিন্তু সব কথার যে বনিয়াদ তাহার সঙ্গে, এখনকার মত একটা কথা বাকি রহিয়া যাইবে, এমন হইতে পারে না। বাগানের দিকে নামিয়া আসিলেন। সুন্দরী ফিরিতেছিল অন্দরের দিকে ঘাটের ওদিক দিয়া।

"বাগান বেড়ান হচ্ছে একলা! ঘরখানা যে একেবারে হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই বিশৃঙ্খল।"

"আমি যে আর পেরে উঠ্‌ছি না একা, মনিদা।"

"ওসব মতলবি কাঁদুনিতে পেরে উঠবে না আমার কাছে। এত ভরসা আসছে কোথা হতে?"

"তবে আদত কথাটা চাপা রেখে ও মতলবি তম্বি না করলেই হত।"

"ওদিকে খুব একটা বেজায় ব্যাপার হয়ে গিয়েছে এখনই।"

"তোমার রাজহাঁসটা বোধ হয় গান গেয়ে ফেলেছে।"

"তার চাইতেও বিস্ময়কর। চমকে উঠবি তুই, বলি যদি।"

"চম্‌কে তুমিও উঠবে যদি আমি বলে ফেলি, সেতারা সামনে পড়ে গিয়েছে, কথাও হয়েছে একটা আধটা।"

"কি কথা বলতে পারিস ?"

"ঐখানেই কাহিল হতে হচ্ছে মনি দা। বলে ফেল শীগ্‌গির, পায়ে ধরি তোমার ছুটো।"

বলে ফেল্লুম, তুমি চলে গেলে, মার মনে কত কষ্ট হবে সেতারা।"

"রদ হয়ে গেল তবে আর কি, সব। তুমি এতটাও এগুতে পেরেছ এই আমার জোর বরাত।"

"কোথায় একটা কি হল কাকে নিয়ে, তোর বরাতের জোর কিরূপে হল, তুইই বুঝিস। আমার অত মাথা ঘামাবার আবশ্যক নেই।"

"এটা তুমি বুঝেছ বলেই এমন বলছ একটা চাপান দিয়ে, মনিদা।"

"অত গরজ নেই আমার এত বোঝা পাড়ার। একটা অনর্থ হয়ে গেছে। শুধরিয়ে লওয়া আবশ্যক এখনই। তার হাতে কোরাণ শরিফখানা ছিল, মাটিতে পড়ে গিয়েছে।"

"কেতাবের ওজন মত সামগ্রী বিলাইয়া দিতে হবে। একবার করে ছিলেন চাচীমা অনেক দিন অগ্রে। গুনাগারী কিন্তু তোমা-রই হওয়া উচিত মনিদা, দোষ ত তোমারই।"

"আমি রাজি আছি পুরণ করতে। নিজের পয়সায় আদায় করা শ্রেয় কিন্তু।"

"তোমায় কড়ীও একরকম তারই।"

কথাটার দৌড় কিছু বেশী হইল বুঝিয়া উত্তরকারিনী সংশোধ-নের চেষ্টা করিলেন।

"সে'ত তোমাদেরই আশ্রিতা হয়ে রয়েছে। দায় অদায় ত তোমাদেরই এক রকম।'

এ কাটান মনিরের মনঃপুত হইল না অবশ্যই। কিন্তু অধুনা ক্ষমার ভাবই আসিয়া পড়িতেছিল বেশীর ভাগ।

ওপক্ষের ভাবটা গ্রহণ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিল খুবই এপক্ষের জবাবকারিনী। সুতরাং সেতারার সন্ধান পড়িয়া গেল। কে জানিত এমনটা ঘটিয়া যাইবে আজ এমন ভাবে। স্থুলতঃ হয় ত কিছুই নয় কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবিবার কারণ যাহা আছে, সে তাহা ভাবিয়াই সারা হইতেছিল।

"কলকাতায় চলে যেতে কষ্ট হবে, লক্ষ্মী ব'নটী আমার, বল্‌দিকিন্‌, বলছি কিনা আমি সত্যি। যেতে আমরা তোমাকে দিচ্ছি আর কি, এত ভাবনা যার জন্যে।"

"যেতেই হবে, সুন্দরী-দি, তার জন্যে আর কি।"

"কি তা তুই জানিস আমার চাইতে। কিন্তু তুই যেন কিছু কিছু লুকিয়ে রাখছিস আমার কাছ থেকে আজ-কাল।"

"দিদি"

"বনটী আমার, চোখ কেন ছল ছল হ'তে যাবে এর জন্যে। তুই যে রাজরাণী আমাদের।"

"উনি বলে গেলেন কষ্ট হবে তাঁর মনে কল্‌কেতায় ফিরে গেলে।"

"ঠিক শুনেছিস ?"

"তুমি গেলে আমার মনে খুব লাগবে সেতারা, এই রকমই শুনলাম।"

এর চাইতে ধরা আর কি করিয়া পড়িতে পারে কখন। "মার মনে" শুনিতে যে শুনিয়াছে "আমার মনে" তাহার মনটা কোন দিক দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে তাহা বুঝিয়া লওয়া দুরূহ নহে আদৌ। কিন্তু কাজ নাই এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া, সুন্দরী এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। সে ত চাহিতেছিল কলিকাতায় যাওয়া রদ করা। ঘটিয়া যাইতেছে তাহা কোন-না-কোন রকমে, ইহাতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

কক্ষের মধ্যে মনির লেখাপড়া করিতে ছিল ডায়েরি লইয়া।

"কি লিখ্‌ছ বলব? লেখায় তোমার গলদ হয়ে যাবে মনিদা! না হয়, মিথ্যে।"

"লিখ্‌তে আর ঘুম হয় নি ঐ সব বাজে কথা।"

"তোমার কথা কোনটা কাজের তা তোমার চাইতেও জানি আমি, বরঞ্চ। তুমি ত বলে এসেছ "আমার মনে লাগবে"—তুমি কিন্তু আমার কাছে বল্লে, 'মার মনে।"

"সে ভবে শুনে নিয়েছে নিজের আবশ্যক মত। আমি শুনিয়ে আসছি এখনই যথাযথ যা বলেছি।"

'পায়ে ধরি তোমার ছুটো, শুনেই যদি থাকে ঐরূপ, কি আসবে তোমার মর্ম্মাঘাতে, বড় সাধের ভ্রম সংশোধন করে। তুমি কিন্তু বড় স্বার্থপর হয়ে পড়ছ দিন দিন আরোও মনিদা।"

"স্বার্থ আমার ওদিক দিয়ে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সকল দিক দিয়ে তুই আপনাকে লিপ্ত করে তুলছিস এরূপ ভাবে যে আমার এদিককার গরজ একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে তোর দিকটায় আমাকে জাজ্জ্বল্যমান করে তুলেছে আরও, অন্ততঃ সাধারণ লোক-চক্ষে।"

চৌত্রিশ

কোহিনুরের উপর যে মমতা আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছিল তাহা ধাক্কা খাইতেছিল বিশিষ্টরূপে সুকুমারীর ব্যাপার লইয়া। ইনস্পেক্টর বুঝিয়াছিলেন কোহিনুর আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ভাল করিয়াই এই বিপন্না বালিকাটীকে। বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় ছিল না কোন মতেই। সুতরাং একত্র বাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। বালিকাটির দায়িত্ব সম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহারই উপর সরকারের তরফ হইতে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সরকারী আশ্রমে ব্যবস্থার অন্যথা হইয়াছে। কিন্তু বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে দূরদেশে পাঠাইতেছেন কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করিয়া, যাহাতে বিভাগীয় সংস্কারের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কতদিনে ফিরিতে পারিবেন ঠিক নাই, কিন্তু ছয় মাসের এদিকে নহে, নিশ্চিত। সুকুমারীর ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহার যোগ্য অভিভাবককে, অথবা সে হইবে আশ্রমবাসিনী, সরকারের এইরূপই ব্যবস্থা। কিন্তু, কোহিনুর ত আশ্রমের

ব্যবস্থায় ঘাড় পাতিবে না কোন মতেই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল মা মেয়ের ভার গ্রহণ করিবে গ্রামের মধ্যে। কেননা বিপুল মাষ্টার কি করিতে পারেন এমন অবস্থায়। যা হইবার হইয়াছিল তখনকার মত, এখন আর তাঁহাকে জড়াইলে চলিবে কেন। কোহিনুর বাছিয়া লইতে পারে নিজের ব্যবস্থা। সতন্ত্র তাহাকে থাকিতে হইবে না, কোন মতেই বাবার অনুপস্থিতিতে। এবাটীর দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত। সুকুমারীর টানে যদি সে ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে সেও আচ্ছা, গ্রামে যদি তাহার সঙ্কুলান হইয়া যায় নির্ব্বিঘ্নে। বাবার অনুপস্থিতি এবং সুকুমারীর সঙ্গচ্যুতি দুটা একত্রে দুর্ব্বিসহ। কিন্তু গ্রামে তাহার ঠাঁই বাধা ও বিঘ্নহীন হইবে এরূপ মনে করিতে পারিলেন না ইনস্পেক্টর সাহেব। বিশেষতঃ তাঁহার এই মেয়েটির মনে পূর্ব্বকথার সূত্র লইয়া কেহ কোন প্রকার ব্যথা উৎপাদন করে, ইহা তিনি হইতে দিবেন না কোন মতেই। সুতরাং সকল কথা মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়া মীমাংসা করিলেন. কোহিনূর তাঁহার বাটীতেই থাকিবে মেয়েটীর মত তাঁহার। সুকুমারী যাইবে মায়ের কাছে। একেবারে মনের মত না হইলেও কোহিনূর মানিয়া লইবে সকল বুঝিয়া সুঝিয়া অগত্যা। তবে গ্রামে যাইয়া দেখিয়া আসিবে সে কখনও কখনও, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে আবশ্যক মত। সুকুমারী মায়ের মনের আভাস পাইয়া আসিতেছিল বরাবরই। মামলার পর মা অদৃশ্য হইয়াছিল কি জন্য তাহাও

সে বুঝিয়া লইয়াছিল এক প্রকার। সুতরাং এই ব্যবস্থায় মাতৃ সঙ্গ ব্যতীত আর কোন তৃপ্তির কারণ তাহার নাই ইহা সে বুঝিল সম্পূর্ণরূপে আপনার মধ্যে। তাহার কোন মতামত নাই ইহাতে ইহা বলাই বাহুল্য।

চিঠির কোন জবাব আসিল না। মা পাইবেন মেয়ে ফিরাইয়া আশ্রমবাস এড়াইবার জন্য, ইহাতে আর অন্যমত কি হইতে পারে? সুতরাং লিখিয়া দেওয়া হইল আরবার নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে ষ্টেসনে সকল বন্দোবস্ত ঠিক রাখিতে আবশ্যক মত। মাতা কন্যার ভার লইলেই ইনস্পেক্টর সাহেব তাঁহার মেয়েটীকে লইয়া ফিরিয়া আসিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কোহিনূর সাহসে ভর করিয়া দু-চার কথা লিখিতে ছাড়িল না বিপুল মাষ্টারকে। তাঁহারই দায়িত্ব সম্পূর্ণ। তাঁহার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সুকুমারীর অভি-ভাবকতায় তিনি নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে কোহিনূর অসুস্থ বোধ করিল। জ্বর সামান্য, সকালের দিকে ছাড়িয়া গেল। সে ভরসা করিয়া কোমর বাঁধিল— ও কিছু নয় যাইতেই হইবে তাহাকে। বাবা রাজী হইলেন অগত্যা।

পথে গাড়ীর মধ্যে জ্বর পুনরায় দেখা দিল। অল্প অল্প করিয়া প্রকোপ বাড়িয়া পড়িল ক্রমশঃ। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব চিন্তিত হইলেন।

শেষে ষ্টেসনে নামিবার পর জ্বরের আধিক্য এমন দেখা গেল যে ওয়েটীং রুমে শয়নের ব্যবস্থা করিতে হইল। তদুপরি গ্রামে যাইবার কোন ব্যবস্থা দেখা গেল না। সেই অবস্থার মধ্য দিয়া কোহিনুর বিপুল মাষ্টারের খোঁজ লইল কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ইনস্পেক্টর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন স্বতরাং।

যান বাহনের বন্দোবস্তে বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। একজন সহানুভূতি দেখাইয়া শুধু বলিয়া দিল মীর সাহেবদের পালকী আসিয়াছে ওখানকার মিটিংএ। পারেন যদি কোন প্রকারে সাময়িক বিপদের দোহাই দান এবং অনুনয়াদি করিয়া। বড় ভাল লোক ঐ ছোট মীর। হইতেও পারে কোন না কোন বন্দোবস্ত এক প্রকার।

ছোট মীর বড় দরের লোক। বনিয়াদি প্রতিপত্তি ছাড়া সকল সমাজেই তাঁহার নিজের যশ সম্ভ্রম ছিল যথেষ্টই। আশ পাশের গ্রামে একটা কানা ঘুশার রটনা অধুনা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে বাহিরের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ডাক্তার খানার বিতণ্ডায় সাঁতরা বাবুরা হটিয়া গেলেন। জয়লাভের পর মহকুমার হাকিমের ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া মীর সাহেব বাটী ফিরিবার সরঞ্জাম করিতে ছিলেন, ইনস্পেক্টার সাহেবের সেলাম পৌছিল।

"আমার পরিচয় মাষ্টার মহাশয় দিয়া থাকবেন অবশ্যই। আপনার নাম সুবিদিত। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমি

বিপন্ন হয়ে পড়েছি। সুকুমারীকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব মোচন করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে যেহেতু সহর ত্যাগ করতে হইবে আমাকে সত্বর। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ষ্টেসনে কোন বন্দোবস্ত নাই। প্রমাদ গণছি সেই জন্য। সঙ্গে আমার মেয়ে আছেন—তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ওয়েটিং রুমে রয়েছেন আপাততঃ। আপনার খোঁজ নিচ্ছেন, মাষ্টার মহাশয়, আপনার চুনি দিদি।"

"উৎকণ্ঠার কোন কারণ নাই। আমার পাল্‌কি রয়েছে আর আর আবশ্যক মত বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখনই। কিন্তু সুকুমারীর মা চলে গিয়েছে কোথায় জানে না কেউ গাঙ্গুলি মহাশয় ব্যতীত।"

"ব্যাপার জটিল হয়ে পড়ল। কাজেই যেতে হবে আমাকেও। ইচ্ছা ছিল, মা এসে মেয়ে গ্রহণ করবেন, আমি ফিরব ষ্টেসন হতে আমার মেয়েটীকে নিয়ে।"

সকলে গ্রামে আসিলেন অগত্যা। মধ্যম গাঙ্গুলি পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন সুকুমারীর প্রতিক্ষায় এবং যখন সংবাদ পৌছিল আরও আসিয়াছে কত কে ঐ মীর গৃহের ওখানে, তখন তিনি সেই দিকেই আসিলেন ভাবিয়া চিন্তিয়া কত কি মনের মধ্যে।

"সকল কথার আবশ্যক নাই, তবে প্রকাশ্য এই যে গিরিবালা কাশীবাস করেছে চির দিনের জন্য তার একমাত্র সন্তানের মায়া

কাটিয়ে, কিন্তু মুখ তাকিয়ে। আমি বুঝালাম কত রকমে। তার সেই এক কথা, তার অস্তিত্ব এখান হতে লুপ্ত না হলে কোন কিনারা হবে না তার এই মেয়েটীর। চলে গিয়েছে সে সুতরাং একখানা দলিল সম্পাদন করে। বিপুল মাষ্টার তার এক মাত্র নির্ভর। আমি নিশ্চিত বলতে পারি সে নিরপরাধিনী—সকলই অযথা এবং অলীক। আশীর্ব্বাদ করছে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যদি ও পাড়াগেঁয়ে। আপনি যশস্বী হবেন এবং দীর্ঘায়ু—ভাল করে দেখে যাবেন আপনার কার্য্য সূত্রে, সকল স্ত্রীকলঙ্কের মূলেই জাজ্বল্য মান রয়েছে পুরুষের পাশব বৃত্তি। কিন্তু দলিত করি আমরা অবলা গুলিকে নির্ম্মম রূপে অযথা, নিজেকে সাফাই করে।"

"আপনাকে প্রণিপাত করি। শিরোধার্য্য আপনার অভিমত ও অনুজ্ঞা।"

"বাবা বিপুল, তোমাকে কি চক্ষে দেখে এসেছে এই ব্রাহ্মণ বরাবরই, ভুলবেনা তুমি অবশ্যই। তুমি আমাদের গ্রামে একান্তই পরের ছেলে কিন্তু সকলকে আপনার করে রেখেছ। তুমি কে, খোঁজ করবার কারও আবশ্যক হয় নাই কখনও! অকপট হৃদয়ে তোমাকে চেয়ে থাকি আমরা সকলে। তোমাকে যতটা জেনেছি তাতে ভরসা হয় অভাগিনী গিরিবালার এক মাত্র সম্বল এই মহারত্ন তুমি গ্রহণ করতে সর্ব্বথা সমর্থ। বৃদ্ধের বাচালতা মার্জ্জনা করো। আমি অবগত আছি ভিতরকার কথা, কতক

কতক হলেও পর্য্যাপ্ত। আদান প্রদান তোমাদের হয়েই রয়েছে এক প্রকার, মাতার অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধের এই দান গ্রহণ কর। ধন্য হউক তোমার উদার মীমাংসা যার কাছে মাথা নত করবে সমাজের এই অশাস্ত্রীয় অনর্থকারী সংস্কার ও অনুশাসন।"

পঞ্চত্রিংশ

সবেমাত্র শরতের এক পশলা বর্ষিয়া যাওয়ায় গ্রামটীকে অবগাহনসিক্ত পল্লীবধূর মত দেখাইতেছিল। ▪মার-গৃহের চণ্ডি-মণ্ডপের যে অংশ ছোটকর্ত্তার জন্য বিশিষ্টভাবে রক্ষিত থাকিত, তাহারই মধ্যে মালিক উপস্থিত ছিলেন, একেবারে একা নহে।

"তোর যত ঐ আবল তাবল, ওসবের মূল্য নাই আমার কাছে কিঞ্চিন্মাত্র।"

"আমার কথা আবল তাবল, মনিদা, আর তোমার গুলো সব বেদবাক্য। কিন্তু অমি এখন এসেছি চাচীমার ফরমাইশ নিয়ে। জবাব দাও, দেরি হয়েও গেল অনেকটা, বৃষ্টির জন্য আটক পড়ে। কি মনে কচ্ছেন চাচীমা। কলকেতার মাসীমা ও বসে আছেন সেখানে আমার প্রতীক্ষায়।"

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, সেইজন্য তুই বহাল হয়েছিস, পারিস যদি কিনারা করতে, কোন রকমে কোন একটা।"

"তা যাই বল, জবাব দাও।"

"আমার জবাব যা ছিল তখন, এখনও তাই।"

"সেতারা তা হলে চলে যাচ্ছে মাসিমার সঙ্গে, চাচীমার দুঃখ অশেষ করে। ঐ যে একটা সম্বন্ধ হয়েছিল, সেটাও ঘটে উঠছে না আপাততঃ। পাত্র চলে যাচ্ছেন কোন দূরদেশে কার্য্য উপলক্ষে। চাচীমা যেতে দিতে চাচ্ছেন না আরও সেইজন্য।"

"আমি ত যেতে বলছি না কাউকেও বাড়ী ছেড়ে।"

"তোমার মুখের কথা নিতে চান চাচীমা এ সম্বন্ধে অর্থাৎ তোমার মত।"

"এতেই বলতে হয় তুই বকিস আবল তাবল। মতামত কি হতে পারে আমার এতে।"

"তা হলে বল'ব তুমি বলছ থাকতে।"

"না"

"তবে বলব, যেতে বলছ।"

"না।"

দালানের দরজার দিক হইতে একজন সাড়া দিয়া আসিলেন।

"অভ্যাগতের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। অনাহূত আমি শচীন। ঐখানের একটা লোক বললে আপনি আছেন এখানে। তার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমি চলে আসলাম আপনা হতে। দুঃসাহস মার্জ্জনা করবেন।"

"আপনি যে ভিজে গিয়েছেন আপাদ মস্তক! ভিতর হতে

কাপড় পাঠিয়ে দিতে হবে সুন্দরী। ইনি আটক হয়েছিলেন এখানে বৃষ্টির জন্য।"

"আমার কাছে এই কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন নাই কাপড়েরও আবশ্যক হবে না অতটা। পরিধেয় শুকিয়ে যাচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে একপ্রকার। বৃষ্টি এসে পড়ল অকস্মাৎ শুধু যেন এই গ্রাম খানায়। ওদিকে ত মেঘের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। ভাগ্যে তবু আশ্রয় পেয়েছিলাম ওখানকার ঐ ফকির-বিদায়ের ঘরখানিতে, যেখানে খয়রাত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন মাষ্টার মহাশয়, আপনাদের তরফ হতে। অমায়িক লোক তিনি। আমাকে ফিরতে হবে এই ফেরত গাড়ীতে। কথা খুব সংক্ষেপ।"

"আমাদের আতিথেয়তা তা হলে না মঞ্জুর করছেন দোষ মনে করে?"

"এরূপ ধারণার ভিত্তি নাই। মীর পরিবারের সৌজন্য সর্ব্বজন স্বীকৃত। জুটে উঠেনি আমার, এই দুর্ভাগ্য।"

"ও একটা কথার কথা, আদতটা কিন্তু ঐ যা অনুমান করেছি, ক্ষমা করবেন।"

"মীর পরিবারে পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ কন্যাকে যারা কুল-বধূ করে নিতে চেয়েছিল তাদের প্রতি এরূপ শ্লেষ সমুচিত হতে পারে না, বিশেষতঃ•••।"

অন্দর হইতে কাপড় দিয়া গেল নেটোর মা। একখানা দুগ্ধ-ধবল সাদা পাড়ের ধুতি।

"উত্যক্ত হবেন না। পরিধেয় পরিবর্ত্তন করুন। ফিরবেন না হয় পরের গাড়ীতে, যদি একান্তই না মঞ্জুর হয় আমাদের আতিথেয়তা।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পর লক্ষ্য হইল থানের ধুতি। মনিরের মনটা হঠাৎ ছুটিয়া গেল অন্যদিকে। কিন্তু সাময়িক আবশ্যকতায় ফিরাইয়া লইলেন।

"মাফ করবেন, অন্ততঃ অভ্যাগতকে কতকটা প্রশ্রয় দান করে। একটা শেষ-বেশ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অনেক দিন হয়ে গেল, আমি এসেছি সে জন্য, সমাপন যদি মধুর করতে পারেন। এদিক ওদিক করতে হবে কতকটা আপনাদিগকে। আপনি হয়ত বলে বসবেন আমাকে। কিন্তু আপনারাই—আপনারা কেন—আপনিই সব। তাই একেবারে এসে পড়লাম এইখানে ওদিকটা পরিহার করে।"

"সমাপন মধুর করতে হলে আপনাকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, এই রকমই আমার ধারণা। করবেন কিনা জানিনা, জানি শুধু আপনি মহোদয়।"

"কোন রূপ কটাক্ষ কচ্ছেন না আশা করি। আমি হার মেনেছি, দায়িত্বে মুক্তি লাভ করতে শত চেষ্টা করেও। কি

জানি কি রকম বিধিনির্ব্বন্ধ-সাধে বাদ সেধেছেন তিনিই। নইলে আজ আপনার সমক্ষে দাঁড়াব কেন এরূপ অনন্যোপায় অপরাধীর মত।"

"অপরাধী বলছেন কেন? ব্যর্থ হয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিন ভবিতব্যকে। একটা অধমতারণের চেষ্টা করেছিলেন, হয় নি। তাই বলতে হয়, যা করেন তিনি, মঙ্গলের জন্য।"

"অধমতারণ ঘটে উঠে নি সত্য যদিও তার জন্য অনুশোচনা এসে পড়ছে না বিন্দু মাত্র। ক্ষোভ হয় শুধু এদিক কার উত্তম এখনও পড়ে রয়েছে দেখে। তবে তার দোষ আপনাদের বা দেওয়া যায় কি করে, সকলই যখন ঘটাচ্ছেন ভবিতব্য। আপনিও ত্যাগ স্বীকার করে বসে আছেন সমূহ। কিন্তু এরকম করে পরের জন্য আপনার সকল দিক খর্ব্ব করে রাখবেন কত দিন।"

"আপনার জনের মত এতটা সহানুভূতি, আমার পক্ষে খুব সৌভাগ্যের বিষয় সুতরাং আপনাকে বলতে বাধা নাই কোন প্রকার। একটা বন্ধুর জন্য পাত্রী দেখার ব্যাপারে ভ্রান্তি বিপর্য্যয় ঘটেছে। বেশ একটা বড় রকমের রোমান্স। বন্ধুর পক্ষ পশ্চাৎপদ হয়েছেন কিন্তু পাত্রী পাকা রকম দেখে ফেলেছেন পাত্রির এই অভাজন বন্ধুটীকে। এখন, অভাবনীয় সংঘটন সম্ভবপর না হলেও আমি এত বড় একটা রোমান্সের মর্য্যাদা নষ্ট করতে পাচ্ছিনা কোন প্রকারে। বুঝবেন অবশ্য আপনিও।"

"বলতে পারিনা আপনার খবর অসত্য, কিন্তু সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এগুলা কাঁচা মনের অস্থায়ী উত্তেজনা।"

"একেবারে ধ্রুব সত্য, পাকা খবর, সন্দেহ নাই অনুমাত্র। ঘটনাক্রমে কেমন করে আমার সেই গুণগ্রাহিনীর কাণে পৌঁছিল একদিন যে, আমি আর ইহজগতে নাই। সেই দিনই সে বৈধব্য বেশ ধারণ করল। একেবারে থানের কাপড়—ঠিক যেমনটী জুটেছে আজ আপনার। মনে করবেন না অলীকতা কিম্বা অতিরঞ্জন আছে কিঞ্চিন্মাত্র। সত্য, একেবারে খাঁটি সত্য।"

শচীন শুনিয়া যাইতেছিলেন এতক্ষণ নির্লিপ্ত ভাবে যদিও বর্ণনা-কারী এত বড় একটা আত্ম প্রসঙ্গ সচ্ছন্দে পাড়িয়া বসিলেন তাঁহার কাছে, ইহা যেন কেমন একটু খাপছাড়া বোধ হইতেছিল। এবং বর্ণনা যেন ক্রমে সম্পর্কহীনতার এদিকে আসিয়া তাঁহাকে আঁচ দিয়া যাইতেছে, এরূপ খট্‌কা তাঁহার মনে আসিয়া পড়িতেছে অবারিত ভাবে। কাজ নাই আর এত গণ্ডগোলে। বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য চুকাইয়া লইয়া বিদায় গ্রহণই প্রশস্ত অতঃপর।

"বিবাহের বাবত এই টাকা গুলা রেখেছিলাম এত দিন, যদি সৎব্যবহার ঘটে উঠে ওরি মধ্যে কোন রকমের একটা, এই আশা করে। কিন্তু হার মেনেছি। এখন গ্রহণ করুন আপনি ও পক্ষের হয়ে। হিসাব দিতে পারব না কড়ায় গণ্ডায়, মাফ করবেন। বেশীর ভাগ অপলাপ করেছে কেদার কবিরাজ। সে অধঃপাত্তে

গিয়েছে, সুতরাং সে অংশ উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নাই।"

"ও টাকা আপনারই। হিসাব করবেন বা নিবেন যদি আবশ্যক হয় নিজের জন্য।"

"আমার হবে কি জন্য? মাফ করবেন মীর সাহেব।"

"এত অপরাধ মাফ হয় না অন্ততঃ আমার কাছে। পরে বুঝবেন যদি শক্তি জুটে উঠে বুঝবার মত। আমার কথা সর্ব্বৈব সত্য, বর্ণে বর্ণে, এবং খুসি হলাম যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে। একটু বাকি রয়ে গিয়েছে, যা তুলিকার শেষ রেখার মত চিত্রটাকে আপনার কাছে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করে দিবে আশা করি।"

"আমি—"

'আপনার তরফ হতে শুনবার আর কিছু নাই। অতঃপর বুঝবেন। সুন্দরীকে পাত্রীরূপে দেখতে এসেছিলেন আপনি, আপনার ভায়ের জন্য। কথা ছিল পাত্র নিজে আসবেন, তা হয় নাই কিন্তু সে অত জানত না। পাত্র জেনেই সে দেখে নিয়ে ছিল আপনাকে একটা বার, কিন্তু একেবারের জন্য। যেদিন মৃত্যু সংবাদ গ্রামে পৌঁছিল, সে পরিধান করল আজ যা আপনি পেয়েছেন তারই নিকট হতে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য। মাথা পেতে এই প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। আমি এখনই ফিরব, মাফ করবেন কিছু সময়ের জন্য।"

ছাত্রিংশ

মনির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ঠিক একটা জয়োল্লাস আসিয়াছিল এরূপ বলা দুরূহ। কিন্তু একটা জ্বালাময় সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এরূপ অভাবিত উপায়ে ঘটিয়া গেল তাহাতে সে যেন খুব সচ্ছন্দ মুক্ত হইয়াছে এরূপ বেশ বুঝিতে পারা গেল! এক সময়ে কখনও কখনও সে ভাবিয়াছিল, সবিস্তার শচীনের কাছে বলিয়া কহিয়া তাহাকে লওয়াইয়া ফেলা তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ উপযাচকপনা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তার উপর আবার প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা ছিল। সেরূপ কিছু ঘটিয়া গেলে সে বরাবর কার মত মাথা উঁচু করিয়া রাখিবে কেমন করিয়া, অন্ততঃ এক জনের কাছে?

দুনিয়ায় একের জন্য অন্যে ভাবিয়া থাকে স্নেহ মমতার চাপে, কিন্তু এমন সময় ও আসিয়া পড়ে যখন মানুষের আপনার ভাবনা অন্যের দুঃখ যন্ত্রণাকে একেবারে বিলীন করিয়া দেয় অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য।

ওদিকে একটা আলোচনা চলিতেছিল সেতারার মা ও বড় মায়ের মধ্যে। মনিরের আবির্ভাব সূচনায় বাধা প্রাপ্ত হইল আগন্তুক বেশ বুঝিয়া লইল।

"শচীন বাবু এসেছেন শুনেছ মা এতক্ষণে।"

"নেটোর মা বলছিল, একজনের কথা কিন্তু শচীন ?"

"শচীন বাবু। বিবাহের দরুণ সেই টাকা গুলা ফিরিয়ে দিতে।"

"আশা তা হ'লে রইল না, ওদিক হ'তে কিছু কিনারা হবার মত।"

"সম্পূর্ণ। শচীন বাবুই সুন্দরীর বর। অনুমতি চাই তোমাদের এক মাত্র। গাঙ্গুলী জ্যাঠা নির্ভর করে আছেন তোমাদেরই উপর সম্পূর্ণ।"

"এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পাচ্ছি না—বাবা মনির! সত্যই তবে আমাদের সিঁন্দুর-কৌটা স্বার্থক হতে চলল—এতদিনে। সোনার শচীন সে আমাদের সকলেরই।"

"আহ্লাদ শুধু এইজন্য নয় তা বুঝতে পারছি। কিন্তু অবিচার করেছ তোমরা এই অভাগা সন্তানের পক্ষে, যদিও সেটায় ভ্রূক্ষেপ করি নি কোন কালে তেমন করে।"

সিঁড়ির পথে—এক পা উপরের ধাপে আর একটা তন্নিম্নে, এবং পাশের দেয়ালে মাথা রাখিয়া সুন্দরী যেন ভাবিয়া কুল পাইতেছিল

না, উপরের ঘরে সে আর যাইবে কিনা। তাহাকে এত ত্রীয়মান কেহ আর কখনও দেখিয়াছিল কি না বলা দুরূহ। মনির উপরে যাইবার পথে আসিয়া ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু স্থির মীমাংসা যাহার হইয়াই গিয়াছিল তাহার পক্ষে সাময়িক প্রয়োজন মত সামলাইয়া লওয়া দুষ্কর হইল না।

"তুমি যার নিকট আত্মবিক্রয় করেছ—তিনি এসেছেন। তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য—অন্ততঃ এই এতটুকু নির্ভর তুমি করবে আমাদের উপর এরূপ আশা করি। জ্যাঠামশায় অবশ্য রয়েছেন আমাদের সঙ্গে।"

"গ্রহণকারীর অগোচরে বিক্রয়! বেশ এক নতুন কথা!"

"তা হ'লে ব'লব, আত্মবিক্রয় নয়—আত্মদান। ধরা পড়েছ—রেহাই কোথায়!"

"তাই যদি হয়, আমার অর্পণ আমিই রদ করলাম—কারও মর্জ্জির অপেক্ষা না করে।"

"কার জন্য?"

"আমারই জন্য আমাকে ফিরিয়ে নেব—আর আমার সঙ্গে আছে—তারা—আমার সেতারা।"

"এতটা ত্যাগ বাহবার যোগ্য—কিন্তু যাকে এতটা ছোট করেছ তাকে বড় করবার শক্তি শুধু একা তোমারই, এরূপ মনে করা খুবই ভুল!"

"তোমরা যাকে ভুল বলবে, আমার কাছে তা খুবই ঠিক। যারা আমাকে বড় করেছে তাদের কাছে ছোট হয়ে মনের দাগ মুছতে পারব এমন শক্তি পেতে হবে তাদেরই কাছে একথা আজ বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে এই-ই দুর্ভাগ্য।"

"আমার কথা শুন।"

"শুনেছি বরাবরই—আজ আমি অবাধ্য এবং দণ্ডবিধানের অধিকারে হারিয়েছ তুমি নিজে।"

"আমি প্রতারিত হয়েছি।"

"একটুও না।"

"কিন্তু তবুও তোমার কোন কথাই চলতে পারে না—যা করব আমরা মাথা পাততে হবে নির্ব্বিরোধে একান্তই।"

"তাতে তোমার লাভ?"

"মুক্তি।"

"সুখী হলাম—আমার কথা নাই অন্য কোন।"

একজন চলিয়া গেল উপরের দিকে আপনার পথে, আর এক জন ফিরিল নীচের তলা হইতে নীচের দিকে, সঙ্কল্পচ্যুত না হইলেও মুশড়িয়া গিয়া সমূহরূপে তখনকার সেই বিভিন্নমুখী মনোভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে।

বাহিরের বাটীতে আগন্তুকের সঙ্গে আরও কিছু কহিবার বাকী ছিল।

আবার ফিরিয়া মনির নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষ জনহীন—সে বিস্মিত হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে কিন্তু ঘড়িতে সবে মাত্র পাঁচটা—এত কম! ঘড়িটায় চাবী পড়িতেছে না রীতি মত সুতরাং স্লো যাইতেছে নিশ্চিত। ওই পত্রখানি ঝুলিতেছে ঘড়ির নিম্নদেশে, কোথা হইতে আসিল! এটা স্মারকলিপি? এতদিন ত ছিল না! টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল—সে আজ কত দিনের কথা। সুন্দরী বোধহয় ঝুলাইয়া দিয়াছে নূতন করিয়া। লক্ষ্য হয় নাই বড় একটা। আগ্রহ হইল!

কিন্তু একি। এযে ছোট্ট খামের মধ্যে রক্ষিত চিঠি একখানা। সুন্দরীর লেখা—খুব সংক্ষিপ্ত দু-চার কথা সর্ব্বনাশকারী মর্ম্ম প্রকাশ!

মনির উন্মত্তের মত ছুটিল ইতস্ততঃ লেখিকার তল্লাসে, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে, উপরে, নিম্নে, এবং উপরের ছাদে।

সাঁইত্রিশ

সুন্দরী হইয়াছিল সেতারার কাছে সমস্যার মত জটীল—অথচ অকপট স্বজনের মত সরল। মা ও বড়মার সন্তর্পণযুক্ত বাদানুবাদের মধ্য দিয়া যে আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সে বুঝিয়াছে তাঁহারা তাহার এই দিদীটীকে অন্তরায় সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের অভিষ্ঠসিদ্ধির পথে। সে অত বুঝে না, কিন্তু এইরূপ আরোপের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে তাহার ঘোরতর। আজ যদি দিদীটী তাহার পর হস্তে সমর্পিত হইয়া যায় সকলের সকল চিন্তার অবসান করিয়া—তাহা হইলেই কি তাহার শুভাকাজ্ক্ষিনীগণের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ পরিস্কৃত হইয়া যাইবে! এমন সম্ভাবনার ভিত্তি সে পায় নাই। পরন্তু অবস্থা দাঁড়াইবে অন্যরূপ এইরূপই তাহার সংস্কার। মনির তাহাকে যতই নিঃসম্পর্কিত করিয়া রাখুক না কেন, সে তাহার বড় মায়ের যথাসর্ব্বস্ব সন্তান-সম্বলটীকে চিনিয়া লইয়াছে ভাল করিয়া। দিদীর কাছে ধরা দেওয়া একটা মস্ত বেয়াকুবী হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নয়। পার পাওয়া

দুরূহ হইয়া গিয়াছিল একান্ত। এ বাটীতে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবার অগ্রে মা যে সকল কথা চালাইতেছিলেন তাহাতে যাহা ঔৎসুক চুকিয়া যাইত যেমন সকলের হইয়া থাকে দুনিয়ার মধ্যে। কিন্তু এখনকার মত অবস্থার মধ্যে সে জালবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে আপনাকে, অথচ ধরিয়া লইবার মত আগ্রহ দেখা যাইতেছে না কিছু মাত্রও আকাঙ্ক্ষিত পক্ষ হইতে। দিদীটির বিরুদ্ধে তাহার কোনও নালিশই চলিতে পারে না, যে যেমনই বলুক অথবা মনে করুক না কেন; সে তাহাকে সব দিক দিয়া আগুলাইয়া না রাখিলে এই আকাশ কুসুম লইয়া সে এ সংসারে বুক বাঁধিতে পারিত না, ইহা তাহার বিবেচনায় ধ্রুব সত্য।

সুন্দরী বিশেষ কোন গবেষণা করে নাই। এবাটীস্থিত তাহারই আলমারার মধ্যে, হাতের কাছে ছিল থানের সেই ধুতি খণ্ড যাহা সে পাঠাইয়া দিয়াছিল বহির্বাটীতে মনিরের হুকুম তামিল করিতে। ধাক্কা সে খাইতেছিল নানা রকমে নানা দিক দিয়া উলটিয়া পালটিয়া, কিন্তু সে সকল ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি তাহার জুটিয়া গিয়াছিল অবস্থা চক্রের মধ্য দিয়া। বাহিরে তাহাকে ধরিবার যো-টী ছিলনা একটু মাত্রও। সূক্ষ্মদর্শী মনিদা যাহা বুঝিতেন তাহার মধ্যে গলদ ছিল অনেক রকমের ইহা সে ভাল করিয়া জানিত। কিন্তু শুধরাইয়া দিবার চেষ্টা সে করিত না; তাহাকে সে জানিতে দিবে না কাহাকেও। মনিদা যদি ভুল করেন,

সে দোষ তাঁহারই। তাঁহার নিকট সে পার পাইত না আর সকল বিষয়েই বড় একটা। যা কিছু শিক্ষা এক রকম তাঁহারই কাছে সর্ব্ব বিষয়ে। যদি তিনি সব কিছু যথাযথ বুঝিতে অক্ষম হন— সে লাচার। মনের মধ্যে তাহার একটা দাগ পড়িয়াছে এটা সে না মানিবে কেন? কিন্তু সেই দাগটা মনিদার কার্য্য কলাপে পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে কি মিলাইয়া যাইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন কিনা তিনিই জানেন। আজ যিনি আসিয়াছেন তাঁহার কথা তিনি তুলিতে গিয়াছেন দু-এক বার। কিন্তু সেই উত্থাপনকে একেবারে চাপা দিতে গিয়া আপনাকে কিরূপ ভাবে উত্থাপন কারীর নিকট প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই— গোল বাধিয়াছে বোধ হয় কতকটা সেই জন্য। আজিকার এই অতিথি সমাগমে এত আগ্রহের আতিশয্য কি জন্য? দাদাটী তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্বে যাহা চাহিতেছিলেন তাহা পাইয়াছেন এই রূপই মনে হইতেছে। কিন্তু গলদ এই খানেই গুরুতর। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার, তিনি যেন তাহাকে বুঝিয়া লইয়া প্রতিকারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছেন, এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন রূপ উৎসাহের আভাস পান নাই বলিয়া হয়ত ভাবিতেছিলেন কি করিবেন! মধ্যে মধ্যে একথাও বলিয়াছেন যে তিনি বিদ্রোহী হইবেন এবং এমনও ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে সে যেন তাহার সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকে সর্ব্বদাই। তিনিত জানেন

সে তাহার কি রকমের অনুগত। কিন্তু এই সকল গড়া ভাঙ্গার মধ্যে তাঁহারও যে একটা অস্থিরতা জাজ্জল্য মান ছিল ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই এবং বুঝিয়াই সে বসিয়া রহিয়াছে তাহার তরফ হইতে একটা ন্যায্য মীমাংসার সংশয়যুক্ত প্রতীক্ষায়। আজ সে মীমাংসা তিনি করিয়াছেন আজকার এই অতিথির আবির্ভাবে।

সেতারা বারান্দার ওদিকটায় বসিয়া বড় মার ফরমাইস মত কি একটা কাজ যেন করিতেছিল

"নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে যে, তারা।"

"সেরে ফেলেছি। তুমি কোন দিকে ছিলে দিদি এতক্ষণ? বড় মার কাছে ত শুধু মা ছিলেন আমি দেখে এসেছি। তাঁরা বলছিলেন, এসেছেন যিনি তাঁর কথা কত রকমে।"

"আমি একাই ছিলাম এক দিকে। তুমিও ত, রয়েছ একা। ওকাজটা শেষ হয়ে গেল, এস আমি যাচ্ছি পুকুরের ঘাটে।"

"নেটোর মা দেখে আসুক মালিরা যদি কেউ থাকে এদিক ওদিক।"

"কেউ নাই, আমি গিয়েছিলাম, একটু আগে ফিরে এসেছি।"

ভরপুর পুকুর। এত মাছ, সাড়া দিতেছেনা একটীও। গাছের পাতায় স্পন্দন নাই। দুই একটা পাখী ইতঃস্তত উড়িতে থাকিলেও শব্দহীনতার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল না বড় একটা। বাগানের

এদিক ওদিক, নিকটে এবং দূরে প্রত্যেক গাছ, গুল্ম, লতা, বীথিকা, যাহারা পরিচর্য্যা এবং বিন্যাশ কুশলতার ঋণ বহন করিয়া রহিয়াছে আজ তাহাদের প্রত্যেকটীর খোঁজ খবর লইবার জন্য কেউ উদগ্রীব নহে, সুতরাং তাহারা ম্রীয়মান। একটা ময়ূর অভ্যাস মত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সরিয়া গেল, পুচ্ছের অভিনয়ে নিরস্ত হইয়া।

"তারা—"

"দিদি।"

"দিদি নয় দুষমন। বুঝে যদি নাই থাক শুনেছ একান্ত আপনার জনের কাছে। আমি তোমাদের সুখের পথে অন্তরায়, বিশেষতঃ তোমার।"

"এই দুষমনেই আমার সুখ। পায়ে ঠেলতে পারবে না তুমি এই অভাগীনিকে, যে যেমনই বলুক এবং মনে করুক না কেন।"

"সত্যই আমি তোমার কণ্টক।"

"তাই যদি হয়, কাঁটা তুলতে শিখিয়ে দেবে তুমিই। আমি ভাবি না তার জন্য এক বিন্দুও।"

"না সেতারা, তোমার ভুল হয়েছে আমাকে বুঝতে, তোমার সরলতার মধ্য দিয়া। আজ তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমার কি রকম দিদি।"

"যা বুঝেছি, বুঝতে চাই না তার চাইতে বেশী আর কিছু।

আজ তোমার মুখের কথা ও চোখের ভাষায় সামঞ্জস্য নাই। দিদি আমাকে প্রতারণা তুমি করনি আর কখন এমন করে।"

"কাঁদছ? চখের জল শুখিয়ে যাবে। শুন সেতারা, আমি প্রাণ ভরে ভালবাসি তোমার ভাবি স্বামী আমার মনিদাকে। বিশ্বাস তুমি করবেই আরও যদি বলি—আমার প্রতি তাঁর টান বোধ হয় গভীরতর।"

সেতারা শিহরিয়া উঠিল। এই রকম একটা শুনিতেছিল সে ভাসা ভাসা। যাহা দেখিত তাহাতে প্রবাদের প্রতি তাহার আস্থা আসিয়াও আসিত না সুন্দরীর অকপট স্নেহ মমতায়। আজিকার এই আত্মঘোষণায় সে শিহরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কি করিবে বা বলিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বসিয়া রহিল। আসমানের ঐ কাল মেঘ গুলা সাদা হইয়া যাইতেছে। আবার কাল, আবার সাদা, নিরাকরণ কিছুই নাই। অন্ধ বিশ্বাসই এক মাত্র অবলম্বন। কি বুঝিবে সে বিচার করিয়া।

"দিদি, দিদি, তবুও তুমি দিদি আমার।"

"উত্তম। শুনেছ বোধ হয় আমার বর এসেছে, ঐ বাইরের ঘরে। তুমি জান না, আমি কত হেয়, অযোগ্য। যদি কেউ আমাকে গ্রহণ করেন সেটা হবে একটা অসীম অনুগ্রহ। আমাকে এই রকমে বিকাতে হবে, যিনি এসেছেন তাঁর কাছে। নারীর

জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা দুনিয়ার মধ্যে। বেশ কথা, তোমাকে তাহলে একটা রফা করতে হবে আমার সঙ্গে। আমি পায়ে ধরে বলব চাচীমার কাছে। তিনি আমাকে পায়ে ঠেলতে পারবেন না কোন মতে। তুমি তবুও এখন ছেলেমানুষ সুতরাং হয়ত বুঝবে না সকল কথা। আমার ভালবাসায় একটা গণ্ডী এঁকে রেখেছি, যার মধ্যে তুমিও আসতে পারবে সেবিকার স্বরূপে। তার বাইরে আমার কিছুই নাই। এর পরিমাপ হয়ত এতটুকু। এটুকু যদি না ছাড়তে পার তাহলে নিশ্চিত জেন, জঞ্জাল বেধে থাকবে সচ্ছন্দের পথে, সুখ ত দূরের কথা। এতটুকু প্রশ্রয়ে যদি রাজি হও তাহা হলে ভেঙ্গেগড়ে নিতে পারব আবার আমি, তোমার স্বামী, আমার মনি-দাকে।”

“অত তলিয়ে বিচারের শক্তি আমার নেই, তবে এটুকু বুদ্ধি আমার যোগাচ্ছে, যাতে বলতে হয় এরূপ ভাবের উত্থাপন অবান্তর মাত্র বিশেষতঃ আগে হতে একটা বোঝা পাড়া একটা বন্দোবস্ত করে নিয়ে। আমি হাসি-মুখে ষোল আনার দাবি ছেড়ে দিব তোমাদের জন্ত। কিন্তু এতটুকুর ভাগ্যেও বিড়ম্বনা আছে।”

“তোমার নিকট শিক্ষা পেলাম। বুকের আলিঙ্গনে তোমাকে বরণ করে নিব, এস সেতারা।”

“দিদি”

“ব’ন”

"নামাজের সময় যে হ'য়ে আসছে, তুমি কি চান করবে ব'লে এদিকে এসেছ ?"

"কিছু ত নিয়ে আসিনি।"

"আমি নিয়ে আসছি যা কিছু আবশ্যক।"

মনির সুন্দরীর অন্বেষণের মধ্যে সেতারাকেও দেখিতে পাইল না। হয়ত জিজ্ঞাসা করিত তাহাকে এমন অবস্থায়। বাড়ী ফিরিয়া সে যায় নাই। তাহ হইলে বলিতে পারিত নেটোর মা। অবশেষে তিনি ছুটিলেন খিড়কীর ঘাটের দিকে। হয়ত সেখানেই আছে দুজনই।

এক জন তখন চলিয়া আসিয়াছে প্রাগুক্ত রূপে। বর্ষার শেষে ঘাটের সিঁড়ি জাগিয়াছিল মাত্র দু চারিটী, জলের উপরে। সুন্দরী সে কয়টী অতিক্রম করিয়া ভিতরকার আরও কয়েকটীর নীচে কণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইল। দুনিয়ার আলো আর যেন সহ্য হইতেছিল না। দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় মনের মধ্যে এবং মুখে ফুটিয়া উঠিল—মনিদা—

"সুন্দরী"

মুখের কথা আটকাইল না—বাহির হইয়া পড়িল আপনা হইতেই অবাধে।

"মনিদা—"

"সেতারা কোথায় ?"

"তুমি কার জন্য এখানে এসেছ মনিদা ?"

"তোমার এ সওয়ালের জওয়াব তুমি দিতে পারবে আমার চাইতেও উত্তম।"

"তুমি এসেছ আমার জন্য, সেতারার প্রশ্ন কি জন্য ?"

"তোমাকে রেহাই দিচ্ছি তোমারই জন্য।"

"বেশ, সেতারা গিয়াছে অন্দরে যেখানে তার একচ্ছত্র অধিকার।"

"আবার বলছি আমার কথা শুন।"

"বলেছি ত, এতদিন শুনিছি—আজ আমাকে তোমার শাসন হতে মুক্ত করে দিয়েছ।"

"আমার ব্যক্তব্য তা হলে বুঝেছ ?"

"খুবই। এতটুকু না বুঝলে তোমার শিক্ষার অবমাননা হবে। আমার মত নাই।"

"আমার আছে।"

"তোমার অকপট স্নেহের সম্পর্ক যাদের কাছে আমাকে হেয় করে রেখেছে তা'দিকে উপেক্ষা করবার অধিকার আছে আমার সম্পুর্ণ।"

"তুমি কত ভালবাস সেতারাকে।"

"তোমার চাইতে বেশী কি কম বুঝতে পাচ্ছি কতকটা। সুখীও হ'লেম যৎপরোনাস্তি।"

"এ পত্রের মন্তব্য কি ?"

"পত্রের মন্তব্য পত্রে—জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন ? আজ তুমি আমার কাছে হার মানছ সহজে। এত ব্যতিক্রম কিসে ঘটল বুঝতে পারবে না তুমিও। বুঝেও কাজ নাই। সেতারা আস্‌-ছিল—সরে গেল।"

"আমি চললাম শচীনের কাছে—বোঝা পাড়া করব সকল কথার অতঃপর, সন্ধ্যার পর।"

সেতারা একটু সরিয়া গিয়াছিল অন্দরের দিকে। ফিরিয়া ঘাটে বা জলের উপর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দিদি কোথায়! উনি কথা কহিতেছিলেন কাহার সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া ? ছুটিয়া দেখিতে গেল কোথায় নেটোর মা। ফিরিবার পথে মনির যাইতেছিল বহির্ব্বাটীর দিকে। সকল বাধা হার মানিল তখনকার জন্য।

"দিদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না পুকুরের কোনও খানে। বোধ হয় জলের মধ্যে—"

"সে কি !"

মনির ছুটিয়া গেল, পাগলের মত। সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে সুন্দরী।

নেটোর মার চিৎকারে বাহির্ব্বাটীতে সাড়া পড়িল। শচীন ও ছুটীলেন উন্মত্ত ভাবে,—আরও যে যেখানে ছিল, মাষ্টার, নেটোর মা ইত্যাদি ইত্যাদি।

"এই ঘাটের কাছে"—

"আপনি আত্মসম্বরণ করুন।"

নেটোর মা চিৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো তুমি যেওনা বেশী জলে। সাঁতার জানা নাই ভাল রকম—ছোট মিয়া।"

সুন্দরীর স্পন্দনহীন দেহ ঘাটের উপর রক্ষা করিল শচীন জলের ভিতর হইতে তুলিয়া, সকলের সমক্ষে, অপ্রত্যাশিতরূপে জীবন দাতার কাজ করিয়া, যদিও জীবনের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না একটুকুও।

শুশ্রূষার মহা আয়োজন পড়িয়া গেল। মধ্যম গাঙ্গুলীর অশ্রু-রোধ হইতেছিল না কোনও রকমেই। সবে মাত্র বংশের এক মাত্র সম্বল ঐ সুন্দরী। সুকুমারী ছুটিয়া আসিয়া শিয়রে স্থান গ্রহণ করিল ছলছল চক্ষে। ডাক্তার আশ্বাস দিতেছিলেন, ঠিক অকাতরে না হইলেও। শচীনের কার্য্যগৌরব তাহাকে সকলের কাছে ধন্য করিয়া তুলিয়াছিল যদিও রক্ষা কারী মনে মনে বলিতেছিলেন কিসের সাধুবাদ যদি রক্ষা না হইল শেষ পর্য্যন্ত—জীবনের যখন কোন আশা দেখা যাইতেছে না এতক্ষণের ও পর।

বাতায়নের মুক্ত পথ দিয়া জ্যোৎস্নার আলো ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। মানুষের সাড়াকে পরবর্ত্তী করিয়া যাহারা নৈশ অবসান ঘোষণা করিয়া থাকে তাহাদেরই মধ্যে কাহারও কাহারও কাকলির প্রেরণায় শয্যাশায়িনীর সংজ্ঞাসঞ্চার সূচিত হইল।

বাহিরের মসজিদে আজানের ডাক যেন কাণের মধ্যে ভাল করিয়া প্রবেশ করিয়াই সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরাইয়া দিল। উন্মিলিত নয়ন মনিদার দিক হইতে ফিরিয়া আর এক জনের দিকে মেলিত হইয়া আবার মুদ্রিত হইল। শচীন বাহিরের বারান্দার দিকে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার নিরাপদের আশ্বাস দান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন—আবার আসিবেন পথ্যের ব্যবস্থা করিতে অতঃপর।

পাড়ায় ওরই মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াই বেড়াইল স্পষ্টতঃ, যাহা শুনা যাইতেছিল ঠিকই কিন্তু। উঃ, কতদূর বাড়াবাড়ি এই অভয় গাঙ্গুলীর মেয়েটার। অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাবেই একেবারে আত্ম-হত্যা। বুড়ো করে মেয়ে ঘরে রাখা এবং নিন্দনীয় রূপে মিশামিশির এই ফলাফল। নাই ক'রত গ্রহণ এমন মেয়ে ঐ অভাগা বামুনের ছেলেটা।

শচীন ফিরিবার অনুমতি চাহিলেন—পথ চাহিয়া আছেন পিসিমা—কিন্তু তাহা হইল না।

"পিসিমাকে আনাবার ব্যবস্থা এখনই করা যাচ্ছে। আমি নিজে যাব যদি আবশ্যক হয়। বাকী টুকুতে বিলম্ব সইবে না আর কার ও। বিনিময় হয় নাই ইত্যগ্রে কিন্তু। সলিল সম্মিলনের শুভ সংঘটনের পর আর যা করতে হবে তা লোকাচার মাত্র। এখন আমার কাজে কোন বাধাই মানব না। মায়ের অভিসন্ধি

মত গাঙ্গুলী জ্যাঠার অনুমোদন নিয়ে সকল কাজ সমাধা করব। তার পর চির বিদায়।"

"মনিদা—"

"তুমিও বলছ-মনিদা।"

"সে অধিকার দান করতে কুন্ঠিত হবে না মনটা যেন এমনই বলে দিচ্ছে, আপনি।"

"কিন্তু সাবধান, সমাজ রয়েছে—তাকে সামলাতে হবে তোমাদিগে।"

"যাকে চাই তাকে নিয়ে সমাজ করতে যে না পারে, সে সমাজের অনুপযুক্ত।"

"সে যোগ্যতা তোমার আছে বলে মনে করি। আমি চাই তোমরা কাছছাড়া হবে না চিরদিনের জন্য।"

"আমি এসেছিলাম আপনারই কাছে।"

"আলিঙ্গন দাও—সুন্দরীকে কত ভালবাসি আশা করি বুঝতে পেরেছ অতঃপর।"

সুন্দরী ছিল মনিদার কক্ষে—একা নয়। কিন্তু একা হইল, যখন একজন ছুট দিল মনিরের অন্দর প্রবেশে। কিছুতেই ধরিয়া রাখা গেল না তাহাকে।

"শচীন যেতে চাচ্ছিল কিন্তু ঘটে গেল অন্যরূপ। সে আর যাবে না আমাদের কাছ ছেড়ে কখনও।"

"আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল সেতারা এই যে মনিদা।"

"তুই বয়ে বেড়াবি তাকে, বুকের বোঝার মত চিরদিন—এই তোর শাস্তি।"

আটত্রিশ

মাতামহী কাদম্বিনী এতদিনে কুল পাইয়াছেন—তাঁহার কাশী-বাস সঙ্কল্প আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিল, আর কিছু দিনের জন্য সে দিদিমার সেবা করিতে চাহে। কিন্তু দিদিমা কাঁদিয়া নাতিনীকে রাজী করাইলেন। নাত জামাই এখন তাহাকে আগুলিয়া রাখিবে, আর মনিদা-চাচীমা ত আছেই। কিসের ভাবনা সুন্দরীর। সোণার সংসার গড়ে তুলুক তারা—এই তার আকিঞ্চন। সুজামাতার কামনা বুকে করিয়া যে চলিয়া গিয়াছে তার স্মৃতি বৃদ্ধার বুক ভাসাইল।

মনির আসিয়া ধন্না দিল—যাইতে দিবে না এখন দিদিমাকে। কিন্তু তা আর হয় কি করিয়া। গিরিবালা জানাইয়াছে পত্র লিখিয়া, কোন সেবার ত্রুটী হইবে না তাহার পক্ষ হইতে—সেখানে সকলই প্রস্তুত রহিয়াছে তাঁহার জন্য। মধ্যম গাঙ্গুলী বাধা দিলেন না—তিনিও ত প্রস্তুত হইতেছেন শেষ দশায় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য।

যাত্রার শুভদিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সেদিন এক মহাসমারোহ করিয়া তুলিয়াছে নাতনী তারা সুন্দরী। চাচীমা আসিলেন সেতারা ও কলিকাতার মাসীমা সমভিব্যাহারে। নেটোর মার ত কথাই নাই। পাড়ার আসিল আর ও কত কে—অবশ্য পূর্ব্ব কথার ক্ষমাঘেন্না করিয়া; সুকুমারী আসিল তাহার দিদিকে আনাইয়া কলিকাতা হইতে। মাষ্টার এবং ছাত্র মনির আসিলেন তদগ্রে। মধ্যম গাঙ্গুলী পঁহুছাইতে যাইবেন, সুতরাং তিনিও প্রস্তুত হইতেছিলেন। নিজের হাতে গড়া এটা সেটা শেষ বারের জন্য সকলকে খাওয়াইয়া যাইবেন সুতরাং দিদিমার ফুরসৎ হইয়া ও হইতেছে না—হেঁসেল ঘরের অভ্যন্তর হইতে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিল। দিদিমা আসিলেন চাচীমার কাছে সুন্দরীর জন্য বলিতে—কত কি। না বলিলেও চলিত কিন্তু তবু কি বুঝে দিদিমার প্রাণ এই চির বিদায়ের দিনে। "এই পাঁচ আনা এক পয়সা তুলে রেখেছিলাম, পাঠিয়ে দিও মা ঐ আস্তানায়—বেশী আর দেরী না করে। এদের কিনারা তাঁরা করেছেন ভালয় ভালয় এই যা আমাদের ভাগ্য। গড় করি তাঁদের শত বার মাথা নত করে। সুখের সংসার হ'ক এদের সকলকার। আমার মানসিক নাই আর কিছু।"

"ছেড়ে যাচ্ছ মা—আমাদের শত মুরুব্বীর সেরা তুমি, আগুলিয়ে ছিলে সকলকে। আশীর্ব্বাদ কর মা তোমার অভাব আমা-

দিগকে যেন কোন রকমে অব্যবস্থিত করতে না পারে। সুন্দরী ও সেতারা তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে সিথির সিঁন্দুর সার্থক করতে পারবে এমন ভরসা বুকের মধ্যে আপনা হতেই এসে পড়ছে। আমার কাছে গচ্ছিত ছিল সুন্দরীর এই কয়েকগুলি টাকা। এগুলি তোমার সঙ্গে যাবে মা সৎ কাজে ব্যয়িত হবার জন্ত। আর এই সেই কাপড় খানা—যা নিয়ে দুষ্ট নাতিনী তোমার তুমুল ঘটিয়ে বসেছিল এত রকমে। মধুর সমাপন হয়েছে, এই পূত বসনের মাহাত্ম্য-দৌলতে। আমি যত্ন করে এনেছি যথা স্থানে পৌছিয়ে দিতে আজিকার এই বিদায়ের দিনে।"

সুন্দরী মুখ লুকাইল মাসীমার বুকের মধ্যে—তাহারই পার্শ্বে বসিয়াছিলেন সেতারাকে সঙ্গে লইয়া।

"আমাদেরও আশীর্ব্বাদ কর মা—তোমার নাতিনী চাচীমা ও আর আর সকলের সঙ্গে। আমার সম্বল এইটুকু সেতারা, সুন্দরী যেমন তোমাদের। সুন্দরীর সঙ্গে, সেও যেন তোমাদের কল্যাণ কামনায় সচ্ছন্দ ভাগিনী হতে পারে।"

সুকুমারীর একটু সন্তর্পণ আসিয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন কারণ থাকুক বা নাই থাকুক। তাহার দিদিটী অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিল, কতকটা অযাচিত ভাবে অবশ্য।

"আমি চুনি—সুকুমারী আমাকে দিদি বলে ধন্ত করে। এখানে এসেছি নাছোড় এদেরই আগ্রহাতিশয্যে। আপনাকে

দিদিমা বলবার ধৃষ্টতা না রাখলেও—মুখ আপনিই ফুটে গেল—মাফ করবেন। শুধু একটা কথা বলবেন আমার তরফ হতে মাকে—অর্থাৎ যাঁর নিকট আপনি যাচ্ছেন,—তাঁর কন্যা সুকুমারীর সংসারবন্ধন সম্বন্ধে। শান্তির সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ হোক এই মীর পরিবার—কল্যাণের উৎস ছুটে এসেছে সেখান হতে সুকুমারীর জন্য—এ স্বীকার করবেন সকলেই অকাতরে। আমি একজন হতভাগিনী। দেহত্যাগের পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করে অকাতরে সর্ব্ব সুখ জলাঞ্জলি দিতে পারেন আপনি সেইরূপ একজন হিন্দু-বিধবা। প্রণিপাত করি আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।"

"তুমিও ত বলছিলে চাচীমা—তোমার ননদ একজন মক্কা-শরীফ গিছলেন—সব ত্যাগ করে, আর ফিরেন নি। সঙ্গে তিনি কিছুই নেন নি অজচ্ছল থাকা সত্বেও। ওই যে দিদিমাকে এতগুলো টাকা দিলে আমার নাম করে—কিসের গচ্ছিত আমি রেখেছিলেম, কবে চাচীমা?"

"আমার কাছে তোমার অফুরন্ত গচ্ছিত—ভাল কার বুঝবে আরও, অতঃপর, মা সুন্দরী।"

মনির আসিয়া বলিয়া গেল—"বাবা এসেছেন চুনীদিদির—ইনস্পেক্টর সাহেব—ওঁকে নিয়ে যাবেন বলছেন, আজই। তা হ'তে পারে না—কোন রকমে আমরা থাকতে এতগুলো।"

একটা বেশ আন্দোলন পড়িয়া গেল অন্দরে ও বাহিরে, এই অপ্রত্যাশিত অতিথি সমাগমে। ইনস্পেক্টর সাহেবের প্রবাস যাত্রার দিন স্থির হইয়া হুকুম বাহির হইয়াছে—মেয়েটীকে তিনি লইতে আসিয়াছেন সুতরাং। বিপুল মাষ্টার তাঁহাকে এখানে রাখিবার আগ্রহ জানাইয়া বার বার আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটিবে এরূপ সংশয় রহিয়াছে— সম্মত নহেন তিনি সেইজন্য। মেয়েটীকে বাড়ীর একজন করিয়া রাখিবেন আজীবন ইহাই তাঁহার স্থির মীমাংসা।

গাঙ্গুলী মহাশয় সর্ব্বাগ্রে বুঝিলেন বিঘ্ন হইতে পারে কেমন করিয়া। কিন্তু তিনিই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন সর্ব্বাগ্রে কোন বিঘ্ন ঘটিতে দিবে না এই ব্রাহ্মণ—যখন বুঝা যাইতেছে সুকুমারীর সংসারে এই মেয়েটি সহায় স্বরূপিনী হইয়া থাকিবার সর্ব্বথা উপযুক্ত। মাষ্টার, গ্রামবাসী কাহারও কাহারও তীব্র মন্তব্যের প্রসঙ্গ দু-একটা তুলিতেছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের স্বতেজ কণ্ঠ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া দিল—ইনস্পেক্টর সাহেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—অথচ ফিরিতে হইবে যত শীঘ্র সম্ভবপর আজই।

মনির গাঙ্গুলী জ্যাঠার ব্যবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রবেশ করিল অন্দরের দিকে খুবই আনন্দিত চিত্তে হাসিতে হাসিতে।

চুনি বলিতেছিল—"এ মলিনতা দূর হয় না। পূর্ণিমার চাঁদের বৃহদায়তনের মধ্যে কলঙ্ক রেখা দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হয়। তবে

লোকের চোখ সেই কাল দিকটায় দৃক্‌পাত করে না মনোমুগ্ধকর আলোর সম্মোহনে। সে সম্মোহন যার নাই তাকে তুমি একজন টেনে কোলে তুললে তোমার দিকটায় কালি পড়বে ব'ন। সুতরাং নিরস্ত হও। তোমাদের দেখতে আসব বরাবরই কিন্তু বাবা যতদিন না ফিরেন ততদিন মাফ করতে হবে।"

"আমি যেমন সুন্দরীর মাসীমা—তেমনি সুকুমারীর এবং তোমারও। কিসের কালি এবং কিসের কলঙ্ক? যাঁরা নিরীহ নারী-মর্য্যাদা পদদলিত ক'রে আপনাদের পাশব আচরণকে সচ্ছন্দে চাপা দিবার জন্য বেশ পাশ কাটিয়ে নিষ্কলঙ্ক সাজেন, কালি তাঁদেরি গায়ে লেগে থাকা আবশ্যক। যতদিন সমাজের বিচার এইরূপ অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড বিধান না ক'রে, তাকে লুকিয়ে রাখবে, ততদিন সমাজের উদ্ধার সুদূরপরাহত। অবলা—নষ্ট নারী-মর্য্যাদার উদ্ধার আমরা করব এই আমার ব্যবস্থা। এস তুমি মা আমার! তোমাকে নিয়ে সেতারার অভাব মোচন করব আমি সংর্বে কোন বিঘ্নই ঘটবার সম্ভাবনা নাই।"

উনচল্লিশ

সুতরাং ওলট পালট হইয়া গেল সবদিক, চুনির এই বন্দোবস্তে—চুনির বাবা ভাবিবার কোন অবকাশ পাইলেন না। মেয়ের মন টলিয়াছে সেইদিকে স্বভাবতঃই। তিনি বিস্মিত হইলেন। এ যে নারী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব বিকাশ, মনোবলের পরাকাষ্ঠা,—আশ্রয়দাত্রীর দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে।

প্রবাস যাত্রার পূর্ব্বে আবার তিনি গ্রামে আসিলেন। মেয়েটা তাঁহার ছিল তখন সেতারার কাছে মনিরের নিমন্ত্রণে—সুন্দরী সঙ্গে সঙ্গে ছিল একপ্রকার। মাসীমা কলিকাতায় যাইবেন কথা উঠিতেছে; স্কুলের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে নানাদিক দিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য।

"আপনি খান সাহেব হয়েছেন ইনস্পেক্টর সাহেব, খুব খুসি হলাম। আরও সুনাম আপনার অবশ্যম্ভাবী, আমরাও কামনা করি।"

"মীর পরিবারের সদনুষ্ঠান বিভিন্নমুখী এবং সর্ব্ববিদিত। আপনি সেই খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত করে তুলেছেন। আশা করি

সরকার বাহাদুর শীঘ্র আপনাকে খাঁ বাহাদুর উপাধি অর্পণ করবেন।”

“মাফ করবেন ইনস্পেক্টর সাহেব। আপনি অবশ্য জানেন না, আমার ভাগ্যে হজ-যাত্রা ঘটে গিয়েছে অনেক দিন হল। আমি হাজী, এর সঙ্গে আর কিছুই খাপ খাবে না। আমি ক্ষুন্ন হব এই পবিত্র আখ্যার মর্য্যাদা নষ্ট করতে অন্য কোন মন রাখা কিম্বা মানরাখা পদবি সংযুক্ত করে।”

“হার মানলাম, আপনার এই সম্ভ্রম জ্ঞানের সমক্ষে। মাফ করবেন। একটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথার জন্য এসেছি আজ এখানে। বিবাহের নিমন্ত্রণ ত পৌছায় নাই আপনার তরফ হতে। তাহা হলে হয় ত আসতে হত।”

“সুকুমারী লিখেছিল আপনাকে—শচীনও লিখেছিল আমার গোচরে।”

“কিন্তু—”

“এটাও কিন্তু যে, সেদিনকার আয়োজন তিনটা নয় একটা হয়েছিল, আবশ্যক মত অভিন্ন মতে। তা ছাড়া আপনি ত বর। বরের নিমন্ত্রণ কে করে থাকে কোথায়।”

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় ত বুঝলেন না এই কথার মন্তব্য। সুতরাং ব্যখ্যার আবশ্যক হইল বিশেষতঃ গাঙ্গুলি মহাশয়ের ঔৎসুক্যে।

"পাত্র নিরূপণ ব্যাপারে আমি এঁকে পরাস্ত করেছি, যদিও যুদ্ধদান করেন নি একদিনও, পশ্চাৎপদ হয়েছেন আপনা হতেই।"

"হকিয়তের দাবি আমার আছেই—কিন্তু না-দাবা লিখে দিলাম, সচ্ছন্দমনে বহাল ভবিয়তে অন্যের বিনা অনুরোধে। শুধু দাবী আমার এই মেয়েটীর। দুনিয়ায় এখন সে আমাকে কতটা অধিকার করেছে বুঝতে পারছেন আজ আমার এরূপ ভাবে এখনকার আবির্ভাব হতে। আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রবাস যাত্রা করব।"

"একেবারে বেদখল হয়েছেন খাঁ সাহেব, মেয়ে আপনার এসেছেন এই।"

"বাবা তুমি আমাকে ফেলে যাচ্ছিলে। আশ্রয় পেয়েছি, তোমাকে নিশ্চিন্ত করবার মত। গ্রহণ করেছেন আমাকে কলকাতার মা, অসীম স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায়—চিরদিনের জন্য। কিসের অভাব—তুমি যার বাবা? আমি এই বন্দোবস্তে ভালই থাকব যদি বাবা মনে করেন সেইরূপ। আমার সেতার খানি নিয়ে আসব। নূতন করে বাঁধতে হবে, একটা একটা করে তার পুরাতন তার খুলে ফেলে। এখন হতে তার নূতন তন্ত্র। সুন্দরী, সেতারা, এবং সুকুমারীর মঞ্জু মূর্চ্ছনায় সে আপনাকে ধন্য করে তুলবে সকলের কাছে চিরদিনের জন্য।"

"আপনি আমাকে পরাস্ত করেছেন, বলেছিলেন মীর সাহেব। আমি কিন্তু আপনার প্রতি অপলাপের আরোপ করতে পারি। এই আর একটা দু-নম্বর। আমার মেয়েটীকে আপনারা ভুলিয়ে নিয়েছেন। এত বরদাস্ত করব কি জন্য, বিশেষতঃ আমি একজন পুলিশ অফিসার।"

"আমাদের আইনের বিচার প্রার্থনা করুন। দোষী কিন্তু সাব্যস্ত হবেন আপনিই, উল্টা।"

"যদি আপনি বিচারক হন। কসুর স্বীকার করলাম এবং দণ্ড স্বরূপ এই কয়েক হাজার টাকা দাখিল করলাম, গ্রহণ করুন।"

"উপহাস করবেন না খাঁ সাহেব, পরাস্ত হয়েছেন আপনি নানা দিক দিয়া।"

"উপহাস নয় মীর সাহেব, আমার মেয়ের বাড়ী বিক্রয়ের টাকা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। যিনি তাকে গ্রহণ করবেন সে টাকা সমস্ত তাঁরই প্রাপ্য, এই আমার উপর নির্দ্দেশ। যিনি গ্রহণ করছেন তিনিই পাবেন। সদ্ব্যবহারের যথেষ্ট সুবিধা তাঁর রয়েছে। যে আশ্রমে আমার মেয়ে আশ্রয় পেয়েছে সেখানকার সদনুষ্ঠান আরও ধন্য হয়ে উঠুক এই অযাচিত দানের সাহায্য গৌরবে। মেয়ে আমারই থাকবে চিরদিন।"

"নজরের বিচারে যে মনের মসনদ দখল করে বসে, তাকে নিয়ে কোন বিসম্বাদ ঘটলে মীমাংসা সহজ-সাধ্য হয় না।

আপনাদের মধ্যে একটা আপোষ হয়ে গিয়েছে, খুব সুখেরই কথা ; আমাকে সে মীমাংসায় পক্ষ করা হয় নি, কিন্তু আমার ভাগ আমি পেয়েছি। ঐ মাষ্টার সাহেব ভাল মানুষটার মত চুপ করে আছেন—এঁদেরই শুভদৃষ্টির বাঁধন সকলের সেরা এবং অটুট রয়ে গিয়েছে দারুণ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যদিয়ে।"

"বাবা—"

"মা।"

"তুমি যে আমার বাবা।"

"মেয়ে তুমি যার, এখনও তারই। খোদার দেওয়া চুনি আমার, মা তুমি।"

"চখের জল টেনে এনেছেন, ইনস্পেক্টর সাহেব। মেয়ে আপনার আমাদিগেরও আপন। নারী-হৃদয়ের নিবিড় মমতা লক্ষ্য-হারা হয়ে ব্যর্থ হ'চ্ছিল। যাঁর নেকনজরের দীপ্তি-শিখায় সুরাহা পেয়ে আপনাকে স্বার্থক করে তুলেছে, জয় ও যশ তাঁরই।"

সমাপ্ত